মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০০

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৩য় বর্ষঃ	১০ম সংখ্যা
রবী'উল আউয়াল ও ছানী	১৪২১ হিঃ
আষাঢ়	১৪০৭ বাং
জুলাই	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - মানবজাতির ভাঙনচিত্র (২য় কিস্তি) ১০
    -ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - নতুন শতাব্দীর মুসলিম যুবমানস ১৩
    -মুহাম্মাদ হাসানুযযামান
  - ডঃ ইসলামুল হকঃ খসে গেল এক তারকা ১৫
    -শেখ দরবার আলম
  - পুত্র ও কন্যা সন্তানের জন্মকথাঃ ১৭
    - ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ (৩য় কিস্তি) ১৯
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- অর্থনীতির পাতাঃ
  - ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের সমস্যা ২০
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- সাক্ষাৎকারঃ
  (ক) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হজ্জব্রত পালন
  (খ) শায়খ রশীদ আহমাদ (উনায়যা, সঊদী আরব)
- হাদীছের গল্পঃ
  - সত্যের সাক্ষ্য ২৬
    -কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী
- চিকিৎসা জগৎ ২৮
- কবিতা ৩০
  ০ কুরআন ও হাদীছ ০ আত-তাহরীক
  ০ এই হাত
- মহিলাদের পাতা ৩১
  - ছবর-এর তাৎপর্য *-মুসাম্মাৎ আখতার বানু*
- সোনামণিদের পাতা ৩৩
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- পাঠকের মতামত ৪৯
- প্রশ্নোত্তর ৫০

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

উত্তরাঞ্চলকে বাঁচান!

ফারাক্কা বাঁধ থেকে ছাড়া পানি হু হু করে ধেয়ে আসছে রাজশাহীর দিকে। সে চায় শিক্ষানগরী রাজশাহীকে গ্রাস করতে। শহর রক্ষা বাঁধ তার প্রধান শত্রু। একে সে খাবেই। এবার যেন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। উত্তরাঞ্চলের এই বিভাগীয় শহরকে তলিয়ে দিতে পারলে পুরা উত্তরাঞ্চলকে সে ডুবিয়ে দিতে পারবে নিমেষে। সাড়ে ৪ কোটি মানুষ আজ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে নিজেদের এই ধ্বংস দৃশ্য।

কই আগে তো কখনো এরূপ ছিল না। প্রমত্তা পদ্মা যার নাম। তার বুকে আজ গভীরতা নেই কেন? কেন সে আজ পানি বিহনে কাতরাচ্ছে। ব্লাড প্রেসারের রোগীর মত অল্পতেই সে ফুঁসে উঠছে কেন? কে তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও গতিপ্রবাহ বিনষ্ট করল? আসুন একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি পার্শ্ববর্তী বন্ধু দেশটির দিকে। কেননা তাদেরই সৃষ্ট এই মরণ বাঁধ ফারাক্কা। এই ফারাক্কাই আজ আমাদের ও আমাদের প্রাণপ্রিয় পদ্মার মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করেছে। পদ্মাকে আমাদের শত্রু বানিয়েছে।

ফারাক্কা বাংলাদেশের রাজশাহী-চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত থেকে মাত্র ১১ মাইল ভিতরে গঙ্গা নদীর উপরে ভারতের দেওয়া বাঁধের নাম। যা কেবল বাংলাদেশের জনগণের জন্য নয়, শুনতে পাই এখন খোদ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জন্যেও গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে। কারণ গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দেওয়ার ফলে তার বুকে পলি জমে জমে ক্রমশঃ নদী ভরাট হ'য়ে যাচ্ছে। তার পানি ধারণ ক্ষমতা প্রতি বছর কমে যাচ্ছে। ফলে উজানের ধেয়ে আসা প্রবল পানিস্রোত আর স্বাভাবিক বর্ষার পানি একত্রিত হয়ে তার বুক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেই সাথে ভাসিয়ে নিচ্ছে তার তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি যেলার লাখ লাখ বনু আদমের স্বপ্নসাধকে। শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের সকল আকাংখা ও পরিকল্পনা। ধ্বংস হচ্ছে তাদের ফসল ও বাড়ী-ঘর। বাপ-দাদার ভিটে মাটি ছাড়া হ'য়ে তারা এখন উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় নিচ্ছে পার্শ্ববর্তী যেলা গুলিতে। ফলে তাদের মন রক্ষার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ফারাক্কার বাঁধ খুলে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের দিকে। আর কোটি কোটি গ্যালন পানি ভীষণ ক্রোধে ঝাঁপিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে রাজশাহীর মরা পদ্মার বুকে। এভাবে বর্ষাকালে পানি ছেড়ে ও শুকনা মওসুমে পানি আটকিয়ে বাংলাদেশকে গলায় ফাঁস দিয়ে মারার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ এই মহান (?) দেশটি। কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার অজুহাতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রবল বাধা উপেক্ষা করে ১৯৭০ সালে ভারত এই বাঁধ নির্মান সম্পন্ন করে। কিন্তু তা চালু করতে সাহস করেনি। ইতিমধ্যে এসে যায় '৭১-এর যুদ্ধ। ভারত অত্যন্ত কৌশলে যুদ্ধের জয়ের মালা নিজের ঘরে তুলে নেয়। পাকিস্তান আর্মীর রেখে যাওয়া বিপুল অস্ত্রশস্ত্র এবং এদেশের মিল-কলকারখানার মেশিন-পত্র ও যন্ত্রপাতি সব সে নিয়ে যায় নিজ দেশে। বাংলাদেশ নামক একটি খোকলা দেশের জন্ম হয় পৃথিবীর মানচিত্রে। খুঁড়িয়ে চলা দেশের দুর্বলতাকে সে পুরোপুরি নিজ স্বার্থে কাজে লাগায়। ফলে তৎকালীন সরকারের কৃতজ্ঞতা সূলভ আচরণের ফলে ভারত অতি সহজেই ১৯৭৫ সালের ২১ শে এপ্রিল থেকে চালু করে এই মরণ বাঁধ ফারাক্কা। এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে উত্তরাঞ্চলের মানুষ। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক 'ফারাক্কা মিছিল' হয় রাজশাহী থেকে চাঁপাই নবাবগঞ্জের কানসাট পর্যন্ত। কিন্তু কে শুনবে দুর্বলের এ আর্ত চীৎকার? মানুষের চোখ-কান-বিবেক যখন অন্ধ হ'য়ে যায়, তখন সে হয় পশুর চেয়েও অধম। তাই যাদের জন্য এই মিছিল, এই চীৎকার ধ্বনি, এই বক্তব্য, এই লেখনী তারা তো স্বার্থ উদ্ধার করে নিয়ে নীরবে হাসছে ক্রুর হাসি। আর এদিকে আমাদের চুক্তিবাদী নেতা-নেত্রীরা খুশীমনে গলাবাজি করছেন। আর জনগণকে নিজেদের সাফল্যের ফিরিস্তি শুনাচ্ছেন দিনরাত।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের সাথে যে চুক্তি করে, তাতে বলা ছিল যে, (১) ফারাক্কা পয়েন্টে শুকনা মওসুমে বাংলাদেশ শতকরা ৬০ ভাগ পানি পাবে। বলা ছিল (২) ২১ শে এপ্রিল থেকে শুকনা মওসুমে প্রতি দশদিনের সার্কেলে বাংলাদেশ পাবে ৩৪ হাযার ৫শ' কিউসেক পানি এবং ভারত পাবে ২০ হাযার ৫শ' কিউসেক পানি। আরও বলা ছিল যে, (৩) বাংলাদেশ তার নির্ধারিত হিস্যার শতকরা ৮০ ভাগের নীচে কখনোই পাবে না। এটাকেই বলা হয় 'গ্যারান্টি ক্লজ' বা পানির নিশ্চয়তা বোধক ধারা। এটা ছিল ভারতের সঙ্গে পানি কূটনীতিতে বাংলাদেশের একটি বিরাট সাফল্য। কিন্তু ১৯৮৬ সালের পর থেকে দু'দেশের মধ্যে আর কোন পানি চুক্তি নেই। এখন চলছে ভারতের একচেটিয়া পানি সন্ত্রাস। সে ইচ্ছামত পানি ছাড়ছে আর বন্ধ করছে। শুধু গঙ্গা নয়, তিস্তা, সুরমা, বরাক সহ ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে সে আমাদেরকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। ভূগর্ভে পানির স্বাভাবিক স্তর নেমে গিয়েছে। সেখানে আর্সেনিক দূষণ শুরু হয়েছে। ফলে পানযোগ্য সুপেয় পানি থেকেও আমরা বঞ্চিত হ'তে চলেছি। ফোরাতের তীরে তৃষ্ণার্ত হুসায়েন পরিবারের ন্যায় পানি বিহনে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজ হাহাকার উঠছে। এটাই হ'ল আজ বাংলাদেশের নিষ্ঠুর বাস্তবতা। ইতিমধ্যে ভারত পেয়ে গেল তার পসন্দমত আরেকটি সরকার। ফলে পুনরায় সুযোগ নিল সে। ৩০ বছরের 'পানি গোলামী' চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নিল সে অতি সহজে ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বরে। ক্রুর হাসি হাসলো দিল্লীশ্বর। আর খুশীতে নাচতে থাকলেন ঢাকেশ্বরী। এখনো তিনি গেয়ে চলেছেন নিজের সাফল্যের জয়গান। হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচে পানিহীন শুকনা পিলারে তাই লেখা দেখি 'শেখ... অবদান, পানি সমস্যার সমাধান'। রোগীকে মেরে ফেলাই যদি রোগের সমাধান হয়, তবে পদ্মাকে মেরে ফেলে আমাদের নেতা-নেত্রীরা নিঃসন্দেহে সেই সমাধান করেছেন বলা চলে।

কেননা এ চুক্তিতে আর আগের সেই গ্যারান্টি ক্লজ নেই, নেই আন্তর্জাতিক ফোরামে বা আদালতে বাংলাদেশের অভিযোগ পেশ করার ক্ষমতা। কেননা সেখানে রয়েছে দ্বিপাক্ষিকভাবেই সবকিছু মিটানোর কথা। যা দুর্বল ও সবলের মধ্যে কোনকালেই সম্ভব নয়। কিন্তু না। পদ্মা মরবে না। তাকে মরতে দেওয়া যাবে না। কেননা তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে উত্তরাঞ্চলের সাড়ে চার কোটি মানুষের জীবন ও স্বপ্ন। তাই পদ্মাকে যারা মেরেছে, সেই হত্যাকারী আসামীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরাম ও আদালতে ঐসব পানি ডাকাতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। ওদেরকে বিশ্ব সমাজে চিহ্নিত করতে হবে। সেই সাথে ব্যাপক সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করতে হবে এবং আল্লাহর নিকটে গায়েবী মদদ চাইতে হবে। তিনি যেন কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষাকারী পানি সমস্যার সমাধানের পথ সুগম করে দেন- আমীন!! (স.স.)।

[বিঃ দ্রঃ গত সংখ্যা সম্পাদকীয় ৮ম লাইনে 'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট' কথাটি বাদ যাবে। অনবধানতা বশতঃ এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত- সম্পাদক]

দরসে কুরআন

আখেরাতের কথা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ● يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرٰى وَمَاهُمْ بِسُكَرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ●

১. অনুবাদঃ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার (হজ্জ ১)। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে; সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ঘটাবে অর্থাৎ ঘটে যাবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র শাস্তি বড়ই কঠিন (২)।

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) **ইয়া আইয়ুহা ন্না-সু** (يَاأَيُّهَاالنَّاسُ)ঃ হরফে নিদা বা সম্বোধন সূচক অব্যয়। 'আন-নাসু' অর্থ মানবমণ্ডলী। হে মানবমণ্ডলী বলে এখানে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা ক্বিয়ামত কেবল মুসলমানের জন্য হবে না। বরং সকল মানুষের ও সকল সৃষ্টি জগতের জন্য হবে। জ্ঞান সম্পন্ন ও সেরা সৃষ্টি হিসাবে এখানে কেবল মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। যাতে তারা দুনিয়া থাকতেই আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করে নেয়।

(২) **ইত্তাক্বু** (اِتَّقُوْا)ঃ 'তোমরা ভয় কর'। ছীগা جمع مذكرحاضر امرحاضر معروف বাহাছ افتعال বাব ওযন اِوْتَقِيُوْا মাদ্দাহ وَقْوَى (ওয়াক্বওয়া)। ওয়াও-কে 'তা' দ্বারা পরিবর্তন করে تَقْوَى (তাক্বওয়া) করা হয়েছে। অনুরূপভাবে تُقَاةً (তুক্বাতুন) মূলে ছিল وُقَاةً (ওক্বাতুন) تُرَاثٌ মূলে ছিল وُرَاثٌ (ওরাছুন)।

নিয়ম হ'ল এই যে, باب افتعال -এর فاء কালেমাতে যখন মূল অক্ষর 'ওয়াও' বা 'ইয়া' হবে, তখন 'তা' দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং উক্ত 'তা'-এর সাথে باب افتعال -এর 'তা' মিলিত হ'য়ে إدغام হয়ে যাবে। যেমন إِتَّقَدَ মূলে ছিল إِوْتَقَدَ : إِتَّسَرَ মূলে ছিল إِيْتَسَرَ। অনুরূপভাবে এখানে اِتَّقُوْا মূলে ছিল اِوْتَقِيُوْا 'ফা'-কালেমার 'ওয়াও'-কে 'তা' দ্বারা পরিবর্তন করে মূল বাবের 'তা'-এর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে إدغام করায় اِتَّقِيُوْا হ'ল। অতঃপর শেষে 'ইয়া' এবং 'ওয়াও' দু'টি 'হরফে ইল্লাত' বা স্বরবর্ণ একত্রিত হওয়ায় 'ইয়া'-কে বিলুপ্ত করে তার হরকতকে ডাইনে দেওয়া হ'ল। ফলে اِتَّقُوْا হয়ে গেল। ইত্তাক্বু-এর হামযা ওয়াছলী হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী ইসমের সাথে মিলিতভাবে উচ্চারিত হয়েছে এবং আলিফটি অনুচ্চারিত থেকেছে। অর্থাৎ *'ইয়া আইয়ুহান্না-সু ইত্তাক্বু'* না বলে *'ইয়া আইয়ুহান্না-সুত্তাক্বু'* বলা হয়েছে।

(৩) **তাযা'উ** (تَضَعُ)ঃ 'রেখে দেবে' অর্থাৎ গর্ভপাত হবে। ছীগা واحدمؤنث غائب বাব فَتَحَ يَفْتَحُ এখানে 'গর্ভবতী তার গর্ভ রেখে দেবে' বলা হয়েছে। অথচ গর্ভবতী নিজ ইচ্ছায় গর্ভ খালাস করতে পারে না। যতক্ষণ না তার মধ্যে ব্যথা বা চাপ সৃষ্টি হয়। তবুও আয়াতে তাকেই কর্তার স্থানে বসানো হয়েছে বাহ্যিক কারণের দিকে লক্ষ্য করে।

(৪) **সুকা-রা** (سُكَارَى) অর্থঃ 'মাতাল' যে মদ খেয়ে চূর হয়। একবচনে سُكْرَانُ (সুকরান)। শব্দটি এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ভয়ে ও ত্রাসে ক্বিয়ামতের দিন মানুষ মাতালের মত দিকভ্রান্ত ও দিশেহারা হ'য়ে যাবে।

৩. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আখেরাতের প্রথম মনযিল কবর[১] বা বরযখী জীবন শেষে আখেরাতের প্রকৃত জীবন শুরু হয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান আক্বীদাগত ভিত্তি হ'ল আখেরাতে বিশ্বাস। ঈমানের মৌলিক ৬টি স্তম্ভের মধ্যে এটি হ'ল চূড়ান্ত স্তম্ভ। মানব জীবনের চারটি অবস্থান স্থলের এটি হ'ল সর্বশেষ ও চিরস্থায়ী আবাসস্থল। এখানে চিরস্থায়ী মুক্তি ও কল্যাণ লাভের জন্য মানুষ দুনিয়াতে চেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে থাকে। ক্বিয়ামতের প্রচণ্ড ভূকম্পন ও ধ্বংসলীলার মাধ্যমে আখেরাত জীবনের সূচনা হয় এবং কবরের বা বরযখী জীবন শেষ করে এদিন সকল মৃত ব্যক্তি স্ব স্ব দেহে নতুন জীবন লাভ করে। অতঃপর আল্লাহ্র দরবারে সারা জীবনের আমলের হিসাবের জন্য বিচারের সম্মুখীন হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার ডান অথবা বাম হাতে দেওয়া

১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২ সনদ হাসান।*

হবে। অতঃপর সে অনুযায়ী সে জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে। মুমিন জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'ল আখেরাতে মুক্তি লাভ করা। সেখানে জান্নাত লাভের জন্যই সে তার দুনিয়াবী জীবন উৎসর্গ করে। তার যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনা সে উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়। তার সকল প্রেরণা ও কর্মোদ্দীপনা শানিত ও বারিত হয় আখেরাত বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও শিথিলতার উপরে। আখেরাতে মুক্তির জন্য তার মাধ্যমে যে সমাজ গঠিত হয়, তা হয় সুশীল ও কল্যাণমণ্ডিত সমাজ। আখেরাত বিশ্বাস দুর্বল, শিথিল বা সন্দেহযুক্ত হ'লে তার মাধ্যমে গঠিত সমাজ হয় ভঙ্গুর, অশান্ত ও দুর্বিষহ। আখেরাত বিশ্বাস তাই মানব জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। যা না থাকলে সমাজের ভাঙ্গন ও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে আমরা আখেরাত জীবনের আনুক্রমিক কিছু বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ক্বিয়ামত প্রাক্কালের ১০টি আলামতঃ

(১) পশ্চিম দিক হ'তে সূর্যের উদয় (২) 'দাব্বাতুল আরয'-এর আগমন (৩) দাজ্জালের আবির্ভাব (৪) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ (৫) ইয়াজূজ-মাজূজ-এর আগমন (৬) প্রাচ্যে (৭) পাশ্চাত্যে ও (৮) আরব উপদ্বীপে মাটিতে ধ্বস নামা (৯) ধোঁয়া উদগীরণ ও সবশেষে (১০) ইয়ামন অথবা অন্য বর্ণনা মতে এডেন-এর গর্তসমূহ (قعر عدن) হ'তে প্রচণ্ডবেগে অগ্নি নির্গত হওয়া, যা লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে। অন্য বর্ণনা মতে 'প্রচণ্ড ঝড়' যা লোকদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এগুলির মধ্যে প্রথম দু'টি হবে সূর্য পশ্চিম দিক হ'তে উদিত হওয়া এবং প্রভাতকালে চাশতের সময় লোক সমক্ষে 'দাব্বাতুল আরয' বা মৃত্তিকাগর্ভ হ'তে সৃষ্ট জন্তু বের হওয়া। এ দু'টি প্রায় কাছাকাছি সময়ে হবে।[২]

১. সিঙ্গায় ফুঁকদানঃ

ক্বিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় ঘনিয়ে এলে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নিযুক্ত ফেরেশতা (ইস্রাফীল) একবার সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। ফলে মাটি ও পাহাড় গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে যাবে। আসমান বিদীর্ণ হবে। নক্ষত্র সমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হবে। তারকারাজি নিভে যাবে। সাগর উদ্বেলিত হয়ে মাটি সমান হয়ে যাবে। এই ভয়ংকর দৃশ্য ও ভূকম্পনে ভীত হয়ে দুষ্ট লোকগুলো সব মারা পড়বে। তারা যে বিষয়ে অবিশ্বাস করত ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তা এখন তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এভাবেই ক্বিয়ামতের মহাপ্রলয় শুরু হবে।

সিঙ্গায় ফুঁকদান দু'বার হবে।[৩] প্রথম ফুঁকে সব ধ্বংস হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁকদানে সবার পুনর্জন্ম হবে ও আল্লাহ্র সম্মুখে হাযির হবে। দুই ফুঁকের মধ্যবর্তী সময় কতটুকু হবে এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, চল্লিশ। রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সন্দেহে পড়েন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চল্লিশ দিন বলেছিলেন, না ৪০ মাস, না ৪০ বৎসর।[৪] অন্য হাদীছে ৪০ বৎসর কথাটি এসেছে। কিন্তু হাদীছটি 'যঈফ'।[৫]

দাজ্জালঃ

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জাল বের হবে। সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। রাবী বলেন, আমি জানিনা এই চল্লিশ, দিন না মাস না বৎসর।

ঈসা (আঃ)ঃ

অতঃপর আল্লাহ ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি ওরওয়া ইবনে মাসঊদ (রাঃ) সদৃশ হবেন। অতঃপর তিনি দাজ্জালের খোঁজ করবেন ও তাকে হত্যা করবেন। ঈসা (আঃ) সাত বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। সেই সময় মানুষের মধ্যে এমন শান্তি বিরাজ করবে যে দু'জন মানুষের মধ্যেও শত্রুতা থাকবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হ'তে এমন এক শীতল বায়ু প্রবাহিত করাবেন, যা ভূ-পৃষ্ঠে এমন একজন কেও জীবিত ছেড়ে দেবে না, যার অন্তরে কণা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ সেই শীতল বায়ুতে সকল ঈমানদার ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে।.... এই সময় কেবলমাত্র ফাসিক্ব ও বদকার লোকগুলিই অবশিষ্ট থাকবে। যারা অন্যায় কর্মে পাখীদের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি এবং খুন-খারাবীতে পশুর ন্যায় হিংস্র হবে। ভাল-মন্দ বিচার বোধ তাদের মধ্যে থাকবে না। এই সময় শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করে এসে বলবে, তোমরা কি সাড়া দিবে না? লোকেরা বলবে, তুমি আমাদের কি নির্দেশ দিচ্ছ? সে তখন তাদের মূর্তিপূজার নির্দেশ দিবে। এই সময় লোকেরা অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে দিন যাপন করবে। এমতাবস্থায় **প্রথম সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে**।.... তখন যে যেভাবে থাকবে সেভাবেই মারা পড়বে।.... অতঃপর হালকা কুয়াশার ন্যায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তাতে কবরে নিশ্চিহ্ন দেহগুলি সজীব হয়ে উঠবে। অতঃপর **দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে**। তখন সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে ছুটে এসো। ফেরেশতাদের বলা হবে 'ওদেরকে দাঁড় করাও। এখুনি ওরা জিজ্ঞাসিত হবে'। অতঃপর বলা হবে, জাহান্নামী লোক গুলোকে বের করে নাও। জিজ্ঞেস করা হবে কতজনের মধ্যে কত জন? জবাবে বলা হবে প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন। এটাই হ'ল সেই দিন, 'যেদিন ভয়ে

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬৪-৬৬।*
৩. *নাযে'আত ৬-৭; বুখারী, তারজুমাতুল বাব।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫২১।*
৫. *আবদুল মালেক আলী আল-কুলাইব,* আহওয়ালুল ক্বিয়ামাহ পৃঃ ৩৪ টীকা ৬৮।

বাচ্চা বুড়া হয়ে যাবে' (মুযযাম্মিল ৭০) এবং 'যেদিন আল্লাহ স্বীয় পায়ের নলা বের করে সেখানে সবাইকে সিজদা করতে বলবেন। কিন্তু তারা সিজদা করতে পারবে না' (ক্বলম ৪২)।[৬] ফাসিক্ব ও লোকদেখানো মুছল্লীদের শিরদাঁড়া ঐসময় তক্তার ন্যায় শক্ত ও সোজা হয়ে যাবার কারণে তারা সিজদা করতে ব্যর্থ হবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে সত্যিকারের আল্লাহভীরু মুমিন ছিল, তারা সহজে সিজদা করবে।[৭] উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রতীয়মান হয়। যেমন-

প্রথম বিষয় হ'লঃ ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে দাজ্জাল বের হবে। অন্য হাদীছে যার বর্ণনা এসেছে যে, তার ডান অথবা বাম এক চোখ কানা হবে ও একচোখ ফোলা আঙ্গুরের মত হবে এবং তার কপালে 'কাফির' (ك ف ر) লেখা থাকবে। যা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই পড়তে পারবে।[৮]

অন্য হাদীছে রয়েছে সে ৪০ দিন (اربعين ليلة) মাত্র অবস্থান করবে এবং এর মধ্যে মক্কা-মদীনা ব্যতীত সমগ্র দুনিয়া বিচরণ করবে[৯] ও নিজের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়ে সবাইকে কাফির বানাতে চেষ্টা করবে।[১০] মক্কা-মদীনার সকল প্রবেশ পথে ফেরেশতাদের প্রহরা থাকবে। সে ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু তাকে সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানেই সে ধ্বংস হবে।[১১] দাজ্জালকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী লুদ্দ' নামক শহরে পাওয়া যাবে ও সেখানেই তাকে ঈসা (আঃ) হত্যা করবেন।[১২]

২য় বিষয় হ'লঃ ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে সকল মানুষ পুনরায় মূর্তি পূজায় ফিরে যাবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, দিন ও রাত্রির সমাপ্তি ঘটবে না অর্থাৎ ক্বিয়ামত হবে না যতক্ষণ না লাত ও ওয্যার পূজা হবে।... এভাবে তারা তাদের বাপ-দাদাদের ধর্মে পুনরায় ফিরে যাবে'।[১৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, অতক্ষণ ক্বিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিলে যাবে এবং মূর্তিপূজা করবে।[১৪] অর্থাৎ মূর্তিপূজায় ফিরে যাওয়া ক্বিয়ামত ত্বরান্বিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

৩য় বিষয় হ'লঃ ক্বিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। তিনি কিভাবে নাযিল হবেন এ বিষয়ে অন্য হাদীছে এসেছে যে, তিনি দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের শ্বেত মিনার হ'তে হলুদ বর্ণের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার পাখায় ভর করে অবতরণ করবেন। তাঁর শ্বাস-বায়ু তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং যেকোন কাফের তাঁর শ্বাস-বায়ু পেলেই ধ্বংস হবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালকে লুদ্দ শহরে হত্যা করবেন। এমন সময় আল্লাহ পাক তাঁকে খবর দিবেন যে, আমার সৃষ্ট এমন কিছু শক্তিশালী বান্দা আছে, যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারু নেই। (তারা এখন বের হবে) অতএব আপনি আমার অন্য বান্দাদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে হেফাযত করুন।

ইয়াজূজ মাজূজঃ

অতঃপর আল্লাহ ইয়াজূজ ও মাজূজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে নীচে দ্রুতবেগে নেমে আসবে ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাতে থাকবে। এমতাবস্থায় ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করবেন। তখন আল্লাহ ইয়াজূজ ও মাজূজের ঘাড়ের উপরে বিষাক্ত কীটের আযাব নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। তাদের মরদেহের পঁচা গন্ধে চারিদিক ভরে গেলে তাঁরা পুনরায় আল্লাহ্র নিকটে ফরিয়াদ করবেন। ফলে এমন বৃষ্টি নামবে, যাতে সব ময়লা ধুয়ে-মুছে ছাফ হয়ে যাবে ও মুসলমানগণ মহা সুখে দিন যাপন করতে থাকবে। এমন সময় হঠাৎ একদিন আল্লাহপাক স্নিগ্ধ বায়ু প্রেরণ করবেন। যাতে সকল মুমিন মৃত্যুবরণ করবে ও কেবলমাত্র পাপী লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তারা গর্দভের ন্যায় পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হবে। তখন তাদের উপরে ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।[১৫]

ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে অবতরণ করে দাজ্জাল নিধন করা ছাড়াও আর যেসব কাজ করবেন, তা হ'ল এই যে, তিনি ন্যায় পরায়ণ শাসক হবেন। তাঁকে হত্যার নিমিত্ত খৃষ্টানদের বানানো প্রতীকী শূলকাষ্ঠ তিনি ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া কর বিলুপ্ত করবেন *(কেননা তখন মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীতে কেউ থাকবে না)*। এই সময় হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, মাল-সম্পদের ব্যাপক প্রাচুর্য হবে এবং সবাই ইবাদত গোযার হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'ঈসা-এর মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক আহলে কিতাব তাঁর উপরে ঈমান আনবে'।[১৬]

ইবনু ছাইয়াদঃ

উল্লেখ্য যে, হাদীছে যে দাজ্জাল ইবনু ছাইয়াদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সে সম্পর্কে ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন যে, মদীনার এই ইহুদী সন্তানের মধ্যে দাজ্জালের কিছু নিদর্শন থাকলেও সে প্রকৃত দাজ্জাল নয়।[১৭]

এখানে একটি বিষয় প্রশ্ন হ'তে পারে যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত

৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫২০।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪২)।*
৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ,মিশকাত হা/৫৪৭০-৭১, ৭৪।*
৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৬-৭৮।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৮০-৮১।*
১২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫।*
১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৯।*
১৪. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫।*
১৬. *নিসা ১৫৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০৫।*
১৭. *বুখারী 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৭৮ ফাৎহুল বারী ৬/২০০ পৃঃ।*

প্রতি যুগে হকপন্থী একটি দলের অস্তিত্ব থাকবে বলে অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দাজ্জালের আবির্ভাব ও ব্যাপক ধ্বংসলীলার সময় এদের অবস্থান কি হবে। এ বিষয়ে হাদীছ থেকে কয়েক প্রকার জবাব দেওয়া যায়। যেমন- (১) দাজ্জালের অত্যাচার হ'তে বাঁচার জন্য লোকেরা জনপদ থেকে পালিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় নিবে। উম্মে শারীক (রাঃ) প্রশ্ন করেন, আরব *(মুজাহিদগণ)* তখন কোথায় থাকবে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, তারা সংখ্যায় কম হবে।[১৮] (২) দাজ্জালকে মুকাবিলা করার জন্য একজন মর্দে মুজাহিদ বের হবেন ও তিনি সরাসরি তাকে চ্যালেঞ্জ করে তার ফিৎনা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকার জন্য দুনিয়াবাসীকে আহ্বান জানাবেন। তখন দাজ্জাল তাকে দু'টুকরো করে দূরে নিক্ষেপ করবে। আবার জীবিত করবে। এতে তার খোদায়ী দাবী অনেকে মেনে নিলেও ঐ ব্যক্তি অস্বীকার করে বলবেন, এটাই হ'ল এর দাজ্জাল হবার বড় প্রমাণ। তখন দাজ্জাল ঐ ব্যক্তিকে হাত-পা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এর দ্বারা প্রকৃত পক্ষে তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হবে। তিনি বলেন, এই ব্যক্তিই হবেন আল্লাহ্র নিকটে সবচাইতে বড় শহীদ।[১৯] (৩) দাজ্জালকে হত্যা করার পর একদল লোক ঈসা (আঃ)-এর সাথে দেখা করবেন, দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে আল্লাহপাক যাদেরকে নিরাপদে রেখেছিলেন। ঈসা (আঃ) তাদের মুখমণ্ডলে হাত বুলাবেন ও জান্নাতে তাদের কি উচ্চ মর্যাদা রয়েছে সে সম্পর্কে সুসংবাদ দিবেন।[২০]

উপরের দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সর্বযুগেই হকপন্থী একদল মুমিনের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে মুক্ত রাখুন ও মুক্তিপ্রাপ্ত হকপন্থী মুমিনদের দলভুক্ত করুন- আমীন!

ইমাম মাহ্দীঃ

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণকালে পৃথিবীর শাসনভার কার হাতে থাকবে? এর জবাবে হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি পেশ করা যায়। যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে লড়াইরত ও বিজয়ী থাকবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। তখন ঐ হকপন্থী দলের আমীর তাঁকে বলবেন, تَعَالَ صَلِّ لَنَا 'আসুন! আমাদের ছালাতে ইমামতি করুন! তখন তিনি বলবেন, না। তোমরা একে অপরের ইমাম হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ মর্যাদা।[২১]

এক্ষণে প্রশ্নঃ উক্ত আমীর কে? ইবনু মাস'উদ (রাঃ) ও অন্যান্য রাবী বর্ণিত হাদীছে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি হবেন মাহদী (আঃ)। যিনি ফাতিমা বিনতে রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর হবেন। যাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হবে। যিনি এসে যুলম ও অত্যাচার বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবেন এবং সাত বৎসর সুশাসনের মাধ্যমে পৃথিবীকে ন্যায়বিচার ও শান্তিতে পূর্ণ করে দিবেন।[২২] তিনি হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর বংশধর হবেন।[২৩] এ সময় ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং মাহদী (আঃ) তাঁকে দাজ্জাল হত্যা সহ সকল কাজে সহযোগিতা করবেন। মাহদী (আঃ) উম্মতে মুহাম্মাদীর ছালাতে ইমামতি করবেন এবং ঈসা (আঃ) তাঁর পিছনে ইক্তেদা করবেন।[২৪]

এইভাবে চলা অবস্থায় হঠাৎ একদিন সিরিয়ার দিক হ'তে শীতল বায়ু আসবে ও তার স্পর্শে সব মুমিনের মৃত্যু হবে। অতঃপর সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং এভাবে দুষ্ট লোকদের উপর ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। অন্য হাদীছে এসেছে পৃথিবীতে একজন তাওহীদবাদী মুমিন বেঁচে থাকতেও ক্বিয়ামত হবে না।[২৫] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত সময়কালে সর্বত্র দুষ্ট লোকের আধিক্য থাকলেও ফুঁক দেওয়ার প্রাক্কাল পর্যন্ত একজন হ'লেও তাওহীদবাদী লোক থাকবেন। যার মৃত্যুর পরপরই সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতএব একজন সত্যিকারের মুমিন ব্যক্তি পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং সকল সৃষ্টজীবের জন্য রহমত স্বরূপ *(সুবহানাল্লাহ)*।

এই দিন 'সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর কবরস্থ সকল মানুষ উঠে তাদের প্রভুর দিকে দৌড়াবে। আর বলবেঃ হায়! হায়! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল হ'তে উঠালো। এ যে দেখছি আমাদের দয়ালু (আল্লাহ) যার ওয়াদা করেছিলেন তাই এবং যা নবীগণ বলেছিলেন তারই বাস্তবতা? এটা কিছুই নয় স্রেফ একটি আওয়ায মাত্র। আর তাতেই সকলে আমাদের নিকটে এসে হাযির হবে। আজকের দিনে কারু উপরে সামান্যতম যুলম করা হবে না এবং কারু কোন বদলা দেওয়া হবে না কেবলমাত্র অতটুকু, যতটুকু তোমরা আমল করেছ' (ইয়াসীন ৫১-৫৪)।

ক্বিয়ামতের পরবর্তী অবস্থাসমূহ

আসমান ও যমীনঃ

এদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। সূর্য ও তারকারাজি আলোহীন হবে ও ঝরে পড়বে। সমুদ্র উদ্বেলিত বা অগ্নিগর্ভ হবে। কবরসমূহ উন্মোচিত বা উত্থিত হবে (তাকভীর ১-২; ইনফিত্বার ১-৪)। মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত ও পর্বতমালা হবে

১৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৭।*
১৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৬।*
২০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫।*
২১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭।*
২২. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৫০২-৫৪।*
২৩. *মাহদী মুনতাযার পৃঃ ১৯৫-৯৬।*
২৪. *মাহদী মুনতাযার পৃঃ ১৯১।*
২৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬।*

ধুনিত রঙিন পশমের মত (ক্বারে'আহ ৪-৫)। যমীন প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হবে এবং ভূগর্ভস্থ সবকিছুকে সে উদ্গীরণ করে দেবে (যিলযাল ১-২)। 'যমীন সমূহ থাকবে আল্লাহ্র বাম হাতে ও আসমান সমূহ থাকবে আল্লাহ্র ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়'। এ সময় আল্লাহ বলবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় আছ অহংকারীর দল![২৬] সেদিন আসমান ও যমীন সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করবে (ইবরাহীম ৪৮)। সূর্য ও চন্দ্রকে পেঁচিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা তাদের আযাব দেওয়ার জন্য নয়। বরং তাদের পূজারীদের ধিক্কার দেওয়ার জন্য।[২৭]

হাশরের ময়দানঃ

হাশরের ময়দান হবে লাল-শ্বেত মিশ্রিত এক সমতল ভূমি, যা হবে ছাফাইকৃত আটার একখানা রুটির মত। যেখানে কোন কিছুর চিহ্ন থাকবে না। আল্লাহ যেভাবে খুশী সেটাকে উলট-পালট করবেন ও সেই রুটি দ্বারা জান্নাতবাসীদের আপ্যায়ন করবেন। তার তরকারী হবে গরুর গোশত ও মাছ।[২৮] সমস্ত লোক উঠবে নগ্নদেহে খৎনাহীন অবস্থায়। যেমন তারা প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল। অবস্থা এমন ভয়ংকর হবে যে, কেউ কারু দিকে তাকাবার ফুরছত পাবে না। ঐদিন প্রথম কাপড় পরানো হবে ইবরাহীম (আঃ)-কে।[২৯] ঐদিন কাফিরদিগকে মুখের দিকে হাটিয়ে একত্রিত করা হবে। যিনি মানুষকে দু'পায়ে হাঁটাতে পারেন, তিনি তাদেরকে মুখের উপরে চালাবার ক্ষমতা রাখেন।[৩০] ঐদিন সূর্য মাত্র এক মাইল উপরে থাকবে। ফলে মানুষ স্ব স্ব আমল অনুযায়ী ঘর্মাক্ত হবে। কারু টাখনু পর্যন্ত, কারু হাঁটু পর্যন্ত, কারু কোমর পর্যন্ত, কারু মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।[৩১]

ঐদিন তিন প্রকারের লোক হবে। একদল হবে জান্নাতের আকাংখী, একদল হবে জাহান্নাম হ'তে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের কেউ যাবে হেঁটে, কেউ যাবে উটে সওয়ারীতে এবং বাকীদের আগুনে তাড়িয়ে নিবে (অর্থাৎ তারা ভয়ে যেতে চাইবে না)'।[৩২] ঐদিন আল্লাহ পাক স্বীয় পায়ের নলা উন্মোচিত করবেন ও সবাইকে সেখানে সিজদা করতে বলবেন। তখন ঈমানদার নারী-পুরুষ সকলেই সিজদা করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোকদেখানো বা শুনানোর জন্য ছালাত আদায় করত, তাদের পিঠ ও কোমর তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। ফলে তারা সিজদা করতে ব্যর্থ হবে'।[৩৩]

ঐদিন সাত শ্রেণীর মুমিন আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়া পাবেন (১) ন্যায়নিষ্ঠ শাসক (২) আল্লাহ্র ইবাদতকারী যুবক (৩) ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে লটকানো ছিল (৪) ঐ দু'জন ব্যক্তি যারা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য পরস্পরে বন্ধুত্ব করেছিল (৫) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী নারী অন্যায় কর্মে আহ্বান করেছিল। কিন্তু সে বলেছিল, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি (আল্লাহভীরু নারীর জন্যও একই পুরস্কার থাকবে ইনশাআল্লাহ)। (৬) ঐ ব্যক্তি যে এমনভাবে গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানতে পারেনা ডান হাতে কি দান করল (৭) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করে। অতঃপর দু'চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।[৩৪]

হিসাব-নিকাশঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) বল্লেন, কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন, 'যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তার হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮)*। তখন রাসূল (ছাঃ) জওয়াবে বলেন, এর অর্থ যার হিসাব তদন্ত করা হবে, সে ধ্বংস হবে'।[৩৫] তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল বান্দার সঙ্গে কথা বলবেন। উভয়ের মধ্যে কোন মুখপাত্র (বা ব্যাখ্যাকারী) থাকবে না, কোন পর্দাও থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ডাইনে ও বামে তার আমল সমূহ দেখতে পাবে, যা সে দুনিয়ায় করেছিল। এই সময় আল্লাহ মুমিন ব্যক্তির কাছে গিয়ে পর্দা করে গোপনে বলবেন, তুমি কি অমুক অপরাধ স্বীকার কর? মুমিন ব্যক্তি বলবে, জী হাঁ হে প্রভু! তখন আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে তোমার এ অন্যায়টি আমি গোপন রেখেছিলাম আজকে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তাকে তার নেকীর আমলনামা হাতে দেওয়া হবে (অর্থাৎ সে মুক্তি পাবে)।

এরপর কাফির ও মুনাফিকদের আল্লাহ পাক সর্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলবেন, ঐ লোকগুলি তাদের প্রভুকে মিথ্যা মনে করেছিল। সাবধান হও! আল্লাহ্র অভিসম্পাত হ'ল যালিমদের উপরে।[৩৬] এইদিন মানুষের মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং তার হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে।[৩৭] এইদিন মুমিনগণ আল্লাহকে সরাসরি ও সামনাসামনি স্বচক্ষে দেখবে মেঘমুক্ত আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় কিংবা স্বচ্ছ নীলাকাশে জ্যোতির্ময় পূর্ণিমা শশীর ন্যায় পরিস্কারভাবে এবং এটাই হবে তাদের ঈমানের সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক পুরস্কার।[৩৮] কিন্তু কাফির-মুশরিক-মুনাফিকগণ এই দর্শনের মহা

২৬. *যুমার ৬৭, আম্বিয়া ১০৪; মুত্তা, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫২২-২৩।*
২৭. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৫২৬; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত।*
২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩২-৩৩।*
২৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৫-৩৬।*
৩০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৭।*
৩১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৪০।*
৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৪।*
৩৩. *ক্বলম ৪২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪২।*
৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১।*
৩৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪৯।*
৩৬. *হূদ ১৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫০-৫১।*
৩৭. *ইয়াসীন ৬৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৫৫।*
৩৮. *ক্বিয়ামাহ ২২-২৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৫-৫৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৮।*

সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হবে তাদের প্রকাশ্য বা গোপন অবিশ্বাসের মর্মান্তিক প্রতিফল হিসাবে (মুত্বাফফেফীন ১৫-১৭)।

মীযানঃ

এই সময় মীযান বা দাঁড়িপাল্লা খাড়া করা হবে। যেখানে মানুষের ছোট-বড় নেকী ও বদী সূক্ষ্মভাবে ওযন করা হবে। 'এক যার্রা পরিমাণ নেকী করলেও তা দেখা হবে এবং যার্রা পরিমাণ অন্যায় করলেও তা দেখা হবে' (যিলযাল ৭-৮)। যার যা পাওনা তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। ঐ দিন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে মহা সুখে থাকবে। কিন্তু যার (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে (ক্বারে'আহ ৬-৯)।

ঐ দিন সবচেয়ে নিঃস্ব হবে ঐ নেককার ব্যক্তি যে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদির নেকীর পাহাড় নিয়ে হাযির হবে। অথচ দেখা যাবে যে, সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে তোহমত দিয়েছে, অমুকের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষন করেছে, অমুককে হত্যা করেছে ও অমুককে মেরেছে (কিন্তু সেগুলির হক বিচার দুনিয়াতে হয়নি)। অতঃপর আল্লাহ ঐ ব্যক্তির নেক আমলসমূহ থেকে নিয়ে দাবীদার ব্যক্তিদেরকে বদলা হিসাবে দিবেন। এইভাবে দাবীদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে এক সময় ঐ লোকটির নেকীর ভাণ্ডার খালি হয়ে যাবে। তখন তার গোনাহ সমূহ তার উপরে চাপানো হবে ও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই ব্যক্তিই হ'ল ক্বিয়ামতের দিনের সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি।[৩৯]

শাফা'আতঃ

শাফা'আত হবে তিন ধরনের। (১) হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলের জন্য। (২) জান্নাতীদেরকে জান্নাতে পাঠানোর জন্য (৩) কবীরা গোনাহগার মুমিনদের জন্য। খারেজী ও মু'তাযেলীগণ শেষোক্ত শাফা'আতকে অস্বীকার করেন। কেননা তাদের মতে কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

১ম ও ২য় শাফা'আত শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট। তন্মধ্যে প্রথম শাফা'আতটিই অধিক মর্যাদামণ্ডিত। ৩য় শাফা'আত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও অন্যান্য সকল নবী, ফিরিশ্তা, উলামা, শুহাদা, ছিদ্দীক্বীন ও সকল নেককার মুমিন বান্দার জন্য উন্মুক্ত। যাদেরকে আল্লাহপাক সুফারিশের জন্য বিশেষ অনুমতি দিবেন। এতে বান্দার নিজস্ব কোন গৌরব নেই বা দুনিয়ায় থাকতে আগেভাগে কাউকে আল্লাহ্র নিকটে সুফারিশকারী মাধ্যম বা 'অসীলা' সাব্যস্ত করারও কোন উপায় নেই। এই মাধ্যম বেছে নেওয়ার ফলেই ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকগণ দুনিয়াতে একদল মানুষকে রব-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

৩৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭ 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।*

শাফা'আতের ফলে কারু শাস্তি মওকূফ হয় না। বরং শাফা'আতের দ্বারা দয়া-পরবশ হ'য়ে আল্লাহপাক কারো শাস্তি মওকূফ করে থাকেন। যেমন বৃষ্টি প্রার্থনার ফলে বৃষ্টি হয়না বরং দো'আ কবুল হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক বৃষ্টির রহমত বর্ষণ করে থাকেন। সকলে সকল অবস্থায় আল্লাহ্র রহমতের ভিখারী। তিনি কারো নিকটে বাধ্য নন।*

হাশরের ময়দানের বিভীষিকাময় অবস্থায় দিশাহারা মানুষ ছুটবে সুফারিশকারীর সন্ধানে। আল্লাহ্র নিকটে সুফারিশ করে যাতে মাফ পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করবে সবাই। প্রথমে লোকেরা ছুটবে মানবজাতির পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। তারপর লোকেরা যাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। তারপর যাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। এরপর যাবে মূসা (আঃ)-এর কাছে। তারপর যাবে ঈসা (আঃ)-এর কাছে এবং অবশেষে সকলে ছুটবে শেষনবী ও শ্রেষ্ঠনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে। অতঃপর তিনি শাফা'আতের জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইবেন। অনুমতি পেয়ে প্রবেশ করেই আল্লাহকে দেখে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন। কিছুক্ষণ সিজদায় পড়ে থাকার পরে আল্লাহ তাকে বলবেন, মাথা উঠাও হে মুহাম্মাদ! তুমি কি বলতে চাও শোনা হবে! তুমি কি সুফারিশ করতে চাও, কবুল করা হবে। তুমি কি চাও দেওয়া হবে। তখন রাসূল (ছাঃ) মাথা উঠাবেন ও আল্লাহ্র প্রশংসা করার পরে (কবীরা গোনাহগারদের) মুক্তির জন্য সুফারিশ করবেন। এইভাবে তিনবার যাবেন ও তিনবারে নির্দিষ্ট সংখ্যক গোনাহগার বান্দাকে মুক্ত করবেন। চতুর্থবার গিয়ে তিনি বলবেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঐসকল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার অনুমতি দিন, যারা (অন্তর থেকে) বলেছে *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'*। তখন আল্লাহ বলবেন, এটা তোমার জন্য নয়। বরং আমার সম্মান, মর্যাদা, অহংকার ও বড়ত্বের ক্বসম! অবশ্য অবশ্যই আমি ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব যে বলেছে *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।[৪০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আতে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি, যে খালেছ অন্তরে (خالصًا من قلبه) বলেছে- *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'*।[৪১] আরেক বর্ণনায়

* *আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) পৃঃ ১০৭।*

৪০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২-৭৩; তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৫৫৯৮, ৫৬০০।

৪১. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৭৪।*

এসেছে যে, ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও মুমিনগণ সকলে পৃথক পৃথকভাবে শাফা'আত করবেন *(তবে আমাদের নবীর শাফা'আতের পূর্বে কাউকে শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হবে না)*।[৪২]

হাউযে কাওছারঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মে'রাজের রাত্রিতে জান্নাত ভ্রমণকালে আমি একটি নহরের কাছে উপস্থিত হ'লাম, যার উভয় তীরে গর্ভশূন্য মুক্তার গম্বুজ সাজানো রয়েছে। জিব্রীলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটাই সেই কাওছার যা আপনাকে দান করা হয়েছে। এর মাটি মিশকে আম্বরের ন্যায় সুগন্ধিময়'।[৪৩] এর প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমপরিমান এবং চারপাশেও অনুরূপ। এর পানি বরফের চাইতে সাদা, দুধমিশ্রিত মধুর চাইতে মিষ্ট ও মৃগনাভী অপেক্ষা খোশবুদার। এর পানপাত্র সমূহ আসমানের তারকারাজির ন্যায় অধিক ও উজ্জ্বল। যে এখান থেকে একবার পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না'।[৪৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের পূর্বেই হাউয কাওছারের নিকটে পৌঁছে যাব। যে ব্যক্তি আমার নিকটে পৌঁছে যাবে। সে পান করবে। আর যে একবার পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। আমার নিকটে এমন কিছু লোক আসবে, যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, ওরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কত বিদ'আত আবিষ্কার করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হও দূর হও! যারা আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে।[৪৫]

ওলামায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন হাউযে অবতরনের সময়কাল নিয়ে। কেউ বলেছেন, এটি হবে পুলছিরাত পার হবার পূর্বে। কেউ বলেছেন, হিসাব-নিকাশ ও পুলছিরাত পার হবার পরে। তবে প্রথমটিই সঠিক হওয়ার নিকটবর্তী। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় ছাহাবীদের সাথে হাউযে কাওছারে সাক্ষাৎ দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন।[৪৬] এটি হাশরের ময়দানে জমায়েত হওয়ার পরেই হবে বলে বুঝা যায়। যখন সবাই তৃষ্ণার্ত অবস্থায় উঠবে। তিরমিযী বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনাস (রাঃ)-কে বলেন। তুমি আমাকে তিন জায়গায় সন্ধান করওঃ পুলছিরাত, মীযান ও হাউযে কাওছার। আমি এই তিন জায়গার বাইরে যাব না'।[৪৭] এখানে স্রেফ জবাব দেওয়া হয়েছে মাত্র। ক্রমিক ধারা বর্ণনা করা হয়নি।

পুলছিরাতঃ

হাদীছে 'জাসার' (পুল) ও 'ছিরাত্ব' (রাস্তা) শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৮] হিসাব-নিকাশের পরে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রমের জন্য পুলছিলাত পাতা হবে। সর্বপ্রথম শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মত এটি অতিক্রম করবে।[৪৯] এই পুল অতিক্রমের সময় রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কোন কথা বলবে না। তাঁরা কেবল বলবেন, 'আল্লা-হুম্মা সাল্লেম সাল্লেম' 'হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখ, নিরাপদ রাখ'। মুমিনগণ পুলছিরাতের উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখীর গতিতে অতিক্রম করবে এবং কেউ ছহীহ সালামতে বেঁচে যাবে। কেউ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় এবং কেউ জাহান্নামের আগুনে ঝলসানো অবস্থায় পার হবে।[৫০]

পুলছিরাতের নীচে জাহান্নামের মধ্যে সা'দানের কাঁটার ন্যায় আংটা থাকবে। .... ঐ আংটাগুলি মানুষের আমল অনুযায়ী তাকে আটকে ধরবে। ফলে কিছু লোক তাদের আমলের কারণে ধ্বংস হবে ও কিছু লোক টুকরো টুকরো হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে ও পুনরায় নাজাত পাবে।[৫১] পরিশেষে এমনকিছু লোক বাকী থাকবে যাদের আমল এতই কম হবে যে, তাদের পুলছিলাত অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকবে না। এমনকি সেই সময় এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিতে দিতে পুলছিরাত পার হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পুলছিরাতের উভয় কিনারায় ঝুলন্ত আংটা সমূহ থাকবে। যাকে পাকড়াও করার নির্দেশ থাকবে। উক্ত আংটা তাকে পাকড়াও করবে। ফলে কেউ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পার হবে। কেউ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[৫২]

[পরবর্তী সংখ্যায় 'জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ' আসবে ইনশাআল্লাহ]

৪২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৯।*
৪৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৬৬।*
৪৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৬৭-৬৮।*
৪৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭১।*
৪৬. *রাবী আবদুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আছেম, বুখারী ফৎহ ৯/১১৩, মুসলিম হা/১৪৭৪; আহওয়ালুল ক্বিয়ামাহ পৃঃ ৫৩।*
৪৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৫৯৫ সনদ জাইয়িদ।*
৪৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৯-৮১।*
৪৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৮১।*
৫০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৯।*
৫১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৮১।*
৫২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬০৯।*

প্রবন্ধ

মুসলিম উম্মাহ্র ভাঙনচিত্র

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

ইতিপূর্বে আমরা মানবজাতির ভাঙ্গাগড়ার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছি। এক্ষণে তার আলোকে আমরা মুসলিম উম্মাহ্র বিপর্যস্ত অবস্থা তুলনা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারব যে, মানবজাতির এই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের ক্রমবিপর্যয়ের মূল কারণসমূহ বিগত জাতিগুলির অধঃপতনের কারণসমূহ থেকে আলাদা কিছু ছিলনা। বিগত যুগের উম্মতগুলি তাদের নবীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ বা গোপনে অবিশ্বাস করেছে। এমনকি নবীদের নিরলস প্রচারনায় বেসামাল হ'য়ে বিগত যুগের সমাজ নেতারা জনগণকে একযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য একদিকে নিজেদেরকে ধর্মের রক্ষক সাজিয়ে জনসাধারণকে অদ, সুওয়া' প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ না করার নির্দেশ দেয় *(নূহ ২৩)*। অন্যদিকে নবীদের এই নিঃস্বার্থ প্রচারের মধ্যে তারা নেতৃত্ব লাভের দূরভিসন্ধি খুঁজে বের করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায় (মুমিনূন ২৪, ছোয়াদ ৪-৭)। বিগত যুগের নবীদের প্রতিপক্ষ ছিল যেমন কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকগণ। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রকাশ্য ও গোপন শত্রুতা করেছিল তেমনি উপরোক্ত তিন ধরনের লোকেরা। এমনকি সর্বজননন্দিত 'আল-আমীন' নবীর আমানতদারী ও ন্যায্য বন্টন সম্পর্কে তার মুখের উপরে সন্দেহ প্রকাশ করতেও জনৈক নামধারী মুসলিম ব্যক্তির হৃদয় কেঁপে ওঠেনি। সে বলেই ফেলেছিলঃ إعدلْ يامحمد فإنك لم تَعْدِلْ 'হে মুহাম্মাদ! ন্যায়বিচার কর, কেননা তুমি ন্যায় বিচার করনি।' ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জওয়াব দিলেন إن لم أعْدِلْ فَمَنْ يَّعْدِلُ 'আমিই যদি ন্যায়বন্টন না করি, তাহ'লে আর কে আছে যে ন্যায় বন্টন করবে'? এ কথার পরেও ঐ অভিশপ্ত মুসলিম অবলীলাক্রমে বলে দিল هذه قسمةٌ ماأريدَ بها وجهُ الله تعالى 'এই বন্টনের মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা নেই' (মিলাল ১/২১)। এটা পরিষ্কারভাবে সত্যলংঘন এবং নিজের রায় ও সিদ্ধান্তের প্রতি অন্ধ অহমিকাবোধের দুঃখজনক পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। পরবর্তীকালে খলীফার হুকুম অমান্যকারী বহির্গত দল যারা 'খারেজী' নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছে, আমরা মনে করি রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্ত অমান্যকারী উপরোক্ত মুনাফিক দল ছিল তাদেরই প্রথম মন্দ-সূচনাকারী।

এমনিভাবে ওহোদের যুদ্ধের দিন মুনাফিকদের একটি বিরাট দল মুসলিম বাহিনী হ'তে পথিমধ্যে বেরিয়ে যায় এবং পরে ওহোদের শহীদদের সম্বন্ধে বলে- لَوْكَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا 'যদি ওরা আমাদের সঙ্গে থাকত, তাহ'লে এভাবে মরত না বা নিহত হ'ত না' *(আলে ইমরান ১৫৬)*। আমরা বলব, পরবর্তীকালে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী 'ক্বাদরিয়া'দের এরাই ছিল প্রথম সূচনাকারী। এমনিভাবে মুশরিকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে তারা যুক্তি দিল لَوْ شَاءَ اللهُ مَاعَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْئٍ 'আল্লাহ চাইলে আমরা অন্য কিছুকে পূজা করতাম না *(নাহল ৩৫)*। এটা পরিষ্কারভাবে পরবর্তীকালের বিভ্রান্ত ফের্কা অদৃষ্টবাদী 'জাব্রিয়া'দের পূর্ববর্তী কণ্ঠস্বর।

মুনাফিকরা প্রকাশ্যে ইসলামী অনুশাসন সমূহ পালন করত। কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাস লুকিয়ে রাখত। তারা সবসময় নবী (ছাঃ)-এর বিভিন্ন কাজকর্মে ছিদ্রান্বেষণ করত ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করত। লোকেদের বিশ্বাস দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন প্রশ্নাবলী উত্থাপন করত। বলাবাহুল্য তাদের বপনকৃত সন্দেহের বীজ সমূহ পরবর্তীকালে মহিরুহে পরিণত হয় এবং ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্র ভাঙন ও অধঃপতনের মূলে বারি সিঞ্চন করে।

ভাঙনের কারণ

মুসলিম উম্মাহ্র ভাঙন দশার কারণ ছিল মূলতঃ দু'টি। ১- রাজনৈতিক ও ২- উছূলী বা আক্বীদাগত *(মিলাল ১/২৭)*। তবে একটু গভীরে প্রবেশ করলেই একথা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উছূলী মতবিরোধের অন্তর্নিহিত কারণ ছিল রাজনৈতিক বা দুনিয়াবী স্বার্থ। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট হ'লেও সকল দল ধর্মীয় রং নিয়েই কাজ করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মের কথিত সমর্থন (?) নিয়েই ধর্মকে টুকরা-টুকরা করেছে। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ্র অটুট ঐক্য ছিন্নভিন্ন করেছে। ভাবখানা এই যে, ইসলাম যেন তাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছে যে, তোমরা যত খুশী তত দলে যত দ্রুত পার বিভক্ত হ'য়ে যাও এবং দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত হও (নাঊযুবিল্লাহ)।

ভাঙনের সূত্রপাতঃ খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) কারু নামে অছিয়ত করে যাননি। ফলে তাঁর ইন্তেকালের পরে খেলাফতের দাবীদার হিসাবে মোট তিনটি দলের আবির্ভাব হয়। আনছার, মুহাজিরীন ও আহ্লে বায়েত। অবশ্য আহ্লে বায়েত-এর নেতা আলী (রাঃ) পরে আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেন এবং আনছারগণও আবুবকর (রাঃ)-এর ব্যাপারে একমত হয়ে যান। আনছারদের পক্ষে ইতিহাসে আর কখনও খেলাফতের দাবী উঠতে দেখা যায়নি। তবে বাকী দু'টি দলের মধ্যে গোপন প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকে। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এটা মাথাচাড়া দেবার

সুযোগ পায়নি। কিন্তু ওছমান (রাঃ)-এর উদারনীতির সুযোগে ও সেক্রেটারী অফ স্টেট জামাতা মারওয়ান বিনুল হিকামের কথিত স্বজনপ্রীতি ও কূটনীতির ফলে দলনিরপেক্ষ আরবীয় মুসলিম শাসন বাহ্যতঃ উমাইয়া দলীয় শাসনে পরিণত হয়। যার ফলে আবুবকর ও ওমর (রা)-এর যুগে রচিত অটুট জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদে ফাটল ধরে এবং জাহেলী যুগে ফেলে আসা হাশেমী-উমাইয়া দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেয়। বলাবাহুল্য ওছমান ও আলী (রাঃ) ছিলেন যথাক্রমে উমাইয়া ও হাশেমী বংশীয়। ইয়ামনের কুচক্রী ইহুদী সন্তান নওমুসলিম মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন সাবা বাহ্যিকভাবে আলী (রাঃ)-এর পক্ষ নিয়ে আহলে বায়েতের ফযীলত বিষয়ে বিভিন্ন মিথ্যা হাদীছ রটনার মাধ্যমে বছরা, কূফা, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি এলাকায় গোপনে তৎপরতা শুরু করে ও একটা বিদ্রোহী দল সৃষ্টি করে। অবশেষে এই বিদ্রোহী দলের হাতে ৩৭ হিজরীতে ওছমান (রাঃ) নিজ বাড়ীতে কুরআন পাঠরত অবস্থায় শহীদ হন।

শাহাদাতে ওছমানের পরে উপস্থিত মুসলমানগণ হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে খলীফা হিসাবে বায়'আত করেন। পরে অন্যান্য সকল এলাকার গভর্ণরগণ বায়'আত করলেও সিরিয়ার উমাইয়া বংশীয় গভর্ণর মু'আবিয়া (রাঃ) এবং ত্বালহা, যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখ অনেক ছাহাবী প্রথমে ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি দাবী করেন। ফলে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক 'জামাল' ও 'ছিফ্ফীন'-এর যুদ্ধ এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তিনটি দল খারেজী, শী'আ ও মুরজিয়া।

১. খারেজীঃ অর্থ বহির্গত। ছিফ্ফীন যুদ্ধে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শালিশী বৈঠকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এরা আলী (রাঃ)-এর দল থেকে বেরিয়ে যান। কেননা তাদের ধারণা মতে 'কিতাবুল্লাহ' মওজুদ থাকতে কোন মানুষকে শালিশ বা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করা অন্যায় ও গুনাহে কবীরাহ। আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ে এই কাজ করেছেন। অতএব তাঁরা হত্যাযোগ্য অপরাধী। এদের শ্লোগান ছিল لَاحُكْمَ إلاَّ لِلّٰه 'আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম নেই'। জওয়াবে আলী (রাঃ) বলেছিলেন كلمة حق أريدبها باطل 'কথা ঠিক কিন্তু বাতিল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে' (মিলাল ১/১১৬)। কথাটি প্রথম বের হয়েছিল হাজ্জাজ বিন ওবায়দুল্লাহ নামক বনু সা'দ বিন তামীম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির মুখ থেকে। যে মু'আবিয়া (রাঃ)-কে অস্ত্রাঘাতে যখম করেছিল। পরে কথাটি সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়লে হযরত আলী (রাঃ) অষ্মিঃ পরিষ্কারভাবে বলেন- كلمة عدل أريد بها جور إنما يقولون: لاإمارة ولابد من إمارة بَرٍّ او فاجرٍ 'কথাটি ন্যায়পূর্ণ। কিন্তু এর অর্থ গ্রহণে যুলম করা হয়েছে। ওরা বলছে (আলক্ষাহ ছাড়া কারও) শাসন নেই। অথচ ক্ষমতায় অবশ্যই ভাল ও মন্দ সব ধরনের লোক আসতে পারে' *(মিলাল ১/১১৭)*।

খারেজীদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিনুল কুওয়া ও তার সাথীরা। এদের অন্যতম নেতা যুল-খুওয়াইছারাহ খায়বর যুদ্ধের গণীমত বনটনের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে বলেছিল ماعدلت منذ اليوم (আপনি আজকে ন্যায় বন্টন করেননি)। অন্য বর্ণনায় এসেছে لقد رأيت قسمة ما أريد بها وجه الله (আমি দেখছি আপনি এমন এক বন্টন করেছেন, যাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি)। এতে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলেন, ويحك إذا لم أعدل فمن يعدل (তোমার ধ্বংস হউক! যদি আমি ন্যায় বন্টন না করি, তবে আর কে করবে?)। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ওমর ফারূক (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إنه سيكون لهذا ولأصحابه نبأ (অতি সত্বর এই ব্যক্তি ও তার সাথীদের জন্য *(দুঃখ জনক)* সংবাদ রয়েছে)।

অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি প্রথমে আবুবকর (রাঃ)-কে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তিনি গিয়ে দেখেন সে রুকু অবস্থায় আছে। ফলে তিনি ফিরে আসেন। তারপর ওমর (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন...। তিনি যেয়ে তাকে সিজদা অবস্থায় দেখে ফিরে আসেন। তারপর আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন। আলী (রাঃ) গিয়ে তাকে খুঁজে পেলেন না। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, لو قتل هذا ما اختلف إثنان في دين الله (যদি এই লোকটি আজ নিহত হ'ত, তাহ'লে দ্বিতীয় কেউ আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারত না)। অন্য বর্ণনায় এসেছে سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِي هذَا الرَّجُلِ قَوْمٌ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (অতি সত্বর এই ব্যক্তি হ'তে এমন একদল লোক বের হবে, যারা দ্বীন থেকে ছিটকে পড়বে, যেমন তীর ধনুক হ'তে বের হয়ে যায়)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে تَحْقِرُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فى جَنْبِ صَلاتِهِمْ وَصَوْمُ أَحَدِكُمْ فى جَنْبِ صِيَامِهِمْ ولكن لا يُجَاوِزُ إِيمانُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ (তোমাদের কেউ তাদের পাশে ছালাত ও ছিয়াম পালন করতে নিজেকে হীন মনে করবে। কিন্তু তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না' (মিলাল ১১৫)।

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট এই দলটিতে পরে বিভিন্ন বিদ'আতী আক্বীদার সমাবেশ ঘটে। তারা কবীরা গুনাহগার ব্যক্তিকে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হিসাবে গণ্য করে এবং সুন্নাতের বরখেলাপ কোন কাজ করলে দেশের

শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ করা ওয়াজিব মনে করে। ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর আনুগত্যকে তারা অবৈধ ঘোষণা করে। তাদের দৃষ্টিতে সকল আনুগত্যের পূর্বশর্ত হ'ল ঐ ব্যক্তি ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর আনুগত্যের সমর্থক কি-না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। এমনকি বিবাহ সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও তারা ঐ শর্তটিকে অগ্রগণ্য করে।

মুহাক্কিমাহ, আযারিক্বাহ, নাজদাত, বাইহাসিয়াহ, আজারিদাহ, ছা'আলিবাহ, ইবাযিয়াহ, ছাফারিয়াহ নামে প্রধান আটটি দলে ও বহু উপদলে বিভক্ত খারেজীগণ বলেন, এ দুনিয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে কেউ কোন নেতা হবেন না। তবে নিতান্তই প্রয়োজন হ'লে স্বাধীন, ক্রীতদাস, কুরায়েশ, অ-কুরায়েশ যেকোন ব্যক্তি ইমাম বা নেতা হ'তে পারেন (মিলাল ১/১১৬)। খারেজীদের একটি সুন্দর দিক এই যে, গুনাহে কবীরাহ্র ভয়ে তারা কোন হাদীছ জাল করেননি (আস-সুন্নাহ ৮৩)।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনাঃ

ছিফ্ফীন যুদ্ধে মীমাংসার জন্য হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রাঃ) উভয় পক্ষের দুইজনকে শালিশ নির্বাচন করেন। এই শালিশ নির্বাচনকে হযরত আলী (রাঃ) পক্ষীয় সৈন্যদের একটি বিরাট অংশ অনৈসলামী বরং কুফরী ধারণা করে বসলো। এমনকি তারা আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে কাফির (না'উযুবিল্লাহ) গণ্য করে উভয়কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হযরত আলী (রাঃ) তখন বাধ্য হয়ে এই দল ত্যাগী। (খারেজীদের) বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং নির্মূল করে দেন। এই সময়কার ঘটনায় হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট হ'তে অনুমতি নিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) খারেজীদের নিকট হ'তে অনুমতি নিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) খারেজীদের নিকট গমন করে তাদের মনোভাব পরিবর্তনের শেষ চেষ্টা করেন। ইবনে আব্বাসের নিকট তখন খারেজীরা তিনটি অভিযোগ পেশ করে।

(১) হযরত আলী (রাঃ) কেন দ্বীনী ব্যাপারে মানুষকে শালিশ সাব্যস্ত করলেন? অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ 'আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম নেই' *(ইউসুফ ৪০)*। (২) তিনি প্রতিপক্ষকে গালিও দেন না, তাদের মাল-সম্পদও লুট করেন না। যদি মুয়াবিয়ার দল কাফির হয়, তবে তাদের মাল হালাল। আর যদি মুমিন হয়, তবে তাদের রক্ত হারাম। (৩) শালিশনামা লেকার সময় আলীকে 'আমীরুল মুমেনীন' (মুমিনদের নেতা) লেখা হয়নি। তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি আমীরুল কাফেরীন (কাফিরদের নেতা) হবেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) যিনি অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছাহাবী ছিলেন- সংক্ষেপে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় উপরের প্রশ্নগুলির যে জওয়াব দিয়েছিলেন, তা আমাদের সবারই জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। জবাবগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

(১) যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রাণী শিকার করে, তাহ'লে তাকে অনুরূপ একটি প্রাণী বদলা দিতে হবে। প্রাণীটি পূর্বের প্রাণীর অনুরূপ কি-না, তা যাচাইয়ের জন্য দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ লোককে মধ্যস্থ মানতে হয়। এই মর্মে আল্লাহ বলেন- يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ 'তোমাদের মধ্যেকার দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি উহার ফায়ছালা করবে' *(মায়েদাহ ৯৫)*।

অমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল হ'লে দু'পক্ষের দুজনকে শালিশ নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا 'যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে উভয় পরিবারের পক্ষ হ'তে একজন করে বিচারক প্রেরণ কর' *(নিসা ৩৫)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উপরোক্ত দু'টি আয়াতের বরাত দিয়ে খারেজীদেরকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলেন, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা খরগোশ যার মূল্য সিকি দিরহামও নয়, তার জন্য শালিশ নিয়োগ করার চাইতে মুসলমানদের জানমালের হেফাযতের জন্য একটি বৈষয়িক ব্যাপারে মীমাংসার উদ্দেশ্যে শালিশ নিয়োগ করা কি অধিকতর যুক্তিসংগত নয়? তারা বলল, হাঁ।

(২) তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব এই যে, তোমরা কি তাহ'লে মা আয়েশা (রাঃ)-কেও (যিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে 'জামাল যুদ্ধে' নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে) গালি দিবে? তাঁকেও কি কাফের বলবে? ইন্না লিল্লাহ...। তারা ভুল স্বীকার করল।

(৩) তোমরা কি হুদায়বিয়ার সন্ধি কালে দেখোনি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ কেটে দিয়ে সন্ধিপত্রে শুধুমাত্র 'মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ' লিখতে হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবারেও খারেজীরা তাদের ভুল স্বীকার করল এবং বিশ হাযার লোক তওবা করে ফিরে এল। মাত্র চার হাযার রয়ে গেল যারা যুদ্ধে হতাহত হ'ল (তিনটি মতবাদ পৃঃ ৪৯-৫১)। অন্য বর্ণনায় নাহরওয়ান-এর উক্ত যুদ্ধে খারেজীদের সংখ্যা ১২ হাযার বলা হয়েছে। যারা নিয়মিত ছালাত ও ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিল (মিলাল ১/১১৫)।

উপরোক্ত ঘটনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম রাজনৈতিক বিষয়কে ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে টেনে আনেননি। তাঁদের যা গণ্ডগোল রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপারেই ছিল, ধর্মীয় ব্যাপারে নয়। আর রাজনৈতিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে মতবিরোধ এমনকি পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে কেউ কাউকে কাফির বলতেন না। মেরে শহীদ বা গাযী হবার গৌরব করতেন না। সাবাঈ, শীয়া, খারেজী এই ধরণের কিছু লোক রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনার সৃষ্টি করেছিল মাত্র।

[চলবে]

নতুন শতাব্দীর মুসলিম যুবমানস

-মুহাম্মাদ হাসানুযযামান*

প্রবন্ধের শিরোনাম একটি প্রশ্ন। প্রশ্নটি নতুন কিন্তু জবাব অতি পুরোনো। একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম যুবকের মানস তেমনই হওয়া উচিত, যেমন চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর সময়কালে ছাহাবাদের (রাঃ) অতঃপর তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, মুজতাহিদ ইমামগণ ও আউলিয়াদের ছিল। সেই মানসই আজকের এই নব্য বর্বর যুগের মুসলিম যুবকের মানস হওয়া উচিৎ। সেই মানসের রূপরেখা জানতে হ'লে ইতিহাস জানতে হবে। এ প্রবন্ধে আমি ইতিহাস লিখব না। বরং অন্য একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। বিষয়টি রূপকের সাহায্যে যদি উপস্থাপন করি তবে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে।

১- একবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলিম যুবকের জীবন ছাহাবায়ে আজমাঈনের মডেলে গড়ে উঠবে। তার লক্ষ্য হবে জান্নাত। এই লক্ষ্য কিভাবে স্থির হবে তা এবার আলোচনায় আনা যাক। একজন মুসলিমের জীবন তাঁর প্রভুর একজন দাসের জীবন। মুসলিমের প্রভু এমনই দয়াময় যে, অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে এনে জীবনহীনকে জীবন দিয়ে তা আস্বাদ করার সুযোগ দিয়েছেন। মুসলিম তাই বিনা দ্বিধায় তার প্রভুর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়। নিজেকে পরিণত করে একজন দাসে। আর এই দাসের জীবনই তার কাছে মুক্ত স্বাধীন জীবন। মুসলিমের স্বাধীনতা হ'ল দাসত্ব প্রকাশের স্বাধীনতা। এমন কেউ নেই যে মুসলিমকে তার প্রভুর দাসত্ব করা থেকে বিরত রাখতে পারে। সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কথায় ও কাজে সে প্রমাণ রাখে যে, তার প্রভু সত্যিই একমাত্র প্রভু, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের একমাত্র অংশীদারহীন স্রষ্টা-পরিচালক প্রভু। মানুষকে অনন্ত সম্মানিত জান্নাতী জীবন এবং অনন্ত অসহনীয় লাঞ্ছিত জাহান্নামী জীবনদানে সক্ষম প্রভু।

আজ পৃথিবীর বুকে কি মুসলিমের সেই স্বাধীনতা আছে? মুসলিম কি আল্লাহ্‌র দাসত্ব প্রকাশ করতে পারছে? সে কি অন্যকে বলতে পারছে আল্লাহ তার প্রতিপালক, স্রষ্টা ও আইনদাতা? সে কি ঘোষণা করতে পারছে, হে মানুষ! আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে যে চলে, সে-ই শ্রেষ্ঠ। সে কি তার সন্তানকে শয়তানের দাসত্ব থেকে রক্ষা করার জন্য কঠোরতা প্রদর্শন করতে পারছে? কত মুসলিমকে দেখা যায় ছালাত আদায় করছে, ছিয়াম পালন করছে, এ'তেক্বাফ করছে, তাহাজ্জুদ পড়ছে, সুন্নাতী দাড়ী আছে। কিন্তু তার কন্যা রাস্তায় চলছে হেজাবহীন ভাবে। ওড়নাহীন খোলা চুল বাতাসে উড়ছে, ওড়নাটা মাফলারের মত গলায় পেঁচানো। পিতা বলতে পারছে না, মা! তুমি জিলবাব গায়ে দাও! মাথা, শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে চল। কেন পারছে না? কারণ তিনি হয় আল্লাহ্‌র আদেশকে ইনসাফ ভিত্তিক মনে করেন না অথবা সমাজের উল্টো স্রোতে মেয়েকে চালাতে রাযী নন।

* গ্রাম- সাঁইধাড়া, পোঃ নরদাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

কিংবা ভয় পান। উভয় অবস্থায়ই তার মানসিকতায় আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। নিজে যত ইবাদতই করুন না কেন, বংশধরদের প্রতি উদাসীন থেকে তিনি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের সুস্পষ্ট লংঘন করছেন।

সুপ্রিয় পাঠক! কাল যতই এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ ততই বেশী বেশী শয়তানী জীবন-যাপনে মেতে উঠছে। এর একটাই কারণ, যারা আপাতঃ দৃষ্টিতে নিজেরা মুমিনী জীবন-যাপন করছেন বটে, কিন্তু বংশধর, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেই জীবনের দিকে পরিচালিত করছেন না। একবিংশ শতাব্দীতে একজন মুসলিমের মানস যদি নিজের জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার অনুকূল হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই বংশধরদের জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষায় স্বচেষ্ট হবেন। আর সে জন্য চাই (১) আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মানসিকতা। (২) ইসলামী সমাজের অপরিহার্যতা উপলব্ধির মানসিকতা (৩) ইসলামী সমাজের সৌন্দর্য উপলব্ধির মানসিকতা এবং (৪) নির্ভীক চিত্তে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র আইন নিজে ও নিজের পরিবারের সকলকে মেনে চলতে বাধ্য করার মানসিকতা।

কিন্তু এমন মানসিকতা কেবল সে-ই অর্জন করতে পারে, যে নিজে আল্লাহ্‌র দাসত্ব প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা তাকে সেই দাসত্ব প্রকাশে সর্বদাই উদ্বুদ্ধ করে।

এই মানসিকতাকে আমরা এক কথায় জিহাদী মানসিকতা বলতে পারি। জিহাদী মানসিকতা না হ'লে আল্লাহ্‌র দাসত্ব প্রকাশ সম্ভব নয়।

২- এই দাসত্ব প্রকাশের জন্য অস্ত্রধারী মুজাহিদ হওয়া যতটা না দরকার তার চেয়ে বেশী দরকার জ্ঞান, বুদ্ধি, কলম ও কণ্ঠের মুজাহিদ হওয়া। কারণ আমরা যে সমাজে বসবাস করছি তা এসবই দাবী করছে। জ্ঞান ও বুদ্ধির মুজাহিদ হ'ল সে-ই, যে জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। আজ বিজ্ঞানীরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নাস্তি প্রমাণ করছে। একবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলিম যুবককে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। এই বাংলাদেশে এমন অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে সন্দিহান করে তুলছেন। এদেরকে রুখতে হ'লে বিজ্ঞান দিয়েই রুখতে হবে। আর কিছু বিজ্ঞানী আছেন যারা বলেন, কুরআনে ছালাতের চেয়ে বিজ্ঞান চর্চার উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হায় মূঢ়! আল্লাহকে অমান্য করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকারের স্পর্ধা দেখিয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবের সাফাই গাইছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রজ্ঞাবানদের ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে আবিষ্কার করার দিকেই আহ্বান করেছেন। তাই আজ সে-ই হবে শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ, যে বিজ্ঞান দিয়ে ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে সবাক করে দেবে।

বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরা কার্যকারণের সূত্র দিয়ে মহাবিশ্বকে স্রষ্টাহীন প্রমাণ করছে। সুপ্রিয় পাঠক! বিজ্ঞানই আজ এই সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে বড় বন্ধু। যেমন-

নিজের কাছে একটি তলোয়ার নিজের বন্ধু। আবার শত্রুর হাতের তলোয়ার শত্রু। কাফেররা বিজ্ঞানকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। আমাদেরকে তাই বিজ্ঞান দিয়েই তার মোকাবেলা করতে হবে। অস্ত্র বানিয়ে নয়- আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট গণিত, পদার্থ, বিজ্ঞান সতত বহমান। আল্লাহ্‌র 'কুন' ছাড়া এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়নি তাই প্রমাণ করতে হবে আজ আমাদের। মুসলিম যদি তার সন্তানকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদারত দেখতে চায় তবে এ সমাজকে নাস্তিক বিজ্ঞানীদের কবল থেকে উদ্ধার করে ঈমানী বিজ্ঞানের ধারায় নতুন করে সাজাতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

৩- আর চাই কলম সৈনিক। লেখনীর মাধ্যমে এ সমাজকে আল্লাহ্‌র নূরের প্রভায় নতুন দিনের মত আলোকময় করে তুলতে হবে। এই নূর হ'ল ইসলামী সমাজের একমাত্র সৌন্দর্য। ইসলামী আইন-অনুশাসন যখন সমাজকে পরিচালনা করে তখন সত্যিই এই আলো সমাজকে দীপ্তিময় করে। এ জন্যে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মনে আকুলতা সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামী আইনের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি না হ'লে মানুষ ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবে না। বাংলার মানুষের মাঝে ইসলামী আইনের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী সাহিত্যিকেরা। এরা নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গল্প ও সিনেমায় মানুষের মনকে তিলে তিলে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) থেকে বিমুখ করছে। এরা নারীর হেজাবকে উপহাসের বিষয় বানাচ্ছে। এরা ছালাত-ছিয়ামকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও মূর্খতার প্রকাশ বলছে। এরা হ'ল ভোগবাদী পশু। এদেরকে রুখতে যে মুসলিম কলম তুলে নিবে নিশ্চয়ই সে সম্মানিত হবে ইহজগতে ও পরগজতে। আমাদের মুসলিম ভাইদের উচিৎ ঈমানভিত্তিক সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসা। এমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে যা মুসলিম মানসকে আল্লাহ্‌র প্রেমে, রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসায় রাঙিয়ে তুলবে। প্রচুর সাহিত্য চাই মৌলিক সাহিত্য। যা মানুষকে আল্লাহ্‌র রঙে রাঙায়, যা মানুষকে আল্লাহ্‌র পরিচয় জানায়, তরুণ-তরুণীর মনকে আল্লাহ ও রাসুল (ছাঃ)-এর প্রতি নিবেদনে উন্মুখ করে। মানুষের অন্তর্জগত তৈরী হয় সাহিত্য-শিল্পকলায়।

এদেশের নাস্তিক শিল্পী-সাহিত্যিকেরা প্রতিনিয়ত তাদের অনাসৃষ্টি দিয়ে তরুণ-তরুণীদের মনকে রাঙাচ্ছে অশ্লীল কদর্য রঙে। এরা প্রগতির কথা বলে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তচিন্তার কথা বলে। যার সবকিছুই মূলতঃ একটি লক্ষ্যেই বলে, যা হ'ল আল্লাহ বিমুখতা। আজ সে-ই হবে শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ যে তার লেখনী দিয়ে সৃষ্টিশীল সাহিত্য তৈরী করবে, যা মানুষকে ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারাম শিখাবে। সৃষ্টিশীল শব্দটা এজন্য ব্যবহার করলাম যে, এই শব্দ হ'ল সেই শব্দ যার উন্মাদনায় নষ্ট-ভ্রষ্ট সাহিত্যিকেরা নতুন প্রজন্মকে শয়তানের রঙে-রাঙায়। কিন্তু এরা সৃষ্টিশীল নয়। এরা ধ্বংসশীল অনাসৃষ্টির পূজারী। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হ'ল তারা, যারা মানুষের মন আল্লাহ্‌র রঙে রাঙায়। মাওলানা রূমী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ হ'লেন প্রকৃত সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রেমে মাতোয়ারা করেছেন তাঁদের মৌলিক সৃষ্টি দিয়ে।

৪- আর চাই বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক কর্মী। সংস্কৃতি হ'ল একটা সমাজের দর্পণ। একটা দেশ বা একটা সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙতে বা গড়তে সাংস্কৃতিক অঙ্গনটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। একটা সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙতে সবার আগে দরকার সেই সমাজের মানুষদের ঈমান ধ্বংস করা। আর সেই ঈমান ধ্বংস করতে যে জিনিসটা মঞ্চের মত কাজ করে- তা হ'ল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আজ আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক চিত্রের দিকে দেখলে মনেই হয়না এটা একটা ১১ কোটি মুসলমানদের দেশ। অপসংস্কৃতির অশুভ ছোবলে দেশের সকল মানুষ তথা নতুন প্রজন্ম আজ দিশেহারা। আজ সবাই আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ভুলে যাচ্ছে। ভুলে যাচ্ছে নিজের পরিচয়, তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সবকিছু। আজ এমন সময়ের দাবী হ'ল নতুন শতাব্দীর যুবকদেরকে এসব সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলা করতে হবে। সৃজনশীল সুষ্ঠু, সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে নতুন করে সাজিয়ে ১১ কোটি মুসলিম জনতাকে বলতে হবে ওটা ছাড়ুন এটা ধরুন। বেতার, টেলিভিশন, সিনেমা, নাটকে এমন কিছু দেখানোর চেষ্টা করতে হবে- যা দেখে মানুষ আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসতে শিখে। চরিত্র গঠন, দেশ প্রেম, বড়কে শ্রদ্ধা-ছোটকে আদর, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য তথা ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালন করতে শিখাবে। প্রমাণ করতে হবে এটা হলিউড নয়, এটা বলিউড নয়, এটা ১১ কোটি তাওহীদী জনতার দেশ।

৫- মুসলিম যুবকেরা যারা জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হবে, একবিংশ শতাব্দীতে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র রঙে রাঙিয়ে দিতে হবে এই ধরা। তাদের ধ্যান-জ্ঞান ভ্রষ্ট বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের চেয়ে তুলনায় উঁচু না হ'লে এই সমাজ শয়তানের রঙমঞ্চে পরিণত হবে।

যার কিছু নমুনা আজ এদেশের পথে-ঘাটে, পার্কে-মিলনায়তনে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, টিভিতে দেখা যাচ্ছে। আমাদের সন্তানেরা শয়তানের আধিপত্যের রাজত্বে দিশেহারা হয়ে জাহান্নামের পথে এগুচ্ছে। হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাবে যেন তাদেরকে ক্ষমা করে তাদের পিতৃপুরুষদের শাস্তি দেয়া হয়। কেননা তাদের পিতারাই তাদের পাপের কারণ। পিতা তার সন্তানকে এমন সমাজে রেখে গেছেন যে সমাজ আল্লাহ্‌কে চিনে না, রাসূল (ছাঃ)-কে চিনে না, জান্নাত-জাহান্নাম চিনে না।

কাজেই একবিংশ শতাব্দীতে একজন মুসলিম যুবকের মানস ধারণ করুক সেই আকুলতা, যার প্রেরণ। নির্মিত হবে সেই সভ্যতা। যার পরশে নতুন প্রজন্মরা গাইবে জান্নাতের প্রেমময় শুকরিয়া সঙ্গীত।- আমীন!

ডঃ ইসলামুল হকঃ খসে গেল এক তারকা

-শেখ দরবার আলম

[এক]

কয়েকদিন আগে দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক ছাহেবের কাছেই প্রথম শুনলাম নও মুসলিম ডঃ ইসলামুল হক ছাহেব ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন, খুলনার কিছু মানুষ কিছুদিন আগে ভারতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে তাঁর এই ইন্তেকালের খবর পেয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের খবর আমরা আগে জানতে পারিনি। ভারতে যারা তাঁর খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিলেন তাঁরা কিছু কাগজপত্র এবং ছবিও আমাদেরকে দিয়েছেন। 'উনি তো এক সময় বাংলাদেশেও এসেছিলেন'-এ কথাও তিনি বললেন। কাগজ-পত্রগুলো যথেষ্ট মনযোগ দিয়েই দেখলাম। কাগজ-পত্রগুলো দেখে বিষয়টা আমার কাছে খুবই মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ডঃ ইসলামুল হকের স্নেহধন্যা কন্যা আয়শা হক গত ৮ই এপ্রিল ২০০০ তারিখে দিল্লী থেকে হিন্দী ভাষায় টেপ রেকর্ডে ক্যাসেট করে বাংলাদেশের দ্বীনি ভাইবোনদের কাছে যে শোকবহ বিবরণ পাঠিয়েছেন সেটার বঙ্গানুবাদও আছে। সেই বিবরণটাই আমি প্রথমে পরিবেশন করছি-

"আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বাংলাদেশের মুসলমান দ্বীনি ভাই ও বোনদের জন্য একটি দুঃখের খবর। ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন সকাল ৭টায় হুযূরপাক (ছাঃ)-এর এক প্রকৃত আশেক ডঃ ইসলামুল হক এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন *(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'উন)*।

আব্বা, আম্মা এবং আমি আয়শা হক ইরান, পাকিস্তান হয়ে আন্দোবর নিকোবর চলে আসি এবং সেখানে দু'মাস থাকার পর মাদ্রাজ ফিরে আসি। মাদ্রাজে ব্লু ডায়মণ্ড হোটেলে অবস্থান করি। রাতে আব্বাজান বাথরুমে যাবার পথে সম্ভবত মাথায় চক্কর খেয়ে আমার বিছানার ওপর বসে পড়েন। তখনই আমি আম্মাকে ঘুম থেকে জাগালাম। আব্বা আমাদেরকে বললেন, 'ঠিক আছে'। অতঃপর বাথরুমে চলে গেলেন।

খুব প্রত্যুষেই আমি হোটেল ম্যানেজারকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। ম্যানেজার ছাহেব আব্বাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি তখনই ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার একটা ক্যাপসুল ছিদ্র করে জিভের নীচে রাখার পরামর্শ দিলেন। এই ওষুধ খাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই তাঁর জন্য চলাফেরা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেল।

আমাদের আগ্রায় যাবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আগ্রায় না গিয়ে ট্রেনের টিকিট বাতিল করে বোম্বের ফ্লাইট বুক করলাম। হোটেল ম্যানেজারের সাহায্যে আমরা মাদ্রাজ এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। সেখান থেকে প্লেনে বোম্বে পৌঁছি।

বোম্বে এয়ারপোর্ট থেকে আমার বোন অর্চনার বাসায় ফোন করলাম। অর্চনার স্বামী নরেন্দ্র আমাদেরকে বাসায় নিয়ে গেলেন। অর্চনাদের পারিবারিক ডাক্তারকে দেখানো হ'ল। তিনি ব্যবস্থাপত্র এবং ওষুধ দিলেন। কিন্তু আব্বার শারীরিক অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

জু'আর দিন এগারোটার দিকে আমি তাঁর পাশেই বসে ছিলাম। তিনি চোখ খুললেন, আমাকে দেখলেন এবং আমার হাতের ওপর হাত রেখে ভিতরে ভিতরে কাঁদতে লাগলেন। আমিও কাঁদতে লাগলাম। শনিবার সকালে ঘুম থেকে জাগলাম। দেখি, আম্মা আর নরেন পাশে বসে আব্বার হাত ম্যাসেজ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? তাঁরা উত্তর দিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমিও একটা হাত ম্যাসেজ করতে লাগলাম। আমরা যখন হাত-পা ম্যাসেজ করছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে, তিনি এ কথারই অপেক্ষায় আছেন যে, তাকে বলা হৌক, 'হে বৎস! কখন তুমি উঠবে? এখনই দুনিয়া ছেড়ে চলে এসো।'

এভাবেই আব্বা এক সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং আমাদেরকে এই দুনিয়ায় একলা ও অসহায় অবস্থায় রেখে চলে গেলেন *(ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'উন)*।

ডাক্তার বললেন, 'ডঃ ইসলামুল হক আর নেই'। এ সময় আমার মনে হ'ল, আমাকে যেন আকাশ থেকে জমিনে ছুঁড়ে মারা হ'ল। এ খবর পেয়ে বংশের সমস্ত লোক অর্চনার বাসায় এসে জমা হ'ল।

বেলা দশটার দিকে আমি বাইরে গেলাম। দেখলাম, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে যে, পোড়ানোর জন্য তারা আব্বার লাশ শ্মশানে নিয়ে যাবে। এ কথা শুনে আমি বললাম, তোমরা কি জান না যে, আমরা মুসলমান? আব্বাকে আমি দাফন করব। যদি কেউ আমাকে এ কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কর তাহ'লে আব্বার লাশ এখান থেকে নিয়ে যাব। এ সময় নরেন আমার সঙ্গী হ'ল এবং আমি জিজ্ঞেস করতে করতে নিকটবর্তী মসজিদে গেলাম। মসজিদের ইমাম ছাহেব আব্বাকে চিনতেন। তিনি আব্বার ইন্তেকালের খবর শুনে খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, শীঘ্রই ডঃ ইসলামুল হককে এখানে নিয়ে আসুন। অতঃপর মসজিদের ব্যবস্থাপনায় তাঁর কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা হ'ল এবং যোহরের ছালাতের পর তাঁকে নিকটস্থ কবরস্থানে দাফন করা হ'ল।

এরপর আমি আম্মাকে নিয়ে অর্চনার বাসায় গেলাম। অর্চনারা বলতে লাগল, বেশ কিছুদিন তো মুসলমান

থাকলে। এখন ঐ ঢং ছেড়ে দাও। এখন আর আয়শা নয়, অপরাজিতা হয়ে যাও। ড্যাডি যে ভুল করেছেন তা সংশোধন করে নাও।

সেদিনই আমি আম্মাকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে এলাম। লক্ষ্ণৌতে যে লোকের কাছে আমাদের চাবি ছিল তার কাছে গিয়ে আব্বার ইন্তেকালের খবর দিলাম এবং আমাদের চাবি ও মালপত্র চাইলাম। তিনি আমাদের মালপত্র দিতে অস্বীকার করলেন। অন্তরে বড় ব্যথা পেলাম। মনে মনে বললাম, আব্বা আমাদেরকে এখন কী বিপদে ফেলে গেলেন! আব্বা আমাদেরকে কষ্টের পাশ ঘেঁষেও চলতে দিতেন না। আর আজ আমরা জানি না, খুশি বা আনন্দ কী জিনিস।

যা হোক, লক্ষ্ণৌতে ডঃ ইরফান ছিলেন। তিনি আমার ও আম্মার জন্য তাঁর একটা ঘর ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, যতদিন আয়শার বিয়ে না হবে ততদিন এখানে থাকবেন। লক্ষ্ণৌ থেকে আমরা বাংলাদেশে আব্বার দু'জন খুব নিকট সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তিকে পত্র দিয়েছিলাম। অতঃপর ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে আমরা দিল্লীতে চলে আসি।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে অর্চনা, অর্চনার স্বামী এবং তার ছেলে আমাদের কাছে আসে। তারা আমাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। তারা বলে, এখানে পড়ে থাকলে বিপদে-আপদে তোমাকে কে? দেখবে মা তোমাকে কতদিন সঙ্গ দিবেন? তাঁর একটা কিছু হয়ে গেলে তুমি কিভাবে থাকবে? আমি উত্তর দিলাম, কিছুই করার নেই। আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা তাই হবে। আব্বার ধর্মীয় পথ হচ্ছে ইসলাম। আমি সেই পথেই থাকব। তারা ফিরে গেল।

জীবন যুদ্ধ করতে করতে একদা হযরত নিজামুদ্দীনের পীর হযরত ইকবাল নিজামী ছাহেবের খবর পেলাম যে, বাংলাদেশ থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, যিনি ডঃ ইসলামুল হকের পরিবারকে খুঁজছেন। ঐদিনই আমি নিজামুদ্দীন পৌঁছলাম এবং সেখানে 'আঞ্জুমানে মফীদুল ইসলাম'-এর খুলনা শাখার অবৈতনিক উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং আমার আব্বা ডঃ ইসলামুল হকের বাংলাদেশস্থ অবৈতনিক ব্যক্তিগত সচিব জনাব খন্দকার জাহাঙ্গীর কবীরকে দেখতে পেলাম। তাকে সামনে দেখে আমার পক্ষে কান্না সংবরণ করা সম্ভব হ'ল না। জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম, বাংলাদেশের দ্বীনি ভাই ও বোনেরা জানেন না যে, ডঃ ইসলামুল হকের ইন্তেকাল হয়ে গেছে।

আমাদের এই দুঃখের খবর বাংলাদেশের প্রতিটি খবরের কাগজে প্রচারের ব্যবস্থা করে আমাদের প্রতি কৃপা করবেন। আমি এবং আমার মা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আপনাদের সবার প্রতি আমাদের বিনীত আবেদন, আপনারা ডঃ ইসলামুল হকের জন্য দো'আ করবেন।

জাহাঙ্গীর ভাই সময় ও অর্থ ব্যয় করে আমাদের খোঁজ নিতে এসেছেন। আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে শান্তিতে রাখুন।

দিল্লী থেকে পাঠানো ডঃ ইসলামুল হকের স্নেহধন্যা কন্যা মুহতারামা আয়শা হকের এই বিবরণ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং অনেক বিষয়ে চিন্তার খোরাকও যোগায়।

[দুই]

আমি ইংরেজ নও মুসলিম মুহাম্মদ মার্মাডিউক পিকথলের একজন ভক্ত। তাঁর লেখা সামান্য একটু-আধটু যা পড়েছি তাতে বুঝেছি যে, বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে মূল শিক্ষা, মূল পথ-নির্দেশটা শনাক্ত করার এক অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর আছে। ১৯২৭-এর জানুয়ারীতে মুসলিম সংস্কৃতির ওপর দেয়া তাঁর মাদ্রাজ ভাষণটা পড়ার পর থেকে আমি তাঁর ভক্ত হয়ে গেছি। তাঁর জীবনের একটা বড় সার্থকতা এই যে, তিনি কেবল ইসলাম গ্রহণ করেননি, ইসলামের মূল শিক্ষা, মূল আদর্শের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ওগুলো আমাদের ব্যবহারিক জীবনে পথ-নির্দেশ হিসাবে কাজ করতে পারে। অন্তত আমি তাঁর কাজটাকে সেভাবেই গ্রহণ করেছি। নযরুলও তাঁর 'কাব্য আমপারা', এই অনুবাদের কাজে হাত দেয়ার আগে আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় যাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন সেগুলোর মধ্যে ইংরেজ নও মুসলিম মুহাম্মদ মার্মাডিউক পিকথলের কাজও আছে।

যারা নও মুসলিম হন তাঁদের পড়াশুনা, চিন্তা-ভাবনা, আন্তরিকতা, ত্যাগ স্বভাবতই সাধারণ মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে।

ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটির সাবেক নেতা, পশ্চিবঙ্গের সাবেক শিল্পমন্ত্রী, সাবেক বিধানসভা সদস্য মরহুম এ কে এম হাসানুয্‌যামান ছাহেবের বাসায় একজন বাংলাভাষী নও মুসলিমের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অডিট ডিপার্টমেন্টের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। অত্যন্ত সৎ এবং ব্যাপক পড়াশুনা করা মানুষ ছিলেন তিনি। বিশেষ কাজে সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহারের জন্য পঁয়ষট্টি কোটি টাকা খরচ করাটাকে তিনি সমাজকল্যাণ হিসাবে মেনে নিতে অপারগ হওয়ায় সরকার তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি। শেষ জীবনে মসজিদে রাত কাটানোর মত অবস্থায় পৌঁছতে হয়েছিল তাকে। তবে এ জন্য কোন আক্ষেপ ছিল না তাঁর।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

❐ সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব ❐

পুত্র ও কন্যা সন্তানের জন্মকথাঃ কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে

-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক*

মানুষ মহান আল্লাহপাকের এক অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি ছানানো কাদামাটি দিয়ে দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। আর তাঁকে বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেন। এজন্যই মানুষ আশরাফুল মাখলূক্বাত। হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর সঙ্গিনীরূপে তাঁরই অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)-এর বাম পার্শ্ব থেকে হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا 'তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে' *(আ'রাফ ১৮৯)*।

হযরত আদম (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি হ'লেও তাঁর বংশধরেরা কিন্তু সরাসরি মাটির তৈরি নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ 'আমি মানুষকে মিলিত শুক্রবিন্দু হ'তে সৃষ্টি করেছি' (দাহ্র ২)। মিলিত শুক্রবিন্দু হচ্ছে পুরুষের শুক্রানু ও স্ত্রীর ডিম্বানু। পুরুষ ও নারীর মিলনের ফলে এভাবে দুনিয়াতে মানুষ জন্ম নেয় এবং বংশবৃদ্ধি ঘটে। মানুষের বীর্য তৈরী হয় খাদ্যের নির্যাস থেকে এবং খাদ্য উৎপন্ন হয় মাটি থেকে। কাজেই আদমের সাথে পরবর্তী বংশের জন্মের যোগসূত্র ঠিক রয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানুষের জন্ম সম্পর্কে এরূপ অনেক বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে চার প্রকারে সৃষ্টি করেন। (১) হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন শুধু মাটি দ্বারা। তাঁর পিতাও ছিলনা মাতাও ছিল না (২) হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র পুরুষের মাধ্যমে (৩) হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ছাড়াই শুধু নারীর মাধ্যমে এবং (৪) অন্যান্য সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেন পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে।[১]

দুনিয়াতে সুশৃংখলভাবে বসবাসের জন্য সাংসারিক ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যা উভয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এর তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কারো শুধু পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে কন্যা সন্তান নেই, এরা কন্যার জন্য আগ্রহী। কারো জন্ম নিচ্ছে শুধু কন্যা, পুত্র সন্তান নেই, এরা পুত্রের জন্য ব্যাকুল। তুলনামূলক কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তানেই মানুষ বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। কেননা সন্তানদের মধ্যে পুত্র সন্তানই বেশী উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।[২]

বর্তমান যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রবল হৈ চৈ চলছে। চলছে অবাধে জন্মনিরোধ, ভ্রূণ হত্যা। কিন্তু এর পরও দেখা যায় সন্তানের আকাঙ্খা, চাহিদামত সন্তানের অভিলাস। কিছু অজ্ঞলোক সন্তান কামনায় ভণ্ডপীরের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে, কেউবা বিভিন্ন মাযার বা দরগাতে গিয়ে নযর-নিয়ায করে শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়। কিন্তু পুত্র বা কন্যা হওয়া অথবা একেবারে সন্তান না হওয়া, এর জন্ম রহস্য কি এ সম্পর্কে তারা মোটেও ওয়াকিফহাল নন। মহান আল্লাহ বলেন, لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ - اَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط اِنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ - 'যমীন ও আসমান সমূহের একমাত্র মালিক আল্লাহ। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয় রকমের সন্তান করেছেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল' *(শূরা ৪৯-৫০)*।

অত্র আয়াত দ্বয়ে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সন্তান জন্মের চাবিকাঠি সম্পূর্ণ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে। তাঁর বিনা অনুমতিতে কোন সন্তান জন্ম নিতে পারে না। সুতরাং এ ব্যাপারে মৃত ব্যক্তির কোন ক্ষমতা তো নেই-ই, এমনকি জীবিত পীর-দরবেশেরও নেই।

ইতিপূর্বে চার প্রকারের মানুষ সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। সেটা ছিল পিতা-মাতা সম্পর্কে। এখানে যে চার শ্রেণীর সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে সন্তানদের সম্পর্কে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন শুধু মানব জাতির হেদায়াত ও পথপদর্শক ঐশী গ্রন্থই নয়, বিজ্ঞানময়ও। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমকে অতীত বর্তমান সকল প্রকার বিজ্ঞানের বহুমুখী তথ্য ও সূত্রাবলীতে ভরপুর করে রেখেছেন। মানুষ একে বারবার পাঠ ও গবেষণা করতঃ পদার্থ বিজ্ঞান, উদ্ভীদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আধুনিক কম্পিউটার প্রভৃতি বিজ্ঞানের উন্নতির শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে।

---

* ডি,এইচ,এম,এস, (ঢাকা) হক হোমিও ক্লিনিক, কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, ৯ম পারা, ১৪০ পৃষ্ঠা।

২. ঐ, ১৪০ পৃঃ।

পুরুষের শুক্রানু ও স্ত্রীর ডিম্বানুর সংমিশ্রণে কিভাবে সন্তানের উৎপত্তি হয় এবং কি কারণে পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম নেয় বিজ্ঞানীরা গবেষণার আলোকে সে তথ্যও বের করেছেন। তাঁদের তথ্যানুযায়ী স্ত্রীর ডিম্বানুতে দু'টি করে 'X' সেক্স ক্রোমোজম রয়েছে, যেমন- 'XX'। আর পুরুষের শুক্রানুতে একটি করে 'X' ও একটি করে 'Y' সেক্স ক্রোমোজম আছে, যেমন- 'XY'। যখন ডিম্বানুর 'X' ক্রোমোজমের সাথে শুক্রানুর 'X' ক্রোমোজমের মিলন ঘটে তখন সমগোত্রীয় হওয়ায় কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। আর যখন ডিম্বানুর 'X' ক্রোমোজমের সাথে শুক্রানুর 'Y' ক্রোমোজমের মিলন ঘটে তখন পুত্র সন্তান জন্ম নেয়।[৩]

তবে বিজ্ঞানের যত উৎকর্ষ সাধন হউক আর যত উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছুক না কেন তার থিওরী বা সূত্রের পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটেনা।

স্ত্রী গর্ভ হচ্ছে সন্তান তৈরীর এক অতুলনীয় কারখানা। এই সৃষ্টি কারখানার একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে- স্ত্রীগর্ভে পুরুষের বীর্য নারী বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করলে পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। আর স্ত্রী বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করলে কন্যা সন্তান জন্ম নেয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৪)*।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষের বীর্য স্ত্রী গর্ভে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ দু'ঋতুর মধ্যবর্তীকালে স্ত্রীর নিষিক্ত ডিম্বানুর সাথে মিলিত হ'তে পারলে তথায় এই যুগ্মকোষের বিভাজন (Cell Division) হ'তে হ'তে ভ্রূণের উৎপত্তি ঘটে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে ভ্রূণের বাড়-বৃদ্ধি চলতে চলতে উহা চর্ম, মাংস, অস্থি, রক্তনালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র সমূহের সৃষ্টি হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করে। মাতৃগর্ভে এভাবে পুষ্টি লাভের পর নির্দিষ্ট সময়ান্তে *(সাধারণতঃ ২৮০ দিন মাতৃগর্ভে থাকার পর)* শিশু রূপে ভূমিষ্ঠ হয়।

স্ত্রী গর্ভে পুরুষের বীর্য কয়েকটি স্তর পেরিয়ে মানুষের অস্তিত্ব লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে শুক্রকীট থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, অতঃপর মাংসপিণ্ড থেকে। যা কোন আকৃতি সম্পন্নও হয়, আবার আকৃতিহীনও হয়। যে শুক্রকীটকে ইচ্ছা করি একটা বিশেষ সময়ের জন্য জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। পরে একটি শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ করাই' *(হজ্জ ৫)*।

মাতৃগর্ভে পুরুষের বীর্য ৪০ দিন বীর্যাকারে থাকে, তারপর ৪০ দিন ধরে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়, অতঃপর ৪০ দিন ধরে তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তখন অর্থাৎ ১২০ দিন পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা ৪টি বিষয় লেখার জন্য সেখানে আগমন করেন (১) তার আয়ুষ্কাল কত হবে (২) সে নেক আমল করবে না বদ আমল করবে (৩) তার রূযী কেমন হবে এবং (৪) পরিণামে সে সৌভাগ্যবান (জান্নাতী) না হতভাগ্য জাহান্নামী হবে। অতঃপর তার মধ্যে রূহ্ ফুঁকে দেওয়া হয়।[৪] এভাবে লেখার পর উক্ত আমলনামা বন্ধ করে দেওয়া হয়, পরে এতে আর সংযোজনও হয় না এবং বিয়োজনও হয় না।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'বীর্য কয়েকটি স্তর অতিক্রম করার পর অর্থাৎ মাংসপিণ্ডে পরিণত হওয়ার পর সৃষ্টি কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ্র কাছে জেনে নেন ইহা অবধারিত কি-না। যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (غير مخلقة) অবধারিত না হয়, তবে গর্ভাশয়ে সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেওয়া হয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি (مخلقة) অবধারিত হয় তাহ'লে পরবর্তী স্তরের জন্য ঐ ফেরেশতা আল্লাহ্র কাছে জেনে নেন উহা ছেলে না কন্যা হবে। অতঃপর তার হায়াত-মউত, কি কর্ম করবে, কি পরিমাণ রিযিক পাবে এবং ভাগ্যবান না হতভাগ্য হবে লিপিবদ্ধ করে থাকেন।[৫] এভাবেই মহান সৃষ্টকর্তা আল্লাহ তা'আলা বান্দাহ্র সৃষ্টি কার্য সমাধা করে থাকেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ শিক্ষাই প্রতীয়মান হয় যে, পুত্র বা কন্যা সন্তান হওয়া বা না হওয়া কিংবা একেবারেই সন্তান না হওয়া একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তা'আলারই ইচ্ছা। তিনিই এর মহানিয়ন্ত্রক। মানুষকে ধনী-গরীব, বিভিন্ন গোত্রে-দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন বর্ণে বা আকৃতিতে সৃষ্টি করার মূল কারণই হচ্ছে বান্দাহ আল্লাহ তা'আলার কিরূপ শোকর গোযারী করে, তাঁর প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাবনত হয়। সন্তান জন্মের ব্যাপারটিও ঠিক তাই। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অগ্র-পশ্চাত সর্ববিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ইচ্ছামত বান্দাহ্র মধ্যে বিভিন্নতা ও তারতম্য রাখেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সকল মানুষকে যাবতীয় শিরকী আক্বীদা ও কর্ম থেকে মুক্ত করে একমাত্র তাঁরই অনুগত হওয়ার এবং তাঁর সৃষ্টি কৌশলী অনুধাবন করার তাওফীক দিন- আমীন!!

---

৩. *J.N. Ghosal, ANATOMY PHYSIOLOGY. Calcutta print. page 479.*

৪. *মুত্তাফাকুন আলাইহ, মিশকাত হা/৮২, মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ডিসেম্বর' ৯৭ পৃঃ ৬।*

৫. *মুসলিম, উছুলুল ঈমান-সংকলক, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রঃ), বঙ্গানুবাদ, ১ম সংস্করণ ৩৭ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী; মা'আরেফুল কুরআন।*

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

-আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ*

(١٢) عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة – وفى رواية مسح الرقبة أمان من الغل وفى رواية من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقى الغل يوم القيامة–

(১২) 'ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন ওযূ করতেন তখন ঘাড় মাসাহ করতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং স্বীয় ঘাড় মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় বেড়ি পরানো হবে না'। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'ঘাড় মাসাহ করলে ঘাড় বেড়ী হ'তে নিরাপদে থাকবে'। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং দু'হাত দিয়ে তার ঘাড় মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে বেড়ী হ'তে মুক্ত করা হবে'। হাদীছগুলি জাল।[১]

قرأة سورة "انا انزلناه" عقب الوضوء–

(১৩) 'ওযূর পর সূরা ক্বদর পড়ারও কোন ভিত্তি নেই'।[২]

(١٤) من أرسل نفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم ومن غزى بنفسه فى سبيل الله وأنفق فى وجهه ذلك فله بكل درهم سبع مائة ألف درهم ثم تلى هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء رواه ابن ماجه –

(১৪) 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ প্রেরণ করল এবং নিজে বাড়ীতে অবস্থান করল, সে ব্যক্তি তার ব্যয় কৃত প্রতি দিরহামের বিনিময়ে সাতশত দিরহামের নেকী পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করল এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করল, সে ব্যক্তি প্রতি দেরহামের বিনিময়ে সাত লক্ষ দেরহামের নেকী পাবে'। অতঃপর প্রিয় নবী (ছাঃ) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেনঃ 'আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন ছওয়াব বর্ধিত করে দেন' (বাক্বারাহ ২৬১)।[৩]

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল- আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়ে নিজের জন্য মাল খরচ করলে, সাত লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়।

(١٥) إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله عز وجل بسبع مائة ضعف رواه ابوداود–

(১৫) 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়ে আদায় কৃত ছালাত, ছিয়াম ও যিকরের ছওয়াবের চেয়ে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়'।[৪]

'সুতরাং এ হাদীছের ফযীলতকে পূর্বোক্ত হাদীছের সাথে মিলিয়ে সাত লক্ষকে সাত শ' দ্বারা গুণ করলে উনপঞ্চাশ কোটি হয়'। (৭,০০০০০x৭০০=৪৯,০০০০০০) =*ঢাকা, মাসিক আদর্শ নারী, ডিসেম্বর '৯৯, ৩২ পৃঃ প্রশ্নোত্তর নং ৬৮৩।*

আমাদের বক্তব্যঃ 'আদর্শ নারী' পত্রিকায় 'তাবলীগী নেছাব'-য়ে বর্ণিত উপরোক্ত 'যঈফ' হাদীছগুলির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীছের অনুবাদেও কারচুপি করা হয়েছে। যেমন- 'যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করল'-এর স্থলে অনুবাদ করা হয়েছে 'আর যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে নিজের উপর উক্ত টাকা ব্যয় করবে'। *আল্লাহ এদের হেদায়াত করুন!*

(١٦) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر الى الوجه الحسن يجلو البصر والنظر إلى الوجه القبيح يورث الكلح

(১৬) 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সুন্দর চেহারার দিকে তাকালে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। আর কুৎসিত চেহারার দিকে তাকালে চোখ টেরা হয়' (খাত্বীব)। হাদীছটি জাল।[৫]

(١٧) عن على مرفوعا ثلاثة يزدن فى قوة البصر النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجارى وإلى الوجه الحسن

(১৭) 'আলী (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনটি জিনিস চোখের শক্তি বৃদ্ধি করে। (১) সবুজ বস্তুর দিকে তাকানো (২) প্রবাহমান পানির দিকে তাকানো (৩) সুন্দর চেহারার দিকে তাকানো' (ইবনুল জাওযী মাওযূ'আত)। হাদীছটি জাল।[৬]

** সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *সিলসিলা যাঈফা হা/৬৯; হা/৭৪৪।*
২. *সিলসিলা যাঈফা হা/৬৮।*
৩. *ইবনু মাজাহ, ২/১৯৭ পৃঃ; মিশকাত পৃঃ ৩৩৫ 'জিহাদ' অধ্যায় হা/৩৮৫৭ 'সনদ যঈফ'*
৪. *আবুদাউদ ১/৩৩৮ পৃঃ; যঈফ আবুদাউদ হা/২৪৯৮।*
৫. *সিলসিলা যাঈফা হা/১৩২; মাওযূ'আত ইবনে জাওযী ১/১৬২।*
৬. *সিলসিলা যাঈফা হা/১৩৪।*

ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের সমস্যাঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

*-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে জানার ও তা বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা রয়েছে। বিশেষতঃ তরুণ সমাজে কিভাবে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক পথ নির্দেশনার যথেষ্ট অভাবই শুধু প্রধান অন্তরায় নয়, সমস্যাসমূহও যথাযথ চিহ্নিত করা হয়নি আজ অবধি। শুধু সস্তা শ্লোগান বা আন্তরিক সদিচ্ছা এদেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করে দেবে না। বরং এজন্যে চাই প্রকৃত সমস্যাগুলো সনাক্ত করার প্রয়াস। এই আলোচনায় সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। আশা করা যায়, এসব সমস্যা সমাধানের জন্যে ইসলামপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই সচেতনভাবে চিন্তা এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন আন্তরিকভাবে।

সমস্যাসমূহঃ

১. বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এদেশের সরকার। বাংলাদেশের জনসাধারণের ৮৬% মুসলিম। তাই সরাসরি এদের জীবনাদর্শের বিরোধিতা করা কোন সরকারের পক্ষেই আদৌ সম্ভব নয়। এজন্যে শেখ মুজীবুর রহমান যেমন তাঁর বক্তৃতায় 'ইনশাআল্লাহ', 'আল্লাহ্‌র রহমতে' বলতেন, তেমনি যিয়াউর রহমানও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুরু করতেন। নির্বাচনের সময়ে জনগণের কাছে ভোট চাইতে গিয়ে আওয়ামী লীগকে বলতে হয় -'নৌকার মালিক তুই আল্লাহ!' বি.এন.পি বলে- 'ধানের শীষে বিসমিল্লাহ'। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ক্ষমতার মসনদে একবার আসীন হওয়ার সুযোগ পাওয়ার পর সবাই পূর্বকথা ভুলে যান বেমা'লূম। তাই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোথাও ইসলামী অর্থনীতির কোন দাবী বা বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়নের প্রতি সরকারের কোন আগ্রহ থাকে না। সরকার এক্ষেত্রে জনগণের কোন দাবীকে কিন্তু সরাসরি বিরোধিতা করেন না। বরং কৌশল হিসাবে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করেন বা কমিশন বসান যার সদস্যদের অধিকাংশই ইসলামী জীবনাদর্শের বিরোধী, অথবা খুব বেশী হ'লে সেক্যুলার মতাদর্শের অনুসারী। সুতরাং, এসব রিপোর্ট আদৌ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুসারী হয় না। অনেক ক্ষেত্রে রিপোর্টগুলো চলে যায় হিমাগারে। এভাবেই সরকারের অনীহা কিংবা সত্যিকার আগ্রহের অভাবেই ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের যে-কোন গণদাবী এদেশে কার্যতঃ উপেক্ষিত ও অবহেলিত।

২. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দু' একটি দল ছাড়া প্রায় সকল দলই ইসলামী জীবন-বিধান বাস্তবায়নের বিরোধী। রাজনৈতিক দলসমূহের চেষ্টার ফলেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ ঘটে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলিই যদি জনগণের ঈমান-আক্বীদার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক বিষয় নিয়ে কথা বলে তাহ'লে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে না।

৩. এদেশে কর্মরত এনজিওগুলোর প্রায় সবগুলোই ইসলামবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। বাংলাদেশ সরকার এদের কর্মসূচী জেনেও কিছু করতে পারছেন না। গত ১৯শে আগষ্ট, ১৯৯২ সরকার এনজিওগুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এডাবের সরকারী নিবন্ধন বাতিলের ঘোষণা দেন। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ঐদিন বিকালেই আরেকটি আদেশ জারী করে পূর্বের আদেশ বাতিল করা হয় এনজিও কর্মকর্তা ও দাতা দেশগুলোর চাপে। (দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ আগষ্ট, ১৯৯২)।

এদেশে এনজিওগুলো বিকল্প সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এ অভিযোগ নতুন নয়। সরকারের কর্তৃত্ব অনেকক্ষেত্রেই এনজিওগুলো গ্রাহ্য করে না। সরকারের কাছে জবাবদিহিতারও প্রয়োজনবোধ করে না। এরা বিদেশী উৎস হ'তে প্রতি বছর কি পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করে এবং তা কোথায় কোন কর্মসূচীতে খরচ করে তার কোন স্বচ্ছ হিসাবও তারা সরকারকে দেয় না। উপরন্তু এতই এদের খুঁটির জোর, এদের পেছনে দাতা দেশগুলোর অবস্থান এতই শক্ত যে, এদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে সরকার আরও একবার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ বস্তিতে এনজিও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে সরকার এক নির্দেশ জারী করে। সকলেই জানে বস্তিগুলো এনজিওদের কার্যক্রমের এক বিরাট ক্ষেত্র। এরাই প্রধানতঃ বস্তিগুলো জিইয়ে রাখার কাজ করে যাচ্ছে। অথচ বস্তিগুলোই নগর জীবনের বিভিন্ন প্রকার অপকর্ম অপরাধের উৎস ও আশ্রয়স্থল। এজন্যে সরকার যখন একই সংগে বস্তি উচ্ছেদ কর্মসূচী গ্রহণ ও বস্তিতে এনজিও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেয় তখন দেশবাসী তাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু এনজিওগুলো এর

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

প্রবল বিরোধিতা করে। এ থেকেই এদের বস্তিপ্রেমের রহস্য বুঝতে কারু বাকী থাকার কথা নয়। এদেরই চাপে মাত্র আড়াই মাসের মাথায় (১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯) সরকার তার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। (দৈনিক ইনকিলাব, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)।

উল্লেখ্য, শহুরে দারিদ্র্য দূরীকরণে এনজিওদের আদৌ কোন ভূমিকা নেই। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণেও অধিকাংশ এনজিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। 'ইউএনডিপি'র সদ্য প্রকাশিত এক রিপোর্ট বাস্তব জরীপের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এনজিওদের তৎপরতার মূল্যায়নে বলা হয়েছে যে, এনজিওদের প্রদত্ত ঋণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তেমন উপকারে আসছে না। অন্যদিকে এদের ঋণ সহজে ফেরত দেওয়াও যায় না। এছাড়া এনজিওদের প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ স্বল্প; কিন্তু সুদের হার, ঋণদাতাদের দুর্ব্যবহার এবং ঋণগ্রহীতাদের হয়রানি অনেক বেশী। একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, মহাজনী ঋণের চড়া সুদের হার থেকে রেহাই দেওয়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এদেশের শীর্ষস্থানীয় এনজিওধর্মী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের আদায়কৃত প্রকৃত সুদের হার ২১৯% এরও অধিক। (দৈনিক ইনকিলাব, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫)। উপরন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ধ্বংস, অর্থনৈতিক শোষণ আরও স্থায়ী, গোষ্ঠীগত বা বিশেষ রাজনৈতিক দলের খবরদারী এবং সামাজিক অনাচার সৃষ্টিতে তৎপর থাকার মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে প্রায় সকল এনজিওর বিরুদ্ধে।

আজ কে না জানে ওয়ার্ল্ডভিশন অব বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড মিশনারী ইভানজেলিজম, দ্য স্যালভেশন আর্মি, সেভেনথ ডে এ্যাডভেনটিষ্ট চার্চ, বাংলাদেশ লুথারিয়ান মিশন, সোস্যাল ইনস্টিটিউশান বোর্ড, খ্রীষ্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি, ফিনিস ফ্রি ফরেন মিশন, ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ, হীড বাংলাদেশ, কারিতাস, ওয়ার্ল্ড মিশন প্রেয়ার লীগ, দীপ শিখা, ফ্রি ব্যাপটিষ্ট চার্চ, ইয়ং ক্রিশ্চিয়ান ওয়ার্কার্স, ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন, তেরেদেস হোমস, ভলান্টারী সার্ভিস ওভারসীজ, শান্তাল মিশন, খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (CCDB), মিশনারীজ অব চ্যারিটি, খ্রীষ্টিয়ান লাইফ বাংলাদেশ, চার্চেয অব গড মিশন, সেভ দ্য চিলড্রেন (অষ্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), রাড্ডা বারনেন, দামিয়েন ফাউণ্ডেশান, অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশন, রোমান ক্যাথলিক মিশন, ওয়ার্ল্ড মিশনারী প্রেয়ার লীগ, খ্রীষ্টিয়ান রিফরমড ওয়ার্ল্ড রিলিফ কমিটি, নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশন অব বাংলাদেশ, মেননাইট সেন্ট্রাল কমিটি, নিউজিল্যান্ড ব্যাপটিস্ট মিশনারী, ল্যাপরসি মিশন প্রভৃতি সংস্থা এদেশের দরিদ্র ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সেবা ও সাহায্য বিতরণের নামে আসলে ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণারই প্রচার ও প্রসারের কাজে লিপ্ত। ছলে-বলে-কৌশলে তারা ধর্মান্তরকরণের কাজও চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু খ্রীষ্টান না হওয়ার অপরাধে পাঁচ শতাধিক কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ (দৈনিক সংগ্রাম, ১১ নভেম্বর, ১৯৯৯)। চার্চিয়ান ফেডারেশনের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ১৯৭১ সালে ২,০০,০০০। মাত্র বাইশ বছরে অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৯১,৩০০। উপরন্তু ২০০০ সালের মধ্যে ৩৫টি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে খ্রীষ্টবাদের প্রচার ও নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানসহ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের জন্যে ৩০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চলছে অব্যাহত গতিতে।

এই অপচেষ্টার সয়লাবের বিপরীতে রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী, তাওহীদ ট্রাষ্ট (রোজি) হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, মুসলিম এইড বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন, মডেল বাংলাদেশ, রয়াল ইকোনমিক সার্ভিস এণ্ড কেয়ার ফর দি আন্ডার প্রিভিলেজড (RESCU), আল-মারকাযুল ইসলামী, আহসানিয়া ওয়েলফেয়ার মিশন, ইসরা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রভৃতি ব্যতিক্রমধর্মী ইসলামী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের প্রচেষ্টা বিশাল সমুদ্রের বিপুল জলরাশির মধ্যে গোষ্পদ মাত্র।

৪. সামাজিক-সাংস্কৃতিক পর্যায়েও দুর্লভ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে সদা সচেষ্ট। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে যে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ তৈরী হওয়া যরূরী, এদেশের অসংখ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অহর্নিশ তার বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন পেশাজীবীদের সংগঠনের মাধ্যমেই বৃহত্তর জনমানুষের দাবী আদায় সহজ হয়। কিন্তু সেসব সংগঠনের হোতারাই যদি হন ইসলামী জীবনাদর্শের বিরোধী তাহ'লে ইসলামের আলোকে অধিকার আদায় তো দূরে থাক ইসলাম বিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নই হবে তার পরিণাম ফল। বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ তাঁতী কল্যাণ সমিতি, ব্যাংকার্স কল্যাণ পরিষদ, ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা, আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রভৃতি গুটিকয়েক সামাজিক এবং সাইমুম, বিপরীত উচ্চারণ, ক্বাফেলা, রেনেসাঁ, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রভৃতি হাতে গোনা কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কোনক্রমেই চৌদ্দ কোটি লোকের চাহিদা পূরণ বা আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে যথেষ্ট বিবেচিত হ'তে পারে না। পক্ষান্তরে সংগঠিত উপায়ে জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিপথে পরিচালিত করার জন্যে অনৈসলামী সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি উপর্যুপরি কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে।

(চলবে)

সাক্ষাৎকার

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হজ্জব্রত পালনঃ একটি সাক্ষাৎকার

(৯ নং প্রশ্নের জবাবের বাকী অংশ)

(২) ২১শে মার্চ মঙ্গলবার সকাল ৯-৩০ মিঃ আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হ'ল মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫ কিঃমিঃ পশ্চিম-উত্তর দিকে 'ফাহদ-কুরআন কমপ্লেক্সে' যাকে আরবীতে مجمّع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف বলা হয়। ১৪০৫ হিজরীতে বাদশাহ ফাহদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই বিরাট কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরব-নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে রকমারি ঘাস ও ফুলগাছের মধ্যে পানির ফোয়ারা মিলিয়ে এলাকাটিকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে। এযাবত দেড় কোটি মুছহাফ মুদ্রিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ কপি কেবল হাজী ছাহেবদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। বাকী ২০ লক্ষ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে। যোগ্য নিরীক্ষকদের দ্বারা নিরীক্ষিত হওয়ার ফলে এযাবত মুদ্রণে কোন ভুল ধরা পড়েনি। একবার মাত্র একটা ش (শীন) س (সীন) হয়েছিল। এখানে ছুটির দিন ব্যতীত সর্বদা ২৪ ঘন্টা কাজ চলে। সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তির সফল ব্যবহারে কমপ্লেক্সটি সদা তৎপর ও আকর্ষণীয়। মুদ্রণ ছাড়াও ক্যাসেট বিভাগ থেকে সর্বদা কুরআনের ক্যাসেট করা হচ্ছে ও তা বিতরণের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

৩. হারামে মদীনার সম্প্রসারণ কর্মসূচীঃ

(১) মসজিদে নববী (ছাঃ)ঃ বাদশাহ ফাহদের আমলে বর্তমানে মসজিদে নববীর আয়তন বহুগুণ বেড়েছে। ১৪০৬ হিঃ মোতাবেক ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কর্মসূচী শুরু হয়। যদিও ১৯৮৪-এর নভেম্বরে এই কর্মসূচীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। মসজিদে নববীর শুরু থেকে এযাবত কাল পর্যন্ত সম্প্রসারণের ইতিহাস এক নযরে নিম্নরূপঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে খায়বার যুদ্ধের পরে ৭ম হিজরী সনে =	২,৪৭৫	বর্গমিটার
(২) ওমর ফারূক (রাঃ)-এর সময়ে ১৭ হিঃ	১,১০০	,,
(৩) ওছমান গণী (রাঃ)-এর সময়ে ২৯-৩০ হিঃ	৪৯৬	,,
(৪) উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক-এর সময়ে ৮৮-৯১ হিঃ	২,৩৬৯	,,
(৫) আব্বাসীয় খলীফা মাহদী-এর সময়ে ১৬১-১৬৫ হিঃ	২,৪৫০	,,
(৬) সুলতান আশরাফ ক্বাবতাঈ-এর সময়ে ৮৮৮ হিঃ	১২০	,,
(৭) ওছমানীয় খলীফা সুলতান আব্দুল মজীদ-এর সময়ে ১২৬৫-৭৭ হিঃ	১,২৯৩	,,
(৮) বাদশাহ সঊদ বিন আবদুল আযীয-এর সময়ে ১৩৭২ হিঃ	৬,০২৪	,,
(৯) বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আযীয-এর সময়ে ১৪০৬ হিঃ	৮২,০০০	,,

বর্গফুটের হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে গড়া মসজিদে নববীর আয়তন ছিল ২৪৭৫ বঃমিঃ ×১০.৭৬৪ বঃফুঃ = ২৬,৬৪০.৯ বর্গফুট। তার সাথে এযাবত যোগ হয়েছে মোট ৯৫,৮৫২ বঃমিঃ। যা একত্রে ৯৮,৩২৭ বঃমিঃ হয়। এক্ষণে বর্গফুটের হিসাবে বর্তমান আয়তন দাঁড়াবে ১০,৫৮,৩৯১.৮ বর্গফুট। এযাবত বৃদ্ধি ৯৫,৮৫২ বর্গ মিটারের মধ্যে কেবল সঊদী শাসনামলেই বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৮,০২৪ বঃমিঃ। এতদ্ব্যতীত বর্তমানে উক্ত মূল মসজিদ ও তার খোলা আঙিনা সমেত সর্বমোট আয়তন দাঁড়িয়েছে ৩,০৫,০০০ বর্গ মিটার বা ৩২,৮৩,০২০ বর্গফুট। এখানে আঙিনাসহ স্বাভাবিক অবস্থায় ৬,৫০,০০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করে থাকেন এবং রামাযান ও হজ্জ মওসুমে ১০ লক্ষাধিক মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারেন।

এই বৃদ্ধির সাথে সত্বর যোগ হ'তে যাচ্ছে আরও ২,০৬,০০০ বর্গমিটার এলাকা। যেখানে আরও ৪ লক্ষ মুছল্লীর স্থান সংকুলান হবে। যার চারপাশে দেওয়াল ও দরজা বসানো ছাড়াও ইসলামী স্থাপত্য অনুযায়ী রঙ্গীন মার্বেল পাথর ও গ্রানাইট পাথর বসানোর কাজ সত্বর শেষ হবে। চারদিকে খেজুরের গাছও লাগানো হবে।

(২) মিনারঃ নতুন বৃদ্ধিতে প্রত্যেক স্তম্ভের উপরে মিনার রয়েছে। এছাড়াও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী বাদশাহ ফাহদ গেইটের দু'টি মিনার সহ প্রধান ৬টি মিনারের প্রতিটির উচ্চতা উপরের বাঁকা চাদসহ ১০৪ মিটার। বাঁকা চাঁদগুলির প্রতিটির উচ্চতা ৬ মিটার এবং ওযন ৪.৫ টন। ব্রোঞ্জ নির্মিত এই চাঁদগুলির প্রতিটি ২৪ ক্যারেট-এর স্বর্ণ দ্বারা মোড়ানো।

(৩) গেইট সমূহঃ ৩টি উত্তর দিকে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ২টি করে মোট ৭টি প্রধান গেইট রয়েছে। প্রতিটির কাছাকাছি দু'পাশে ৭টি করে দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজার উচ্চতা ৬ মিটার ও প্রস্থ ২ মিটার। এছাড়া দক্ষিণ দিকে ২টি পৃথক প্রবেশপথ রয়েছে। যার প্রতিটির সাথে তিনটি করে দরজা রয়েছে। এভাবে পুরা হারামের বর্তমান দরজা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৫টি।

হারামে মদীনার বর্তমান আয়তন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়কার পুরা মদীনা শহর জুড়ে নিয়েছে বলে গাইডগণ আমাদের জানালেন। 'যাওরা' বাজারের অবস্থান সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তারা বলতে পারলেন না।

(৪) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রঃ কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সাথেই ৮টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। যার প্রতিটি ২.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা

সম্পন্ন। এগুলির স্রেফ মসজিদে নববীতে ও তার আনুসঙ্গিক ট্যাক্সিষ্ট্যাণ্ড ইত্যাদিতে সাময়িক লোডশেডিংয়ের সময় যরূরী অবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যই তৈরী করা হয়েছে।

(৫) **কৃত্রিম পাথর তৈরী কারখানাঃ** মদীনা ত্বাইয়েবা থেকে ২০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত এই কারখানাটির কাঁচামাল ও অধিকাংশ প্রযুক্তি সঊদী আরবের নিজস্ব। এখানে (বছরে) ৫ লক্ষ খণ্ড উন্নতমানের কৃত্রিম পাথর তৈরী হয়। যা বর্তমান বিশ্বের সেরা পাথর তৈরী কারখানা হিসাবে বিবেচিত। মক্কা ও মদীনার দুই হারামের চত্বরে বিছানো সাদা ও পুরু মার্বেল পাথরগুলির উপরে প্রচণ্ড রোদের সময় খালি পায়ে চললে তাতে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। অথচ অন্য পাথরে খালি পা রাখার প্রশ্নই ওঠেনা। ঐসময় পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলির দিকে তাকানো যায় না। মনে হয় যেন অসহ্য রৌদ্রতাপে পাহাড়গুলি থরথর করে কাঁপছে। কৃত্রিমভাবে তৈরী ঐসব উন্নত মানের পাথরের বদৌলতেই আজ লাখ লাখ মুছল্লী নির্বিঘ্নে সেখানে ছালাত আদায়ে সক্ষম হচ্ছে ও কা'বা চত্বরের মাত্বাফে খোলা আকাশের নীচে দিন-রাত সর্বদা ত্বাওয়াফ করতে পারছে।

(৬) **চলমান গুম্বজঃ** নীচে কারুকার্য খচিত পাথর ও উপরে সিরামিক এবং মধ্যে বিশেষ ধরনের কাঠ দিয়ে তৈরী ২৭টি চলমান গুম্বজ রয়েছে। যা দৈর্ঘে-প্রস্থে ১৮×১৮ বঃ মিঃ ও উচ্চতায় ১৩ মিটার এবং প্রতিটির ওযন ৮০ টন। যা মাত্র ৪টি চাকার উপরে চলাচল করে। মসজিদের ভিতরকার আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে গুম্বজ নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে। আবার পূর্বের স্থানে ফিরে আসছে। পুরা গুম্বজটি সরে যেতে মাত্র ৬০ সেকেণ্ড সময় লাগে। মাথার উপরে তখন থাকে কেবলই নীলাকাশ। পরক্ষণেই আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। একটু আগে যে এখানে শূন্য ছিল সেকথা কল্পনা করতেও তখন কষ্ট লাগে।

(৭) **ছাতাঃ** মসজিদের মাঝামাঝি রয়েছে ৬টি অটোমেটিক Fire Proof ছাতা। যা ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যায়। আমাদেরকে গুম্বজ ও ছাতার ব্যবহার দেখানো হ'ল। বাদশাহ ফাহদ নিজে এসে বহু সময় বসে থেকে পুরা সিস্টেম তদারক করেছেন।

(৮) **ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডঃ** মূল মসজিদ বাদ দিয়ে আঙিনার নীচে আধুনিক কম্পিউটারাইজড দোতলা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড রয়েছে। যার আয়তন ২,৯২,০০০ বর্গ মিটার। যেখানে একত্রে মোট ৪৫০০ ট্যাক্সি দাঁড়াতে পারে। উপরতলায় তিনটি ও নীচতলায় তিনটি মোট ছয়টি প্রবেশ ও বহির্গমন পথ রয়েছে। প্রত্যেক গাড়ীর জন্য পৃথক পার্কিং নম্বর রয়েছে। অগ্নি প্রতিরোধের এমন ব্যবস্থা রয়েছে যে, এক এলাকায় আগুন ধরে গেলে অন্য এলাকায় যেতে পারবে না। কোন গাড়ীতে আগুন ধরে গেলে ছাদ থেকে এমন ব্যবস্থা রয়েছে যে, মুহূর্তের মধ্যে গাড়ীটিকে একদিকে সরিয়ে নেবে ও আগুন নিভিয়ে দেবে। আণ্ডার গ্রাউণ্ড এই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। পৃথক আরেকটি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড দর্শনার্থী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কর্মকর্তাদের অফিস সংলগ্ন স্থানে রয়েছে।

(৯) **টয়লেটঃ** ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের সাথেই ওযূ-গোসল ও পেশাব-পায়খানার তিনতলা বিশাল এলাকা রয়েছে। যেখানে বর্তমানে ২৫০০ বাথরুম রয়েছে। আরও রয়েছে পৃথকভাবে ৬৮০০ ওযূর ট্যাপ ও ৫৬০টি পানি পানের ট্যাপসমষ্টি। যার প্রতিটিতে অনধিক ১০টি ট্যাপ সংযুক্ত রয়েছে। রয়েছে উঠানামার জন্য ৩০টি চলন্ত সিঁড়ি। স্রেফ সিঁড়িতে দাঁড়ালেই সোজা নেমে যাবে টয়লেটের সামনে এবং উঠে আসতে পারবে একইভাবে। ইচ্ছা করলে এটি দিয়ে নীচে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে ও যাওয়া যাবে।

(১০) **কন্ট্রোল রুমঃ** হারামের পুরা ইলেকট্রিক সিস্টেম, কম্পিউটার ও মাইক্রোফন ইত্যাদি হারামের নীচে অবস্থিত একটি কন্ট্রোল রুম থেকে মাত্র তিনজনের হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়। মসজিদে কে কোন দরজা দিয়ে কিভাবে প্রবেশ করল, সব ওখানকার টিভি পর্দায় ভেসে উঠছে ও রেকর্ড হয়ে থাকছে। বলা আবশ্যক যে, বর্তমানে মক্কা ও মদীনার দুই হারামের ইলেকট্রিক সিস্টেম বিশ্বের সবচাইতে সেরা।

(১১) **দুরূসঃ** হারামের মধ্যে ২৭টি দরস-এর স্থান রয়েছে। যেখানে যোগ্য প্রশিক্ষক দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ে সর্বদা দ্বীনের তা'লীম চলছে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও হারামের যোগ্য ইমামগণ মূলতঃ এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। হজ্জের মৌসুমে জামে'আর বিভিন্ন ভাষার ছাত্ররা হারামের আঙিনাতে এ দায়িত্ব অতিরিক্তভাবে পালন করেন।

(১২) **স্বর নিয়ন্ত্রণঃ** ইমামের গলার স্বর নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে মাইক্রোফন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে মুছল্লীদের ক্বিরাআত শুনতে ও বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়।

(১৩) **যমযমের পানিঃ** মক্কা থেকে যমযমের পানি নিয়মিত সরবরাহের জন্য শত শত পানির ট্যাংকার মক্কা ও মদীনার মধ্যে সর্বদা পানি পরিবহণ করে থাকে। পাইপ লাইন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেল।

(১৪) **শীতাতপ নিয়ন্ত্রণঃ** সবচাইতে আশ্চর্যজনক ও গুরুত্বপূর্ণ যে স্থাপনা, সেটি হ'ল হারামের 'শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রজেক্ট'। যেটি হারাম থেকে পশ্চিমে ৭ কিলোমিটার দূরে ওহোদ হাসপাতালের সাথে সংলগ্ন। যা মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং যার আয়তন ৭০,০০০ বর্গমিটার। ১৯৯২ সালে এটি চালু হয়েছে। এখান থেকেই পুরা হারামের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে সর্বদা পানি ঠাণ্ডা ও গরম করা হয়ে থাকে। এত দূরে আনার

কারণ হ'ল, এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নির্দোষ। বৃহদাকারের সর্বাধুনিক ৬টি এয়ারকণ্ডিশন মেশিন রয়েছে। প্রতিটি মেশিনের পানি ঠাণ্ডাকরণ ক্ষমতা ৩,৪০০ টন। তন্মধ্যে মাত্র ১টি মেশিন চালু আছে। বাকীগুলি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যাতে প্রথমটি খারাব হ'লে পরেরটি সাথে সাথে চালু করা যায়। কিন্তু সুখের কথা এই যে, ১৯৯২ সালে চালু হবার পর থেকে এযাবত ১ নং মেশিনটিই কাজ করছে। যা কখনো বিকল হয়নি বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণেও কখনো এক সেকেণ্ডের জন্য ব্যত্যয় ঘটেনি। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

উক্ত মেশিনে এমন সিস্টেম করা আছে যে, গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের মৌসুম এবং সকাল-দুপুর-রাত্রি সময় বিবেচনা করে হারামের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যাতে মুছল্লীদের অধিক ঠাণ্ডায় সর্দি-কাশিতে কষ্ট না পেতে হয়। মেশিনটি ২৪ ঘন্টা একটানা চালু থাকে এবং ১০,০০০ ঘনফুট পানি সর্বদা ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

এতদ্ব্যতীত মসজিদে নববীর নীচে ৭৩,৫০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে ১৪৩টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ মেশিন রয়েছে। যা সর্বদা মসজিদের ভিতরকার আবহাওয়া ঠিক রাখার কাজে তৎপর রয়েছে। উক্ত পানি পাইপ লাইনে সরবরাহের জন্য ৬টি শক্তিশালী মোটর রয়েছে। যার প্রতিটি ৪৫০ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন। ৭ কিঃ মিঃ দীর্ঘ টানেলটির উচ্চতা ৪ মিটার ও প্রশস্ততা ৬ মিটার। বিশাল এই প্রজেক্টটি প্রস্তুত করতে সময় লেগেছে কয়েক বছর। হাজীদের সেবায় বাদশাহ ফাহদের এটি একটি অনন্য অবদান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ॥*

সরকারীভাবে পরিদর্শন শেষে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্নেহাস্পদ আবদুল হাইকে সাথে নিয়ে হারামে এদিন ২১শে মার্চ মঙ্গলবার আছরের ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর তাকে সাথে নিয়ে 'বাক্বী' গোরস্থান যেয়ারত করলাম। এখানে অসংখ্য ছাহাবী-তাবেঈ, মুজতাহিদ ইমাম ও বিদ্বানগণের কবর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এখানে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে যেয়ারত করতেন ও চোখের পানি ফেলতেন।

(১৫) 'বাক্বী' গোরস্থান (بقيع الغرقد)ঃ হারামের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্রায় এক মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে পাকা প্রাচীরে ঘেরা। যা মদীনার কেন্দ্রীয় কবরস্থান হিসাবে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'গারক্বাদ' নামক স্থানটি জনৈক ইহুদীর খেজুর বাগান ছিল ও নিম্নভূমি ছিল। নিম্নভূমিকে বাক্বী (بقيع) বলা হয়। ফাতেমা (রাঃ)-এর কবর সেখানে থাকায় শী'আরা এই গোরস্থানের নাম দিয়েছে 'জান্নাতুল বাক্বী'। হাদীছে এই নামের কোন সমর্থন নেই। এই নাম বলা মোটেই জায়েয নয়। ফাতেমা (রাঃ)-এর কবর চিহ্নিত নেই। তবে ওছমান (রাঃ)-এর কবর মদীনার স্থানীয় বিদ্বানগণ তাঁদের জোরালে ধারণা মতে চিহ্নিত করেছেন। যা আবদুল হাই আমাকে দেখাল ও সাথে করে বেশ ভিতরে নিয়ে গিয়ে যেয়ারত করাল।

বর্তমানে এখানে বেশ কিছু বিদ'আত চালু হয়েছে। যেমন ফাতিমা (রাঃ)-এর কবর মনে করে একদল লোক সেখানে গিয়ে কান্নাকাটি করছে। ধূলা নিচ্ছে। ফাতিমা (রাঃ)-এর কবুতর মনে করে হাযার হাযার কবুতরকে গম বিলানো হচ্ছে। যদিও সর্বদা এর বিরুদ্ধে প্রচার চলছে। কিন্তু কথায় বলে 'ভক্তি যেখানে অন্ধ, যুক্তি সেখানে অচল'।

(১৬) বি'রে বিযা-'আহ' (بئر بضاعة) বা 'বিযা-'আহ কূয়াটি বর্তমানে হারামের উত্তর-পশ্চিম কোণে আঙিনার নীচে ঢাকা পড়েছে। উপরে কোন নিদর্শন রাখা হয়নি। 'সাক্বীফায়ে বনী সা'এদাহ' যেখানে আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বায়'আত হয়েছিল, ঐ স্থানটি একই দিকে আঙিনার বাইরে প্রাচীরে ঘেরা আছে। যা SAPTCO বাস স্টপেজের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

(১৭) প্রসিদ্ধ 'বি'রে রূমাহ' (بئر رومة) বা রূমা কূয়া, যা হিজরতের পরে পানির কষ্ট দূর করার জন্য হযরত ওছমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথামত খরিদ করে দান করে দিয়েছিলেন। উক্ত কূয়াটি এখন 'বিরকা' নামে পরিচিত। এটি হারাম থেকে অল্প দূরে মসজিদে ক্বিবলাতায়েন-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে 'হাই আল-আযহারিয়া'র মধ্যে অবস্থিত। বর্তমানে এটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সেখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

* *সরকারী গাইডগণের মৌখিক বক্তব্য এবং মসজিদে নববী সম্প্রসারণ প্রকল্পের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'মাজমূ'আ বিন লাদেন আস-সাউদীয়াহ' কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যাবলীর আলোকে লিখিত।*

বের হয়েছে বের হয়েছে

পাঠক নন্দিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বর্ধিত ২য় সংস্করণ (পূর্বের ৮০ পৃষ্ঠার স্থলে ১৪৪ পৃষ্ঠা) হোয়াইট প্রিন্ট বের হয়েছে। বিপুল তথ্য সমৃদ্ধ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক এই অনন্য গ্রন্থ আমাদের প্রকাশনায় একটি অমূল্য সংযোজন। প্রতি কপি হাদিয়া ৩০/০০। নিজে খরিদ করুন। অন্যকে হাদিয়া দিন। মৃত পিতা-মাতার নামে খরিদ করে বিলি করুন। এভাবে ছহীহ দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব কিছুটা হ'লেও পালন করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

প্রাপ্তিস্থানঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী। মারকাযী দারুল ইমারত, নওদাপাড়া, রাজশাহী। হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, নারুলী, বগুড়া।

সাক্ষাৎকার

(খ) শায়খ রশীদ আহমাদ (উনায়যা, সঊদী আরব)

[সুদূর সঊদী আরবের উনায়যা ইসলামিক সেন্টারের মুদার্রিস বাংলাদেশের সিলেট যেলার অধিবাসী শায়খ রশীদ আহমাদ গত ২২ থেকে ২৫শে জুন ২০০০ চার দিনের এক সংক্ষিপ্ত সফরে 'দারুল ইমারত' নওদাপাড়ায় আসেন। তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর বড় ভাই হাফেয হুসাইন আহমাদ, যিনি মাদরাসা আলী ইবনে আবী ত্বালেব, রিয়ায, সঊদী আরব-এর তাহফীযুল কুরআন-এর শিক্ষক আবুল হাসানাত (চাটখিল, নোয়াখালী) ও ছালেহ আহমাদ (সিলেট)। সফরের শেষদিন অল্প সময়ের জন্য তিনি আত-তাহরীক-এর মুখোমুখি হন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারটি পত্রস্থ করা হ'ল। -সম্পাদক]

আত-তাহরীকঃ এই প্রথম আপনার দারুল ইমারত নওদাপাড়ায় আগমন। 'দারুল ইমারত' পরিদর্শনে আপনার অনুভূতি কি?

রশীদ আহমাদঃ আল-হামদুলিল্লাহ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবাণীতে এই প্রথমবারের মত আমার রাজশাহীতে আসা তথা দারুল ইমারত দেখার সুযোগ হয়েছে। দারুল ইমারত পরিদর্শনে আমার অনুভূতি অত্যন্ত তৃপ্তিমূলক। দীর্ঘদিনের একটি শূন্যতা যেন পূর্ণ হ'ল। আমি মনে করি বাংলাদেশের মাটিতে এরূপ ইমারতের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে দা'ওয়াতী কার্য চালিয়ে যাওয়া যরূরী। সুদূর সঊদী আরব থেকে আমার যা ধারণা ছিল বাস্তবে এর অনেকগুণ বেশী পেয়েছি। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাক্ষাতে ও আন্দোলনের কর্ম তৎপরতা দেখে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে, বাংলাদেশে ইনশাআল্লাহ একদিন কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আত-তাহরীকঃ আমরা জানি আপনি ইতিপূর্বে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আপনি কখন, কিভাবে আহলেহাদীছ হন? আহলেহাদীছ হওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে কে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন?

রশীদ আহমাদঃ আমি হানাফী ছিলাম। আমি ভারতের দেওবন্দের এক মাদরাসা থেকে ফারেগ হই। অতঃপর ১৪০৯ হিজরীর শেষের দিকে সঊদী আরব গমন করি। সেখানে গিয়ে আলেম-ওলামা ও পরিবেশের সাথে মিশে আমার মধ্যে একটা নতুন চেতনা কাজ করতে থাকে। ছালাত সহ অন্যান্য আমলে তাদের সাথে আমাদের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। তখন থেকে মূলতঃ আমি হক-এর সন্ধানে সচেষ্ট হই। বিশেষ করে ফাযীলাতুশ শায়খ উসতায মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন-এর দরসে অংশগ্রহণ করে আমার অন্তর্চক্ষু উন্মোচিত হয়। হক ও বাতিল আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দীর্ঘ কয়েক মাস পর আল্লাহ পাক আমাকে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার তাওফীক দান করেছেন। তখন থেকেই প্রকাশ্যে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল শুরু করি।

আত-তাহরীকঃ আহলেহাদীছ হওয়ার পর কোন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন কি?

রশীদ আহমাদঃ একথা সত্য যে, হক-এর পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কন্টকাকীর্ণ। সংগত কারণেই প্রতিকূলতা আসবে। আমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। গোমরাহ, মুরতাদ ইত্যাদি বলে ফৎওয়া দেওয়া হয় এবং নাম উল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে আমার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। তবে পারিবারিক ভাবে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। তবে সবসময় যেন একটা মানসিক চাপের মধ্যে দিন কাটে।

আত-তাহরীকঃ আপনি **'আত-তাহরীক'** পত্রিকার একজন নিয়মিত গ্রাহক। আপনার নিকট জানতে চাই আপনি প্রথম কিভাবে **'আত-তাহরীক'** পান? পত্রিকাটি আপনার কেমন লাগছে?

রশীদ আহমাদঃ প্রায় দু'বৎসর পূর্বে ছুটি শেষে সঊদী আরব ফেরার পথে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা অফিস থেকে **'আত-তাহরীক'** সম্পর্কে জানতে পারি এবং দু'কপি পত্রিকা সংগ্রহ করি। সেই সাথে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের থিসিস, অন্যান্য সাংগঠনিক বই ও ক্যাসেট সংগ্রহ করি। **'আত-তাহরীক'** সহ অন্যান্য সাংগঠনিক বইগুলো পাঠ করে মনে হ'ল বাংলাদেশের মাটিতে কিছু সংখ্যক লোক সঠিক দ্বীন কায়েমের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে **'আত-তাহরীক'** পত্রিকাটি পড়ে আমার যারপর নেই ভালো লেগেছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক লিখিত রেফারেন্স সমৃদ্ধ এমন একটি পত্রিকার সাথে আমার প্রথম দেখা। উনায়যার সাথীদেরকেও আমি তাহরীক দু'টো পড়তে দেই। বিশেষ করে কোলকাতা ও বাঙ্গালী সাথীদেরকে। সবাই তাহরীক পড়ে আবেগাপ্লুত হয়। সেই থেকেই মূলতঃ তাহরীকের সাথে আমাদের হৃদ্যতা। পূর্বের তুলনায় উনায়যায় **'আত-তাহরীক'**-এর গ্রাহক সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আহলেহাদীছ নন এমন ভাইগণও এখন **'আত-তাহরীক'** পড়ছেন, *ফালিল্লাহিল হামদ*। আমরা আশা করব উনায়যাতে যে সকল বাঙ্গালী ভাই তাহরীক পড়বেন, তারা হক বুঝেই হক-এর পথে আসতে সম্মত হবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন!

আত-তাহরীকঃ আমরা জানি আপনি উনায়যা ইসলামিক সেন্টারের শিক্ষক। তাহরীকের পাঠকদের উদ্দেশ্যে উনায়যা ইসলামিক সেন্টারের কর্মসূচী বলবেন কি?

রশীদ আহমাদঃ উনায়যা ইসলামিক সেন্টার মূলতঃ একটি বেসরকারী সংস্থা। এর আর্থিক যোগান দিয়ে থাকেন স্থানীয় জনগণ। এ সেন্টারের উদ্দেশ্য ইসলামের প্রচার ও প্রসার। এর বিভিন্ন কর্মসূচী আছে। যেমন- দৈনিক কুরআন শিক্ষা (অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ), সপ্তাহে তিনদিন সেন্টারে বিশেষ আলোচনা সভা, তাবলীগী সফর, দু'তিন মাস অন্তর সম্মেলন ইত্যাদি। সম্মেলনে সঊদী আরবের বিখ্যাত শায়েখদেরকে দা'ওয়াত করা হয়। তাদের বক্তব্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সুধীদেরকে শুনানো হয়।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি আমরা উনায়যা ইসলামিক সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শাখা খুলেছি এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিয়মিত সংগঠনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।

আত-তাহরীকঃ তাহরীকের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি?

রশীদ আহমাদঃ আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু এটুকুই বলব যে, গভীর মনোযোগের সাথে **'আত-তাহরীক'** পড়বেন এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। সেই সাথে অপরকে তাহরীক পড়তে উদ্বুদ্ধ করবেন। কারন প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে অন্যের নিকট হক পৌঁছে দেওয়া। কেননা আল্লাহ বলেন,

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

'তোমরা পরস্পরকে নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা কর' *(মায়েদাহ ২)*।

হাদীছের গল্প

সত্যের সাক্ষ্য

*-কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী**

সপ্তম হিজরী, ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ। মক্কার কাফের কোরাইশদের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বাক্ষরিত হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধি। যে ইসলামের নাম শুনলে জ্বলে উঠত কোরাইশদের গা, আজ সেই কোরাইশগণ স্পষ্টতঃ স্বীকৃতি দিল ইসলামকে একটি শক্তিশালী ধর্ম হিসাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নদীর মোহনায় এসে তাঁর সাধনার স্রোতোধারায় শুনতে পেলেন মহাসাগরের কল্লোল। তাই তিনি মনস্থ করলেন বিশ্বের শক্তিশালী রাজা-বাদশাদের নিকট ইসলামের সুমহান সওগাত পাঠাতে।

তৎকালে বিশ্বের বুকে রোম ও পারস্য ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাধর শক্তিশালী সাম্রাজ্য। রোমান সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট হিরাক্লিয়াস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রখ্যাত ছাহাবী দেহিয়া ক্বালবী (রাঃ)-কে ইসলামের দাওয়াতপত্র সহ তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস ঐ সময় জেরুজালেমে অবস্থান করছিলেন। এদিকে কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান (তখনও তিনি মুসলমান হননি) ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়াতে অবস্থান করছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তাঁকে আবু সুফিয়ান ইবনে হার্‌ব সংবাদ দিয়েছেন যে, একদা রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁকে একদল কোরাইশ সহ ডেকে পাঠালেন। তখন তাঁরা ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সুফিয়ান ও কোরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর আমাত্যবর্গ পরিবৃত ঈলিয়া বা জেরুজালেমে অবস্থানকালে তাঁরা সম্রাটের দরবারে আগমন করলেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁদেরকে স্বীয় মজলিসে ডেকে নিলেন। তখন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ছিলেন রোমক প্রধানগণ। তিনি কোরাইশগণকে এবং তাঁর দোভাষীকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, যে লোকটি তোমাদের মধ্যে নবী বলে দাবী করছেন বংশগতভাবে তোমাদের মধ্যে তাঁর অধিক নিকটবর্তী? আবু সুফিয়ান বলেন, তখন আমি বললাম, বংশগতভাবে আমিই তাঁর অধিক নিকটতম ব্যক্তি। সম্রাট হিরাক্লিয়াস নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে আমার নিকট ডেকে আন এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণকেও ডেকে এনে তাঁর পিছনে উপস্থিত কর। অতঃপর সম্রাট তাঁর দোভাষীকে বললেন, তুমি তাঁদেরকে বল, আমি এই লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। যদি সে আমার সাথে কোন মিথ্যা কথা বলে তবে তারা যেন তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! লোকেরা আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে বলে যদি আমার লজ্জার কারণ না হ'ত তাহ'লে তখন আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে মিথ্যাশ্রিত কথা বলতাম।

সম্রাটঃ যিনি নবী বলে দাবী করছেন তাঁর বংশ কেমন?

আবুসুফিয়ানঃ তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশজাত।

সম্রাটঃ তাঁর পূর্বে তোমাদের মধ্য হ'তে কোন ব্যক্তি কখনও এমন কথা বলেছে কি?

আবুসুফিয়ানঃ না।

সম্রাটঃ তাঁর পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলেন কি?

আবুসুফিয়ানঃ না।

সম্রাটঃ প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল লোকেরা?

আবুসুফিয়ানঃ দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর লোকগুলো!

সম্রাটঃ তাঁর শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধিহচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে?

আবুসুফিয়ানঃ তাঁর শিষ্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্রাটঃ তাদের মধ্যে কেউ কি সেই দ্বীনে প্রবেশ করার পর তাঁর দ্বীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা ত্যাগ করে থাকে?

আবুসুফিয়ানঃ না।

সম্রাটঃ তোমরা কি তাঁর একথা বলার পূর্বে তাঁকে কোনরূপ মিথ্যা অপবাদ প্রদান করতে?

আবুসুফিয়ানঃ না।

সম্রাটঃ তিনি কখনও কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন কি?

আবুসুফিয়ানঃ না! তবে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁর সাথে এক সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি, জানি না এ সময়ের মধ্যে তিনি কি করবেন। আবুসুফিয়ান (পরবর্তীতে) বলেন, এই কথাটি ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি।

সম্রাটঃ তোমরা কি তাঁর সাথে কোন যুদ্ধ করেছ?

আবুসুফিয়ানঃ হ্যাঁ।

সম্রাটঃ যুদ্ধের ফলাফল কি?

আবুসুফিয়ানঃ তাঁর ও আমাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলাফল হ'ল- বালতিতে পালাক্রমে পানি তুলার ন্যায়। অর্থাৎ কোনটায় তিনি জয় লাভ করেন এবং কোনটায় আমরা।

সম্রাটঃ তিনি তোমাদেরকে কি নির্দেশ দিয়ে থাকেন?

আবুসুফিয়ানঃ তিনি বলেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না। আর তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যা বলে বেড়াতেন তা পরিত্যাগ কর। ছালাত প্রতিষ্ঠা কর, সর্বদা সত্য কথা বল, অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাক এবং আল্লাহ নির্দেশিত সামাজিক/আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস দোভাষীকে বললেন, তুমি তাকে বল, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি তাঁর বংশ সম্পর্কে তুমি উত্তরে বলেছ,

* *কামিল প্রথম বর্ষ, আরামনগর কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।*

তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশজাত। প্রকৃত পক্ষে নবী-রাসূলগণ তাঁদের কওমের সম্ভ্রান্ত পরিবারেই প্রেরিত হয়ে থাকেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একথা (নবী হওয়ার কথা) বলেছেন? তুমি উত্তরে বলেছ, না। আমি বলতে চাই-যদি তাঁর পূর্বে কেউ একথা বলত তবে আমি অবশ্যই বলতে পারতাম, তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি? তুমি উত্তরে বলেছ, না। আমি বলতে চাই যদি তাঁর পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কোন বাদশাহ থাকতেন তবে আমি বলতাম, তিনি এমন ব্যক্তি যিনি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা তাঁর এ কথা বলার পূর্বে তাঁর প্রতি কোন মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলে কি? তুমি উত্তরে বলেছ, না। কাজেই আমি বুঝতেছি তিনি এমন ব্যক্তি নন। যিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবেন আর আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করবেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছে, না নিরীহ-দুর্বল লোকগুলো? তুমি উত্তরে বলেছ, দুর্বল-নিরীহ লোকগুলো তাঁর অনুসরণ করছে। আসলে দুর্বল-নিরীহ লোকেরাই নবী-রাসূলগণের অনুসারী হ'য়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে? তুমি উত্তরে বলেছ, বৃদ্ধি হচ্ছে। ঈমানের ব্যাপারটি পূর্ণতা লাভের সময় পর্যন্ত এরূপই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার সে দ্বীন পরিত্যাগ করেছে কি? তুমি উত্তরে বলেছ, না। আসলে ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে এরূপই হ'য়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন কি? উত্তরে তুমি বলেছ, না। নবী-রাসূলগণ এরূপই হ'য়ে থাকেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তোমাদেরকে কি নির্দেশ প্রদান করেন? তুমি উত্তরে বলেছ, তিনি তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি তোমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেন এবং তিনি তোমাদেরকে ছালাত প্রতিষ্ঠা করার, সত্য কথা বলার ও নিষিদ্ধ কার্যাদি হ'তে পবিত্র থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয় তবে তিনি অত্যল্পকালের মধ্যেই আমার এ পদদ্বয়ের নিম্নবর্তী স্থানের মালিক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন। আমি জানতাম তিনি বের হবেন। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্য হ'তে আবির্ভূত হবেন এরূপ ধারণা আমার ছিল না। আমি যদি যথাযথভাবে তাঁর নিকট পৌঁছতে পারব বলে জানতে পারতাম, তাহ'লে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করতাম। আর আমি যদি তাঁর নিকট অবস্থান করতে পারতাম, তাহ'লে অবশ্যই আমি তাঁর পদধৌত করে দিতাম।

অতঃপর সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পত্রখানা আনতে বললেন। যে পত্রখানা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবী দেহিয়া ক্বালবী (রাঃ)-কে বছরার শাসনকর্তার নিকট পাঠিয়েছিলেন। বছরার অধিপতি হারেস পত্রখানা সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে প্রদান করলে তিনি তা পাঠ করলেন। পত্রটি ছিল নিম্নরূপঃ

"بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم - سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم اليريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا بعا اربابامن دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون" -

'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তদীয় রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যারা সঠিক পথের অনুসারী তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকতে পারবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। যদি আপনি এ আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হন তাহ'লে আপনার সাম্রাজ্যের সকল প্রজাদের সমঅপরাধ আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! তোমরা একটি কথার দিকে চলে আস যে কথাটি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন, আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করি, তাঁর সাথে অন্য কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে লয় তবে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা এ কথার উপর সাক্ষী হ'য়ে থাক যে, আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণকারী মুসলিম'।

আবুসুফিয়ান বলেন, যখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর বক্তব্য বলে পত্রখানা পাঠ করে সমাপ্ত করলেন তখন তাঁর সম্মুখে শোরগোল ও শব্দ ধ্বনি চরম আকার ধারণ করল এবং আমাদেরকে বের করে দেয়া হ'ল। তখন আমি আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে বললাম, আবু কাবশা তনয়ের (মুহাম্মাদের) ব্যাপারটিত খুব গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠল। তাঁকে তো বনুল আসফারের (রোমের) বাদশাও ভয় করছে। তখন হ'তে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি অত্যল্পকালের মধ্যেই বিজয়ীরূপে প্রসার লাভ করবেন। অবশেষে মহান আল্লাহ আমার উপর ইসলামের প্রভাব বিস্তার করলেন *(ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৪)*।

যবনিকাঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ বুঝার বুঝ শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু জৈবিক তাড়নায়, সম্পদ ও ক্ষমতার মোহে মোহাবিষ্ট হয়ে সত্যকে পদদলিত করে মিথ্যার ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করে। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার জাজ্বল্য প্রমাণ। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী জেনেও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি।

চিকিৎসা জগৎ

ত্বকের রোগঃ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

-ডাঃ মহসিন আলী দেওয়ান*

মানব দেহের বহিরাবরণই হচ্ছে ত্বক (Skin)। ত্বক সুন্দর রাখার জন্য অবশ্যই এর পরিচর্যা নেওয়া দরকার। আলোচ্য নিবন্ধে ত্বকের বিভিন্ন রোগ ও এর প্রতিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।

ত্বকের গঠনঃ দেহের ত্বককে উপর হ'তে নীচের দিকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন- ১- এপিডার্মিস, ২- ডার্মিস এবং ৩- হাইপোডার্মিস।

১- এপিডার্মিসঃ এটি ত্বকের বাইরের স্তর। এ স্তর রক্তনালী বিহীন এবং স্নায়ুপ্রান্ত যুক্ত।

২- ডার্মিসঃ এটি এপিডার্মিসের নীচের যোজক কলা দিয়ে তৈরি স্তর। এই স্তরে রক্তনালী, লসিকানালী ও স্নায়ু থাকে। ডার্মিস মেসনারে স্পর্শ সংবেদী স্নায়ু প্রান্তিক লোম ফলিকল, স্বেদগ্রন্থি প্রভৃতি অবস্থিত।

৩- হাইপোডার্মিসঃ এটা ডার্মিসের নীচে যোজক কলা দ্বারা গঠিত। এরা ত্বকের নীচে অবস্থিত পেশী ও অস্থির সাথে আটকে রাখে।

ত্বকের কাজঃ সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারনের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে ত্বক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। যেমন- ত্বক দেহকে বাইরের আঘাত হ'তে, রোগ জীবাণুর আক্রমণ হ'তে রক্ষা করে। দেহের তাপ অনুভূতি, স্নায়ুর সাহায্যে স্পর্শ, তাপ, যন্ত্রণা প্রভৃতি সংবেদন অনুভব করে। সূর্যের অতি বেগুণী রশ্মীর উপস্থিতিতে ভিটামিন ডি উৎপন্ন করে। দেহের ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়। এছাড়াও ত্বক বিভিন্ন মুখী কাজ করে থাকে।

ত্বকের বিভিন্ন অসুখ ও তার ঔষধঃ যেহেতু ত্বক শরীরের সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সেকারণে এর অসুখের সংখ্যাও বেশী। আবার অন্যান্য অনেক তন্ত্রের অসুখের প্রতিফলনও এই ত্বকে ঘটে থাকে। যেমনঃ জন্ডিস মূলতঃ যকৃতের অসুখ। অথচ এর কারণে ত্বক হলুদ হয়ে যায়। ত্বকের কয়েকটা প্রধান রোগ ও তার ঔষধ-

১. খোস পাঁচড়া ২. বিভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারা সংক্রামণ ৩. ত্বক পুড়ে যাওয়া এবং আঘাত জনিত অন্যান্য অসুখ ৪. বিভিন্ন ফাংগাস বা ছত্রাক জনিত অসুখ ৫. ত্বকের ক্যান্সার

১. খোস পাঁচড়াঃ খোস পাঁচড়া বহুল পরিচিত একটি চর্ম রোগ। যদি কোন ব্যক্তির ত্বকে খোস পাঁচড়া হয় তবে

-1% Gamabenzene hexacloride lotion

-25% Benzyl Benzoate lotion

-Monosulfirum

এ ঔষধ গোসল করার পর গলার নীচ থেকে শরীরের সব জায়গায় পর পর তিনদিন লাগাতে হবে। তারপর আবার গোসল করে পরিষ্কার গরম পানিতে ধোয়া কাপড় পরতে হবে। যেহেতু এটা সংক্রামক রোগ তাই পরিবারের সবাইকে একসাথে চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়।

২. বিভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারা সংক্রামণঃ রোগ-জীবাণু ঘটিত ত্বকের রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে- Staphylococcus aureus, Streptococcus Pyogenes, Pseudomonas Pyogones (পুড়ে যাওয়া রোগীর ক্ষেত্রে) Tubercule Bacillus, Leprosy ইত্যাদি। এসব রোগের চিকিৎসায় সঠিক এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে। এগুলোর প্রতিরোধ করতে হ'লে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ত্বকের যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসায় বিশেষ ঔষধ ব্যবহার হয়। যক্ষায় ব্যবহৃত ঔষধ হচ্ছে- Rifampicin Isoniazide, Ethambutol, Pyrazinamide, Streptomycin ইত্যাদি। কুষ্ঠ রোগে ব্যবহার করা হয় Rifampicin, Clofazimine, Dapsone ইত্যাদি।

৩. ত্বক পুড়ে গেলে শরীর থেকে প্রচুর পানি এবং প্রোটিন বের হয়ে যায়। তাই রোগীর শরীরের পানির অবস্থা বুঝে সেলাইন দেওয়া যায়। যাতে রোগ-জীবাণু সংক্রামণ না হয় তার জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয় এবং পুষ্টির দিকেও নযর দেওয়া হয়।

৪. ছত্রাক দ্বারা ত্বকের দাদ রোগ হয়। দাদ রোগে ব্যবহার করা হয়-Miconazole, Clotrimazole ও অন্যান্য ছত্রাক বিরোধী ঔষধ। ছত্রাকের সংক্রামণ যদি ত্বকের গভীরে কিংবা নখে হয় তখন Grisofulvin ট্যাবলেট খেতে হয়।

সুতরাং দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তন্ত্র 'ত্বক' যাতে সর্বদা সুস্থ ও সুন্দর থাকে সেদিকে আমাদের সকলের সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

* এ্যালোপেথিক চিকিৎসক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মেসার্স নর্থ বেঙ্গল গ্যাষ্টার এণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ

মেসার্স নর্থ বেঙ্গল গ্যাষ্টার এণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ এর উৎপাদিত পণ্যঃ- (১) জৈব সার কম্পোষ্ট, (২) সাদা দস্তা সার, (৩) মৃত্তিকা প্রাণ সবুজ সার, (৪) বোরাক সালফেট, (৫) পাতা কম্পোজ এবং (৬) স্পেশাল বোরণ সার। এই সমস্ত কৃষি উপকরণ কৃষক ব্যবহার করে কম খরচে তুলনামূলক ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে। আপনার নিকটবর্তী ডিলারের নিকট আজই যোগাযোগ করুন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ নজরুল ইসলাম
(বিসিক ভবনের সামনে) সপুরা, রাজশাহী।

ভাইরাস বা সর্দিজ্বরঃ কারণ ও প্রতিকার

*-ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন**

ভাইরাস বা সর্দিজ্বর আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এই জ্বর সাধারণতঃ দু'ঋতুর মাঝখানে অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তনের সময় হয়ে থাকে। যেমন, গ্রীষ্মের শেষ ও বর্ষার আগমন, হেমন্তের শেষ ও শীতের শুরু।

কারণঃ বৃষ্টির পানিতে ভিজে ঘর্মাক্ত শরীরে ঠাণ্ডা বায়ু লাগানো, অতিরিক্ত গরমে থাকা বা অত্যন্ত ঠাণ্ডায় অবস্থান করা, খালি গায়ে ইলেকট্রিক ফ্যানের বাতাসে ঘুমানো, নাকের ভিতর চুন ও ধুলাবালি প্রভৃতি উগ্র পদার্থের কণা প্রবেশ ইত্যাদি কারণে ভাইরাস জ্বর বা সর্দিজ্বর হ'য়ে থাকে। এটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং সংক্রামক ব্যাধি।[১] অধিক ঠাণ্ডা লাগানো, ঘামে ভিজা গেঞ্জি বা জামা-কাপড় অনেক্ষণ পরে থাকা, বাতাসে ঘাম শুকানো ইত্যাদি কারণেও এই ভাইরাস জ্বর হয়ে থাকে।[২]

লক্ষণঃ প্রথমে মস্তকে ও নাসিকায় ব্যথা, কামড়ানি, ঘন ঘন হাঁচি, নাক দিয়ে পাতলা পানি ঝরা, সারা শরীর ব্যথা, উচ্চকম্প দিয়ে জ্বর ইত্যাদি। এমনকি জ্বর ১০৩° কিংবা ১০৪° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠতে পারে। এগুলিই সাধারণতঃ ভাইরাস জ্বরের প্রধান লক্ষণ।[৩]

ভাইরাস জ্বর অত্যন্ত সংক্রামক। বাড়ীর একজনের হ'লে ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে অন্যান্যদেরকেও আক্রমণ করে। কেননা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচির পর বায়ুর সাথে এর জীবাণু শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে নাকের ভিতর দিয়ে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। এজন্য একে একটি বায়ুবাহিত রোগও (Airborne disease) বলা হয়।

চিকিৎসাঃ

বর্ষাকালে পানিতে ভিজা বা সেঁতসেঁতে ভিজা স্থানে বসবাস ইত্যাদি কারণে এই জ্বর হ'লে **রাসটক্স ৩০-২০০** শক্তি ব্যবহার করলে উপশম হবে ইনশাআল্লাহ। তারপর **ডালক্যামেরা ৩০-২০০** শক্তি প্রয়োগে উপকার দর্শে। অত্যধিক উচ্চ জ্বরের সাথে হাঁচি ও নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরা থাকলে প্রথমে **এ্যাকোন-ন্যাপ ৩X** এবং পরে **এলিউম সিপা ৬-৩০ শক্তি ও ন্যাট্রম কার্বব ৩০০ শক্তি** প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ধরা বা পেট গরম, নাক চেপে ধরা, নাক দিয়ে কিছুই নির্গত না হ'লে, চোখে পানি ঝরলে ও কণ্ঠনালী শুষ্ক থাকলে **নাক্সভুমও** সেব্য।

তরুণ সর্দি, নাক দিয়ে কাঁচা পানি নির্গত হ'লে তৎসঙ্গে হাঁচি, গলায় ও মাথায় ব্যথা, টাটানি, শ্রাব গরম, শীতশীত ভাব, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, একটু ঠাণ্ডাতেই অসুস্থ হয়ে পড়লে **জেনসিসিয়াম ১X-২০০** ব্যবহারে ব্যারামের উপশম হয়।[৪]

সাবধানতা ও পথ্যাদিঃ

ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি দেবার সময় নাকে রুমাল বা কাপড় দিয়ে হাঁচি দিবে। তাহ'লে এর জীবাণু আর সংক্রামিত হ'তে পারবেনা। ঘামে ভিজা কাপড়-চোপড় বিশেষ করে গেঞ্জি গায়ে রাখবে না। বৃষ্টির পানিতে ভিজবে না। ঘাম বাতাসে শুকাবে না। বৃষ্টির দিনে ইলেকট্রিক পাখার নীচে খালি গায়ে ঘুমাবে না। গরমের দিনে অত্যধিক পরিশ্রম করার পর গায়ের গরম এবং ঘাম ভালভাবে না শুকায়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করবেনা।

উচ্চ জ্বরে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা মাথা ধুতে হবে এবং ইষদুষ্ণ পানিতে ন্যাকড়া ভিজায়ে সর্বশরীর মুছ বা স্পঞ্জ করতে হবে। সর্দির প্রথম অবস্থায় গা শীত শীত বোধ করলে রুবিনীর স্পিরিট ক্যাফর অল্প চিনি সহ প্রতি ঘন্টায় এক এক ফোঁটা সেব্য।[৫]

ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হ'লে কাগজী লেবুর রস মিছরীর শরবত সহ পান করলেও উপকার হয়। ভিটামিন সি জাতীয় ফল (টক) যেমন- কমলালেবু, আমড়া, কামরাঙ্গা, করমজা ইত্যাদি খেলেও উপকার দর্শে। চাউল ও রসুন ভাজা খাঁটি সরিষার তৈল দ্বারা মেখে খেলে, ইষদুষ্ণ পানি বেশী পরিমাণে পান করলে এবং রাতে পায়ে খাঁটি সরিষার তেল গরম করে মালিশ করলে বিশেষ হিতকর হয়।[৬]

---

* *হোমিও চিকিৎসক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. ডাঃ বটকৃষ্ণ পাল, হোমিও সরল গৃহচিকিৎসা, পৃঃ ১৬৩।
২. ডাঃ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা, পৃঃ ৬৫।
৩. ঐ, পৃঃ ৬৫ ও ১৬৩।
৪. ডাঃ এন,সি ঘোষ, কম্প্যারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা, পৃঃ ১১৯৭।
৫. ঐ, পৃঃ ৬৫।
৬. ঐ, পৃঃ ১৬৪।

মৃত্যু সংবাদ

গত ২রা জুলাই রবিবার দুপুর ১২-টায় রাজশাহীর শ্যামপুর নিবাসী আলহাজ্জ ইদরীস আলী (৮০) বার্ধ্যক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। শ্যামপুরের খ্যাতনামা আলেম মরহুম মাওলানা রাফ'আতুল্লাহ ছাহেবের ভাতিজা আলহাজ্জ ইদ্রীস আলী সরল-সহজ ও দ্বীনদার মানুষ ছিলেন। তার একমাত্র জীবিত ছোট ভাই খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ, সাবেক এম,পি ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা, সুপ্রীম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী আলহাজ্জ এডভোকেট আয়নুদ্দীন (৬৫) স্বীয় বড় ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র ঢাকা থেকে সপরিবারে চলে আসেন ও রাত সাড়ে ৯-টায় অনুষ্ঠিত জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর প্রস্তাবক্রমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উক্ত জানাযায় ইমামতি করেন। জানাযা আশপাশের এলাকা থেকে বহু গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ছয় শতাধিক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

স্বাস্থ্য টিপস

ব্যায়াম করুন সকালেঃ আপনি কি উচ্চচাপে ভুগছেন? যদি ভুগে থাকেন তবে আপনার ঘড়িতে সকালে এলার্ম দিয়ে রাখুন এবং ঘুম থেকে উঠে ব্যায়াম করুন। শরীরের স্বাভাবিক ছন্দের কারণেই সকালের ব্যায়াম উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কিডনিতে পাথরঃ ছেলেদেরই বেশীঃ গবেষকরা দেখেছেন কিডনিতে পাথর হবার শঙ্কা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের চারগুণ বেশী। যেসব পরিবারে কিডনিতে পাথর হবার দৃষ্টান্ত আছে, তাদের কিডনিতে পাথর হবার আশঙ্কা অন্যদের তুলনায় দুই থেকে আড়াইশ গুণ বেশী।

ফুসফুসের ক্যান্সার ও নারীঃ এক গবেষণায় দেখা গেছে, ছেলেদের তুলনায় মেয়ে ধূমপায়ীরা দীর্ঘস্থায়ী ও দ্রুত ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হ'তে পারেন। সম্প্রতি ৬০ বছর বয়সী ৪৫৯ ন মহিলা ও ৫৪১ জন পুরুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য উন্মোচিত হয়েছে।

বার্ধক্যেও ব্যায়াম করুনঃ ব্যায়াম শরীর চাঙ্গা করে তোলে এ কথা সবারই জানা। কিন্তু অনেকেই হাড় ভেঙে যাওয়ার ভয়ে বুড়ো বয়সে ব্যায়াম করতে চান না। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বুড়ো বয়সে মাঝারি ব্যায়াম হাড়ের ক্ষয় করে না। ব্যায়ামের পাশাপাশি নিয়মিত হাঁটা, বাজার করা এসব করতে হবে। তাতে বরং হাড়ের ক্ষয় রোধ হবে।

বেড়ে যাচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির শঙ্কাঃ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এক রিপোর্টে জানা গেছে, বিশ্বব্যাপী নতুন সংক্রামক ব্যাধির শঙ্কা বাড়ছে। গত ২৭ বছরে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০টির মত নতুন রোগ দেখা দিয়েছে যেমন- এইচআইভি, হেপাটাইটিস সি, ইবোলা ভাইরাস, নিপা ভাইরাস। এছাড়া টিবি, ম্যালেরিয়ার মত রোগও পুনরায় বিশ্বব্যাপী ফিরে আসছে আরো আগ্রাসীভাবে।

ধূমপায়ীগণ সাবধান!ঃ সিগারেটের দোষের শেষ নেই। ধূমপায়ীদের বধির হবার শঙ্কা অধূমপায়ীদের চেয়ে ৭০ ভাগ বেশী। উইসকনসিন ম্যাডিন বিশ্ববিদ্যালয় এ রিপোর্ট দিয়েছে।

হক সীড ষ্টোর

HAQUE SEED STORE

সব ধরনের দেশী ও বিদেশী শাক-সবজী বীজ, তরমুজ, পিয়াজ, আলু, গম, ধানের বীজ ও কীট-নাশক পাওয়া যায়।

পরিচালনায়ঃ মুহাম্মাদ ইয়াসিন আলী
নওদাপাড়া, (জনতা ব্যাংকের নীচে) পোঃ সপুরা
রাজশাহী।

কবিতা

কুরআন ও হাদীছ

জাহাঙ্গীর আলম রুদ্র
৩য় বর্ষ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

বিদায় হজ্জে মোর প্রিয়নবী বললেন সবে ডাকি
আমার পরে তোমাদের তরে রাখলাম দুই নীতি।
একটি হ'ল কুরআন মজীদ অপরটি সুন্নাত
শক্তভাবে ধরবে দু'টিরে হারাবে না হিম্মাত।
যতদিন তোমরা থাকবে অটল এই দুই নীতিতে
পথহারা কেউ হবে না কখনও আমার উম্মাতে॥

প্রিয়নবীর সে মহান বাণী ভুলে গেলাম হায়
যে কথা তিনি গেলেন বলে বিদায়ের খুৎবায়।
ঐ দু'টিরে ছেড়ে দিয়ে ধরলাম পথ সব
আজকে হাযারো কেঁদে তাই পাইনা রহমত॥

আসল ফেলে নকলে ভুলে করলাম জীবন পাত
পদে পদে তাই আজও সয়ে যাই লাঞ্ছনা-পদাঘাত।
আল্লাহ-রাসূল (ছাঃ) ছেড়ে দিয়ে ধরলাম পীর-দরবেশ
অমৃত সুধা হেলায় ফেলে গরলে মিটে কি তেষ?
রাজার রাজারে বন্ধু পেয়েও দাসের গোলামী করি
আমাদের ভয়ে কাঁপত যারা তাদের ভয়ে মরি॥

এক সে কুরআন এক সে রাসূল (ছাঃ) এক সে আল্লাহর পথ
ভুলে সে পথ গড়ে তুলেছি হাযারো নিজের মত।
কত সে ফের্কা মাযহাব আর তরীকার বড়াই করে
এক সে সীমার প্রাচীরটিরে চূর্ণ করেছি ভেঙ্গে।
দলে দলে সবে দল করেছি করি নাই ইসলাম
দিনে দিনে তত ভেড়া হয়েছি হয়নি মুসলমান॥

কত সে সম্পদ ধুলায় লুটাত পারেনি ঘেষতে কাছে
ছুটে চলি আজ পাগলের মত অর্থের পিছে পিছে।
মৃত্যুকে যারা করেনি পরওয়া ছিল না জীবন মায়া
আজকে তারা পালায় ভয়ে দেখে আপন ছায়া।
জীবন আর সম্পদের মোহ যাদের আত্মা খেয়েছে কুরে
কে বলে তারে মুসলিম? ওগো জানোয়ার বল তারে॥

বন্ধু গো! আর কত কথা বলি, হৃদয় দুঃখে ভরা
সব পথে মোরা অবিরাম চলি সঠিক পথটি ছাড়া।
সুন্নাত সে তো ভুলেই গিয়েছি ফরয দিয়েছি ছেড়ে
শিরক-বিদ'আত আঁকড়ে ধরেছি তাওহীদ গেছে চলে।
তলোয়ার ফেলে তুলেছি কাঁধে ভোটের ভিক্ষা ঝুলি
গণতন্ত্রের মন্ত্রে মেতে জিহাদ গিয়েছি ভুলি॥

বন্ধু গো! অনেক হয়েছে, সময় নেই যে বাকী
সব মত-পথ ছুড়ে ফেলে এসো কুরআন-হাদীছ মানি।
বাতিলের ধ্বজা দু'পায়ে মাড়িয়ে হকেরে উর্ধ্বে তুলি
জিহাদী জাযবা বুকে নিয়ে এসো আবারো গর্জে উঠি॥

***

আত-তাহরীক

-মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক
বিএ (অনার্স) এম,এ
আলিপুর, সাতক্ষীরা।

তাহরীক তুমি নির্ভীক
তুমি দুরন্ত-দুর্বার সৈনিক।
সত্যের অসি তুলে ধর দু'হাতে
অসত্যের কালো পাহাড় ভেঙ্গে দাও পদাঘাতে।
তুমি ভেঙ্গে দাও যালিমের কাল হাত
শিরক-বিদ'আতের আস্তানাগুলি করে দাও বরবাদ।
তুমি খুলে দাও গণতন্ত্রের মুখোশধারী স্বৈরাচারীর বেশ
অসত্য, অন্যায়, অন্ধকারকে মাড়িয়ে কর শেষ।
তুমি এসো তাওহীদের বাণী নিয়ে সুন্নাহ নিয়ে সাথে
সকল ষড়যন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে সরল সঠিক পথে
তাহরীক তুমি জান কি কত দুর্গম এই পথ?
রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে হয়েছে কত জিহাদ?
জীবনের কঠিন সাধনা, পেতে চাও যদি জান্নাত
হে আত-তাহরীক! তুমি বাড়িয়ে দাও দু'হাত
তোমার শত্রুরা ওঁৎ পেতে আছে ওত্ববা শায়বা কত
মাঝ পথে থেকে প্রতারণা করে ইবনে ওবাই শত।
দুঃখ পেওনা ক্লান্ত হয়োনা চল দৃঢ়চিত্তে নির্ভীক
তুমি দুরন্ত-দুর্বার সৈনিক, আত-তাহরীক॥

***

এই হাত

-ডাঃ মোস্তাফীযুর রহমান
ডি,এইচ, এম,এস
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

এই হাত সেই হাতে মিলতে পারেনা
যে হাতে ছোরা, চাকু, আগ্নেয়াস্ত্র,
যে হাতে হকিষ্টিক, লোহার রড,
যে হাতে চাইনিস কুড়াল, রক্ত।
এই হাত সেই হাতে মিলতে পারে না
যে হাত কবিতা লিখে রাসূলকে গালি দেয়,
যে হাত রচনা করে স্যাটানিক ভার্সেস
যে হাতে লিখা হয় 'আযানের ধ্বনি যেন বেশ্যার চীৎকার'।
এই হাত সেই হাতে মিলতে পারে না
যে হাতে গড়া হয় মাটির প্রতিমা,
যে হাতে তৈরী করে শিখা অনির্বাণ
যে হাতে জ্বালানো হয় মঙ্গলপ্রদীপ।
এই হাত সেই হাতে মিলতে পারে না
যে হাতে পশু জবাই করে পীরের নামে,
যে হাতে ওরশ করে মাযার শরীফে
যে হাতে ফুল ছড়ানো হয় নেতার কবরে।

মহিলা বিভাগ

ছবর-এর তাৎপর্য

-মুসাম্মাৎ আখতার বানু

সাধারণতঃ আমরা বিপদাপদ ও দুঃখ-মুছীবত দৃঢ়তার সাথে সহ্য করাকে 'ছবর' মনে করে থাকি। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের 'ছবর' শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। যেহেতু মুমিন সাফল্যের অন্যতম শর্ত হচ্ছে 'ছবর' অবলম্বন করা, সেজন্য এর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করা আমাদের সকলেরই উচিৎ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ১৫৩; আনফাল ৪৬)*। তিনি আরো বলেন, 'নিঃসন্দেহে ছবর কারীদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হয়' *(যুমার ১০)*। কুরআন মজীদের এরূপ অতীব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আশার বানী স্বাভাবিকভাবেই আমাদের হৃদয়-মনকে উদ্বেলিত করে তুলে।

আল্লাহপাক আরো বলেন, 'সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, যখন তারা কোন বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। এরা সে সব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হয় এবং এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৭)*।

ছবরের প্রকৃত অর্থঃ

আসলে 'ছবর' শব্দটি মানব জীবনের সার্বিক দিকের উপর এত বেশী ক্রিয়াশীল যে, কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ ছবর শব্দের অর্থ হচ্ছে- সংযমী, সহনশীল হওয়া এবং নফসের কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। ছবরের অপর একটি অর্থ হচ্ছে- কোন কাজে তাড়াহুড়া না করা এবং নিজের প্রচেষ্টার তাৎক্ষণিক ফল লাভের জন্যে অস্থির হয়ে না পরা। যেকোন পরিস্থিতিতে আবেগ, উত্তেজনা ও রাগ পরিহার করা। পাপ ও অন্যায় কাজের সর্বপ্রকার স্বাদ ও ফায়দাকে দৃঢ়তার সাথে উপেক্ষা করা এবং পার্থিব সুখ ও প্রাচুর্যের মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। সর্বোপরী ঈমান, আল্লাহভীতি, নেক আমল ও সততার উপর অটল থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। সত্য দ্বীনের মোকাবেলায় দুশমনদের ষরযন্ত্রমূলক যুলম-নির্যাতন ও নিষ্পেষণকে সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করে যাওয়া। আর এ কারণেই মুমিনের সমস্ত জীবনকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জীবন বলে অভিহিত করা হয়।

আবার কখনও সমাজের ব্যাপক অবক্ষয়, চারিত্রিক অধঃপতন এবং অবৈধ ভোগ বিলাসের সয়লাব দেখে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত মনে হয়। এ সমস্ত অবস্থায় সত্য দ্বীনের উপর দৃঢ়তার সাথে অটল, অবিচল ও মজবুত থাকতে পারাই মূলত 'ছবর'।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি আপনার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফেরের আনুগত্য করবেন না' (দাহর ২৪)।

এমনি আরও অনেক আয়াত থেকে জানা যায় যে, দ্বীনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সর্বাবস্থায় 'ছবর' অবলম্বন করা এবং ছবরের উপর মজবুত থাকার উপদেশ ও সান্ত্বনা দান করেছেন। আর এ জন্যে আল্লাহপাক ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ১৫৩)*।

ছালাত ও ছবরের মাধ্যমে সর্বপ্রকার বিপদাপদ ও সংকট প্রতিকার করার অন্যতম কারণ এই যে, এ দু'টি উপায়েই আল্লাহ্‌র প্রকৃত সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেও বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষায় ফেলে যাচাই করে দেখেন যে, সত্যিকার অর্থে দ্বীনের খাঁটি মুমিন-মুজাহিদ কারা।

অতঃপর জীবনের সর্বাবস্থায় কঠিন পরীক্ষা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে 'ছবর' অবলম্বনকারীদের গুণাবলীর কথাও মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন। আল্লাহপাকের ঘোষণা শুনুন! 'এবং যারা নিজেদের রবের সন্তোষ লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, ছালাত কায়েম করে, আমার দেওয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। বস্তুতঃ পরকালে স্থায়ী জান্নাত তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট' *(রা'দ ২২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'ভাল ও মন্দ কখনও সমান নয়। তোমরা মন্দকে প্রতিহত কর সেই ভাল দ্বারা যা অতীব উত্তম' *(হা-মীম সাজদাহ ৩৪)*। ধৈর্য গুণ যাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে তাদেরকে সফলতার চূড়ান্ত মঞ্জীল থেকে কোন শক্তিই বঞ্চিত করতে পারবে না। আবার পূর্ণ ক্ষমতা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষমা করে দেওয়া ধৈর্যশীলদের একটি অতীব উচ্চমানের গুণ। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে **কষ্ট** দেওয়া হয়েছে। আর তোমরা যদি ছবর কর তবে নিঃসন্দেহে ছবর কারীদের জন্য এটাই উত্তম' *(নাহল ১২৬)*।

কুরআন পাকের এ শিক্ষা অনুযায়ী আমাদেরকেও মনে-প্রাণে উপলব্ধি করা উচিত যে, 'ছবর' নিছক কোন আবেগ অনুভূতির নাম নয়, বরং এটা হচ্ছে একটা প্রাণবন্ত জীবন্ত স্বভাব প্রকৃতি ও আচরণের নাম।

ছবরের পুরস্কারঃ

ধৈর্যশীলদের সর্বোত্তম পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত। আল্লাহ বলেন, 'তাদের ছবরের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন' (দাহর ১২)। আল্লাহ তা'আলার নিকট ছবরের যে প্রতিফল-প্রতিদান তা ইহ ও পরকালীন জীবনে ব্যাপ্ত। অনন্তকাল বর্তমান থাকবে। তাই তিনি বলেন, 'তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা চিরদিন স্থায়ী থাকবে। যারা ছবর করে আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দিব, তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদান স্বরূপ, যা তারা করত' (নাহল ৯৬)।

দ্বীনের দুশমনদের প্রচণ্ড বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্যেও যে জিনিষ মুমিনের দিলে ধৈর্য, সাহস, শান্তি ও নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু জানেন ও শুনেন। ফলে অন্তরের প্রশান্তি এবং চিন্তা ও উপলব্ধি, উচ্চমানের অনেক দুঃখ-কষ্ট, প্রার্থিব লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি ও না পাওয়ার যন্ত্রণার অনুভূতি থেকে সহজেই মুক্তি লাভ করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন আল্লাহ তা'আলার কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন ফেরেশতাদেরকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি আমার অমুক বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করেছ? ফেরেশতাগণ জবাব দেয়, জি হ্যাঁ। আল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি আমার বান্দার কলিজার টুকরা হরণ করেছ? তারা বলে, জি হ্যাঁ, পরওয়ারদিগার। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ সে সময় কি বলেছে? ফেরেশতাগণ বলে, তিনি আপনার প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্যে এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে'। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একথা শুনে ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন যে, 'আমার ঐ বান্দার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী কর এবং তার নাম দাও 'বায়তুল হাম্‌দ' (তিরমিযী হা/১০২১, 'কিতাবুল জানায়িয')। আল্লাহ আমাদেরকে ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

আহলেহাদীছ কি?

ইহা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদের নাম।

কবিতা

সৎ পথে

-রোকেয়া ইসলাম (বগুড়া)

সৎ পথে চলতে গেলে
অনেক বাধাই আসে
তবুও আমি চেষ্টা করে
চলছি সেই পথে।
অসৎ পথে আয় করে সব
অনেক কিছুই গড়ে
দু'দিন পর নিঃস্ব হয়ে
পথেই বসে পড়ে।
বড় হওয়া বড়ই কঠিন
চেষ্টা কর তবে
দেখবে একদিন সফল হবে
সত্য সত্যই রবে।
তাই বলি এসো সবাই
দো'আ করি এক সাথে
আল্লাহ তাদের সহায় হন
সৎ পথে যারা চলে।

***

আলোকবর্তিকা

-হোসনেআরা আফরোয
বোহাইল, বগুড়া।

এসেছো হে আত-তাহরীক!
মানবতার মুক্তির বাণী নিয়ে
তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জনতার ভিড়ে
তাওহীদের জয়গান গেয়ে।
মাসের পর মাস পেরিয়ে
সত্যের আলোকবর্তিকা নিয়ে।
জানি হে আত-তাহরীক
তুমি আসবে বারংবার।
ছুটে চলেছ তুমি তাওহীদের বাণী নিয়ে
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে
নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছ তুমি
অকাতরে অন্যের তরে।
ছড়ায়ে দিচ্ছ আলোকবর্তিকা
প্রতিক্ষণে হাতছানি দিয়ে
মানুষকে নিয়ে চলেছ সত্যের পথে।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

❐ **আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** দেলোয়ার হোসায়েন, নূরুল ইসলাম, আলম, ইমাম হোসায়েন, জাহিদুল ইসলাম, কাজল, হাবীবুর রহমান, তারেক মাহমূদ, আযাদ, আতাউর ও ফারূক।

❐ **হরিরামপুর মাদরাসা শাখা, বাঘা, রাজশাহী থেকেঃ** মুসাম্মাৎ নাগরী খাতুন, আলেয়া খাতুন, শুকেদা খাতুন, দোলেনা খাতুন, জেসমিন আখতার, মদীনা খাতুন, মনোয়ারা খাতুন ও নাজমা খাতুন।

❐ **আলাইপুর মহাজনপাড়া ফুরকানিয়া মাদরাসা, বাঘা, রাজশাহী থেকেঃ** ফাহমিদা আখতার।

❐ **শামসুন্নাহার ইসলামিয়া মাদরাসা, হাতেমখাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** আসমা'উল হুসনা, আইরিন খাতুন, শিউলী আখতার, লিজা ইয়াসমীন, ফাহমীদা মেহেরীন, লাবনী খাতুন, রজনী ইয়াসমীন, শারমিন আখতার, সোনিয়া সুলতানা, ফেন্সী আখতার, মুর্শিদ আলম, ফরহাদ হোসায়েন, রাফাত হাসান, রফীকুল হক, তানভীর, সাব্বির রেজা, সানজিদ, হাসিবুল হাসান, অনিক আলী, রাতুল আহমাদ, মিতুল আহমাদ, হাসান আলী ও মীযানুর রহমান।

❐ **বেলদারপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** ইমরান আহমাদ, যাকির হোসায়েন, নিঁখাতে জান্নাত বিনতে জিন্নাহ, সুস্মিতা শারমীন, মাহামূদুন নবী, আব্দুল মুমিন, হাসান, আফসারুল আহমাদ, আবু কাওছার, আফিয়া তাসলীম, ইফফাত তানজুম, মনীরুল ইসলাম, যাকিয়া পারভীন, নুশরাত ফাহ্মিদা, রায়হানুল আলম, মীম, মিলন আহমাদ, রাফি মাহমূদ, মারিয়া ফেরদাউস, সাখাওয়াত হোসায়েন, জাহানারা, শাহানারা, সাজেদা পারভীন, মোস্তাফীযুর রহমান, ফারহানা, মুহাম্মাদ ইউসুফ, নাসরীন পারভীন, যুবায়ের মুন্না ও শাহনেওয়াজ ফিরোজ।

❐ **কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল্লাহ আশ-শাম্স।

❐ **গার্লস হাই স্কুল, রাজশাহী থেকেঃ** ফাতেমা আক্তার।

❐ **মসজিদ মিশন একাডেমী, রাজশাহী থেকেঃ** রেযাউল কবীর।

❐ **হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সোনামণি শাখা, রাজশাহী থেকেঃ** জাহাঙ্গীর আলম, মুকুল হোসায়েন, রহীদুল, গাজলুর রহমান, এরফান আলী, মুয্যাম্মিল আলী, মাহতাবুদ্দীন, আতীকুল ইসলাম, শিহাবুদ্দীন, আরিফ, সাদ্দাম, রফীউল ইসলাম, যাকারিয়া, বারেক হোসায়েন, বিলকিস, সাজেদা, মাকছূরা, শামীমা, জান্নাতুল, মুরশিদা, আয়েশা, হাসিনা, জেসমিন, রহীমা, হাসিনা বিনতে কাযীমুদ্দীন, নাজনীন, রেসমা, শাহিনা, মাছূমা, নাসরীন বিনতে জালালুদ্দীন, মাহফূযা, ফযীলা, ময়না, সারমিন ও মাতুয়ারা।

❐ **মডেল হাই স্কুল রাজশাহী থেকেঃ** আসাদুয্যামান।

❐ **খড়খড়ি, মতিহার, রাজশাহী থেকেঃ** মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসায়েন।

❐ **মিয়াপুর জান্নাতুল ফেরদাউস ক্বারিয়ানা মাদরাসা,**

রাজশাহী থেকেঃ মিনারুল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, আফযাল হোসায়েন, তৌহীদুল ইসলাম, সাজিয়া সুলতানা, রহীমা খাতুন, মিনা খাতুন, আজেমা, রোকসানা, রাণী, শাহিনা, রাশীদা ও হামীদা।

❐ খিরশিন দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, কোর্ট, রাজশাহী থেকেঃ ইকবাল কবীর, আহসান হাবীব, সাইফুল ইসলাম, রইসুদ্দীন, বেলালুদ্দীন, মেহেদী হাসান, সালমান ফারসী, আশরাফ আলী, হাবীবুর রহমান, আমীনুল ইসলাম, নাজমুল আলী, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, রবীউল ইসলাম, আব্দুর রহীম, আখতারুযযামান, নাঈমুদ্দীন, সালমা খাতুন, মরজিনা খাতুন, রাযিয়া সুলতানা, রশীদা খাতুন, মাজেদা খাতুন, নারগিস খাতুন, মুরশিদা বিনতে আখতার, শাহিনা খাতুন, বিলকিস খাতুন, ছালেহা খাতুন, শাহীদা খাতুন, মুনীরা খাতুন, আয়েশা খাতুন, ফাতেমা খাতুন, আকলিমা খাতুন ও রেশমা খাতুন।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা তওবা ও নামল। ২. সূরা আর-রাহমান। ৩১ বার।
৩. কুরআন মজীদ। ৪. সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ।
৫. আরম্ভ করা। ২৭টি শব্দ ও ১৪০টি অক্ষর।

গত সংখ্যার ধাঁ ধাঁ-এর সঠিক উত্তর

১. কদম গাছ। ২. কোলা ব্যাঙ। ৩. পিপিলিকা।
৪. জাহানারা ও শাহানারা। ৫. নিশি ও লিপি।

চলতি সংখ্যার ধাঁ ধাঁ

১. শুড় দিয়ে করি কাজ নই আমি হাতি
পরের উপকার করি তবু কেন খাই লাথি।

২. ডান দিকে ঘুরান দিলে মুখটি দেয় খুলে
বাম দিকে ঘুরান দিলে সোজা থাকে ঝুলে।

৩. মা হচ্ছে ঝাঁকড়া মেয়ে হচ্ছে লাল
সঠিক উত্তর দিতে পার কি সোনামণির দল।

৪. দেশ আছে মাটি নেই
নদী আছে পানি নেই।

৫. সাগর-নদী কিছু নেই তবু কেন ঢেউ
এমন মজার জিনিস দেখেছ কি কেউ।

❐ সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আসাদুয্যামান (৮ম শ্রেণী)
হাজরাপুকুর, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস)

১. কোন্ মুসলিম সেনাপতি অধিক সংখ্যক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন কিন্তু একবারও পরাজয় বরণ করেননি?

২. কোন্ কোন্ সম্রাট বিশ্ব জয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন?

৩. সাধারণ সৈনিক থেকে কে ক্ষমতা বলে ফ্রান্সের সম্রাট হয়েছিলেন?

৪. যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান এড়িয়ে যোগ্যতার গুণে কে একাধারে চারবার প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন।

৫. কোন্ যুবরাজ বিশাল সাম্রাজ্যের পদমর্যাদাকে তুচ্ছ করে নিম্ন পরিবারে বিয়ে করেন?

❐ সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(১৮৮) বহরমপুর বায়তুল মামূর জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রাজপাড়া, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নূরুল হুদা
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মতী'উর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস (বাবু)
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবদ রাব্বিহ ছালেহ

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রবী'উল আউয়াল
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ তোফায়েল বারী
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শিবলী নিশাদ আলম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ আমীর হামযা।

(১৮৯) বহরমপুর বায়তুল মামূর জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজপাড়া, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ওছমান গণী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ হামীদা বানু
সহকারী পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ মুকছেদা
সহকারী পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ শিমুআরা

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আফছানা
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আজমেরী
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শরীফা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ কেয়া খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আয়েশা খাতুন।

(১৯০) শুকুলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, নাটোরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ ডাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম আযম
পরিচালক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ 'আয়েশুদ্দীন
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবু রায়হান

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ তারানা বিনতে গোলাম রব্বানী
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নূরী খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ লতীফুন্নেসা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ তন্নী বিনতে গোলাম রাব্বানী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রায়হানা।

(১৯১) আখলিয়া উত্তরপাড়া মোল্লাবাড়ী (বালক) শাখা, আমদিয়া, নরসিংদীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সিরাজুল হক
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আমীর হামযা
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ কাওছার মিয়া
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মি'রাজুল হক

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মুক্তার হোসাইন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাস'উদ মিয়া
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শরীফ মিয়া
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ রূহুল আমীন।

(১৯২) আখলিয়া উত্তরপাড়া মোল্লাবাড়ী (বালিকা) শাখা, আমদিয়া, নরসিংদীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুসাম্মাৎ সিরাজুম মুনীরা
উপদেষ্টা ঃ মুসাম্মাৎ শামসুন্নাহার
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ রেহানা আখতার
সহকারী পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ সিরাজুন নাদীরা
সহকারী পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ মিনারা আখতার।

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আজমুন্নাহার
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শিখা আখতার
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ তহমীনা আখতার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নূরুন্নাহার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সুলতানা।

(১৯৩) ঝাউবোনা (রেজিঃ) বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ লোকমান আলী (প্রঃ শিক্ষক)
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শামসুল আলম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ফারূক হোসাইন
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ রূহুল আমীন বিশ্বাস
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ কাযীমুদ্দীন

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সোহেল রানা
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ জামরুল হক
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মজনু হোসাইন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ ই'জাযুল হক।

(১৯৪) ঝাউবোনা (রেজিঃ) বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা) শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুসাম্মাৎ যিয়াউননাহার
উপদেষ্টা ঃ মুসাম্মাৎ শাহেদা খাতুন
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ আঙ্গুরা খাতুন
সহকারী পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ আফসানা খাতুন
সহকারী পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রোবিনা খাতুন।

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নিলুফার ইয়াসমিন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আদুরী খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মাছুফা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রুমানা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ ফাহীমা খাতুন।

(১৯৫) বাঁশবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, বাগাতিপাড়া, নাটোরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আলী
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ যেকের আলী
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শাফাতুল্লাহ

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আলমাস হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আর-রাফীকুল
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মুন্না ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

(১৯৬) বাঁশবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, বাগাতিপাড়া, নাটোরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আলী
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ যেকের আলী
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শাফাতুল্লাহ

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নাছরিন বানু
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রুমা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মারুফা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আয়েশা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ মৌরি তানিয়া।

(১৯৭) খিরসিংটিকর (বালক) শাখা, শাহমাখদুম, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক আবুবকর ছিদ্দীক্ব
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন
পরিচালক ঃ আব্দুর রহমান
সহকারী পরিচালক ঃ মুশাররফ হোসাইন
সহকারী পরিচালক ঃ বাদশা আলী

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইকবাল করীম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সুমন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আশরাফ আলী
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মেহেদী হাসান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

(১৯৮) খিরসিংটিকর (বালিকা) শাখা, শাহমাখদুম, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক আবুবকর ছিদ্দীক্ব
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আকবর আলী
পরিচালিকা ঃ সালমা আখতার
সহকারী পরিচালিকা ঃ সাজেদা খাতুন
সহকারী পরিচালিকা ঃ শাকিল ইয়াসমীন

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ চামেলী খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মরযীনা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ সুলতানা ইয়াসমীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ রোযীনা ইয়াসমীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকাঃ রওশনারা ইয়াসমীন।

(১৯৯) মাদরাসা দারুস সুন্নাহ আস্‌সালাফিইয়া ও হাফেযিয়া, নূরপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুল কাদের শাহ
উপদেষ্টা ঃ আলহাজ্জ ছালেহ মুহাম্মাদ
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সোলায়মান
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম।

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ হাফেয মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ জিহাদ হোসায়েন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল হালীম।

যেলা গঠনঃ

(৩১) নীলফামারীঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যেলা সভাপতি, আন্দোলন)
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (যেলা সভাপতি, যুবসংঘ)
পরিচালক ঃ মাওলানা যাকিরুল হক
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূছ
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

(১) গত ১লা জুন হ'তে ৬ই জুন পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার সোনামণিদের সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

(২) গত ২রা জুন বাঁশবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বাগাড়িপাড়া, নাটোর শাখায় সকাল থেকে জুম'আ পর্যন্ত সোনামণি এবং বাদ জুম'আ হ'তে আছর পর্যন্ত যুবসংঘ ও আন্দোলনের বিশেষ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা যুবসংঘের আহ্বায়ক ও সদস্য মুহাম্মাদ এরশাদ খান ও আব্দুল মুহায়মিন। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মসজিদের ইমাম আব্দুল মুত্তালিব এবং নাটোর যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক্ব।

(৩) ১০ই জুন শনিবার মারকায শাখার বাছাইকৃত সোনামণিদের নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে দরসে হাদীছ পেশ করেন নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। আনুগত্যের উপর আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ হিসাবে সোনামণি সংগঠনের গুরুত্বের উপর বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীযুল্লাহ এবং সোনামণি সংগঠনের গুরুত্বের উপর আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) ১৬ই জুন শুক্রবার মারকায শাখার কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ৬০ জন বাছাইকৃত সোনামণিকে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় এবং মারকায শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

নব গঠিত মারকায শাখাঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
উপদেষ্টা ঃ হাফেয লুৎফর রহমান।
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ হাশেম আলী (১০ম শ্রেণী)
সহকারী পরিচালকঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব (১০ম শ্রেণী)
সহকারী পরিচালকঃ দেলোয়ার হোসায়েন (৭ম শ্রেণী)

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল (৮ম শ্রেণী)
২. সাংগঠনিক সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (৯ম শ্রেণী)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ সাইফুল ইসলাম (৮ম শ্রেণী)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ আব্দুল হামীদ (৭ম শ্রেণী)।

এতদ্ব্যতীত সংগঠনের কার্যক্রম-এর সুবিধার্থে মারকায শাখার ২০০ জন সোনামণিকে ৫টি উপ-শাখায় বিভক্ত করা হয়। ফুলের নামে শাখাগুলোর নামকরণ করা হয়। সেগুলো যথাক্রমেঃ (১) গোলাপ (২) রজনীগন্ধা (৩) সূর্যমুখী (৪) গন্ধরাজ ও (৫) বকুল।

তাহরীকের গুণ

রওশনআরা
বাঁশবাড়িয়া, বাগাতিপাড়া
নাটোর।

আয়রে ওরে সোনামণির দল
আত-তাহরীক পড়ি
আত-তাহরীকের নিয়ম দিয়ে
জীবনটাকে গড়ি।
এই নিয়মে জীবন গড়লে

জীবন হবে সুখের
এই জীবনে কোন কাজ
হবে নাকো দুঃখের।
তাহরীক আমার এত প্রিয়
যেনে রেখো ভাই
তুমি পড়লে তোমার কাছেও
মনে হবে তাই।
তাহরীকে সব কিছুর
শিক্ষা পাওয়া যায়
এই শিক্ষা গ্রহণ করলে
জীবনটা হবে আনন্দময়।
তাহরীক এসে এত আনন্দ
দিয়েছে আমার মনে
অমুসলিমকে করবে মুসলিম
তাহরীকের গুণে।
***

বিশ্বনবী

মুহাম্মাদ মাহমূদুর রহমান (৪র্থ শ্রেণী)
গ্রাম- চাপাইন, থানা-সাভার
যেলাঃ ঢাকা।

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ রাসূল (ছাঃ)
তাইতো আমরা তার জন্য বড়ই আকুল।
তিনি আমাদের শিখিয়েছেন সত্য পথে চলা
যালিমের সামনেও সত্য কথা বলা।
তিনি আমাদের দিয়েছেন কুরআনের আলো
কোন্ পথ খারাপ আর কোন্‌টি ভাল।
তাঁর কথা শুনব মোরা তাকেই যেন মানি
তাইতো মোরা তাঁকেই শুধু বিশ্বনবী জানি।
সত্য কথা বলব মোরা, নত করব না শির
ছালাত পড়ে জিহাদ করে হব আল্লাহ্‌র বীর।
***

মায়ের ইচ্ছা

-মুহাম্মাদ খোবায়েব হোসাইন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

মা বলেছিলেন সেদিন আমায় ডেকে
আমি বিদেশ আসার পূর্বে
তুমি বড় হয়ে আমার কোলে
আসবে আবার ফিরে॥
ইসলামী শিক্ষা শিখে তুমি
আমার বুকটা দিবে ভরে।
শিক্ষা নিয়ে আবার ঘুরবে দেশে দেশে
ইসলামের দাওয়াত দিবে মুজাহিদী বেশে॥
এই ছোট্ট আশা আমি যেন
করতে পারি পূরণ
আল্লাহ যেন আমার ওপর
বর্ষণ করেন রহম॥

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

২০০০-২০০১ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা

অর্থমন্ত্রী শাহ এ,এম,এস কিবরিয়া গত ৮ই জুন ২০০০-২০০১ অর্থবছরের জন্য ৪২ হাযার ৮শ' ৫৯ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেছেন। বিরোধী দলের অনুপস্থিতে ঘোষিত এ বাজেটে সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয়ের ঘাটতি ধরা হয়েছে ১৮ হাযার ৬শ' ৬১ কোটি টাকা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এত বিপুল বাজেট ঘাটতির নযীর নেই। ঘোষিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের মূল বাজেটের তুলনায় মাত্র ৪৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ২৪ হাযার ১ শ' ৯৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। অথচ রাজস্ব ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের ১ হাযার ৮শ' ৩৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ১৯ হাযার ৬শ' ৩৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২ হাযার কোটি টাকা বৃদ্ধি করে সাড়ে ১৭ হাযার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘোষিত বাজেটে পূর্ববর্তী বছরের বাজেটের তুলনায় মাত্র ০.১৯ শতাংশ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় ১১.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে বাজেট ঘাটতি ১২ হাযার ২৭ কোটি টাকা থেকে ৫৫.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ হাযার ৬শ' ৬১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত থাকবে মাত্র ৪ হাযার ৫শ' ৬৫ কোটি টাকা। এ অর্থ দিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাত্র ২৬ শতাংশের যোগান দেয়া যাবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে আমদানী পর্যায়ের খাতগুলোতে কর-শুল্ক হ্রাস এবং আভ্যন্তরীণ পর্যায়ের খাতগুলোতে বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের মূল বাজেটের তুলনায় নতুন বাজেটে আমদানী পর্যায়ের খাত থেকে রাজস্ব আদায় ১৩.৫৮ শতাংশ কম এবং আভ্যন্তরীণ পর্যায়ের খাতে ১৯.৫১ শতাংশ বেশী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন বাজেটে এনবিআর খাতে পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২ হাযার কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে আয়কর বৃদ্ধি করে ১১২ কোটি টাকা, আমদানী শুল্ক বাড়িয়ে ১৫ কোটি টাকা, আভ্যন্তরীণ পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বাড়িয়ে ২৪৫ কোটি টাকা আদায়ের কথা বলা হয়েছে। কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, সংস্কার ও আদায় ব্যবস্থা জোরদার করে আদায় করার কথা বলা হয়েছে ৮শ' কোটি

টাকা। এতে নতুনভাবে কর আরোপ ও ভিত্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে ১ হাযার ১শ' ৭২ কোটি টাকা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর হ্রাসের কারণে আদায় হ্রাস পাবে ১০৬ কোটি টাকা। এতে নতুন কর থেকে নীট আদায় হবে ১ হাযার ৬৬ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ৯শ' ৩৪ কোটি টাকা স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবারের বাজেটে করমুক্ত আয়ের সীমা ৭৫ হাযার টাকা থেকে ১ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তবে উৎসে আয়কর কর্তনের হার ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়েছে। আমদানী পর্যায়ে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ও করের স্তর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে আমদানী পর্যায়ে বিভিন্ন কাঁচামালের শুল্ক কমানো হয়েছে। আমদানী পর্যায়ে অনেক আইটেমে সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোও হয়েছে। এতে অটো রিক্সা, রিকণ্ডিশন পিকআপ, পলিথিন ব্যাগ, রঙিন টেলিভিশন, কার্পেট, মিনারেল ওয়াটারের দাম বাড়বে। আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির কারণেও কিছু কিছু পণ্যের দাম বাড়বে। এবারের বাজেটে সব ধরনের সঞ্চয়পত্রের সূদ হ্রাস করা হয়েছে। এতে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের আয় ব্যাপকভাবে কমে যাবে।

উল্লেখ্য, সংসদে উক্ত বাজেট অনুমোদিত হয়। এ বাজেটকে সরকারী দল গণমুখী ও উন্নয়নমূলক বাজেট বলে আখ্যা দিয়েছে। পক্ষান্তরে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা যিয়া এ বাজেটকে অসত্য কথামালার বাজেট ও সরকারের ব্যর্থতার ডকুমেন্ট বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ এ বাজটকে ভাঁওতাবাজি বাজেট হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

ফল প্রকাশ

ডিগ্রীঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৯ সালের ডিগ্রী পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার ফলাফল গত ১০ই জুন প্রকাশিত হয়েছে। সারাদেশের সহস্রাধিক ডিগ্রী কলেজ থেকে বিএ, বিএস-সি, বিকম, বিএসএস, বিমিউজ ও সার্টিফিকেট কোর্সে অংশ নেয়া সর্বমোট ২লাখ ২৯ হাযার ৬৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ১ হাযার ৬৯১ জন পাস করেছে। পাসের হার শতকরা ৪৪ দশমিক ৩৯ ভাগ। অন্যদিকে ফেল করেছে ১ লাখ ২৭ হাযার ৩৭৫ জন। অর্থাৎ ফেলের হার শতকরা ৫৫ দশমিক ৬১ ভাগ। ফেল করা সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১ বিষয়ে ফেলের সংখ্যা ৬০ হাযার ১২৪ জন।

এবারের ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়া মোট ২লাখ ২৯ হাযার ৬৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫৬ হাযার ৫৮৩ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৭২ হাযার ৫৬৩। ছাত্রদের মধ্যে পাস করেছে ৬৭ হাযার ৭০২ জন ও ছাত্রীদের মধ্যে ৩৩ হাযার ৯৮৯ জন। সার্বিকভাবে ছেলেদের ৪৩.২৬% এবং মেয়েদের ৪৬.৮৪% পাস করেছে।

এসএসসিঃ দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল গত ১১ই জুন একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৪০ দশমিক ৩৬। এর মধ্যে রাজশাহী বোর্ডে সর্বোচ্চ ৪৭ দশমিক ২৬ শতাংশ, যশোর বোর্ডে ৪৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩৭ দশমিক ২৭ শতাংশ, ঢাকা বোর্ডে ৩৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ ও কুমিল্লা বোর্ডে ৩৫ দশমিক ৪০ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের অধীন ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের শবনম জেরিন নয়টি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ ৯৪৬ নম্বর পেয়ে সবার শীর্ষে রয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ২ লাখ ১৭ হাযার ৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৯৫ হাযার ৭৫৩ জন। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ২লাখ ৭০ হাযার ৬২৩ জনের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ২৮ হাযার ৭১৭ জন। যশোর বোর্ডে ১ লাখ ৬৬ হাযার ৯১ জনের মধ্যে ৭৫ হাযার ৪৮০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে মোট ৭৩ হাযার ৯৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২৭ হাযার ৬৯৭ জন। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে মোট ১ লাখ ৪৫ হাযার ৬৯৩ জনের মধ্যে পাস করেছে ৫৪ হাযার ১১৫ জন পরীক্ষার্থী।

দাখিলঃ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষার ফলাফল গত ২৬শে জুন প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ৫৪ দশমিক ৭৮ পুরুষ পরীক্ষার্থীদের পাসের গড় হার ৫৪ দশমিক ৬০ এবং মেয়ে পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ১৩। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪৭ হাযার ৪৮৭। তন্মধ্যে পুরুষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৮ হাযার ৮৫ জন এবং মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৯ হাযার ৪০২ জন। প্রথম বিভাগে পাস করেছে ২০ হাযার ৬৮৯ জন। দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে ৫৪ হাযার ৯৬৫ জন। তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে ৭ হাযার ৭৪৭ জন। পরীক্ষায় মোট পাস করেছে ৮৩ হাযার ৪০১ জন। এর মধ্যে পুরুষ পরীক্ষার্থী ৫৫ হাযার ৩৭৬ জন এবং মহিলা ২৮ হাযার ২৫ জন।

দু'টাকার ওষুধের দাম দু'শ' টাকা!

দু'টাকা মূল্যের ওষুধ দু'শ' টাকায় বিক্রির অভিযোগে ডলার নামের এক ওষুধ ব্যবসায়ীকে পুলিশ গ্রেফতার করে শ্রীঘরে পাঠিয়েছে। জানা গেছে, গত ৩১ শে মে রাতে গ্রামের বাড়ি থেকে আসা আহাদ আলী নামের এক ব্যক্তি রাজশাহী

মহানগরীর লক্ষ্মীপুরস্থ রবি ফার্মেসিতে গিয়ে একটি গ্লিসারিন সাপোজিটারি ওষুধ চান। ফার্মেসির দোকানী ডলার এই ওষুধের মূল্য মাত্র দু'টাকা হ'লেও দু'শ' টাকা চান। আহাদ আলী তাকে দেড়শ' টাকা দিয়ে ওষুধ নিয়ে বাকী ৫০ টাকা পরে দিয়ে যাবেন বলে জানান। পরে আহাদ আলী ওষুধের প্রকৃত মূল্য জানতে পেরে ঐ ফার্মেসিতে টাকা ফেরৎ আনতে গেলে দোকানী তাকে মারপিট করে তাড়িয়ে দেয়। এতে আহাদ আলী রাজপাড়া থানায় গিয়ে উক্ত দোকানীর নামে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে পুলিশ দোকানী ডলারকে গ্রেফতার করে। গত ১লা জুন তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এদিকে স্থানীয় লোকজন গত ১লা জুন বেশি মূল্যে ওষুধ বিক্রি বন্ধের দাবিতে মহানগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মত অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করে উত্তরাঞ্চল গ্রাস করার গভীর ভারতীয় চক্রান্ত

ভারত বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর যেলাকে গ্রাস করার এক গভীর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। তাদের চক্রান্তের নীলনকশা অনুযায়ী এ অঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় আগ্রাসী তৎপরতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি ও ভারত তোষণের কারণে দেশের এ অঞ্চলের কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডারকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্যেই এই আগ্রাসী তৎপরতা বলে পর্যবেক্ষক মহল মত পোষণ করেছেন।

বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর যেলায় উৎপাদিত কৃষি ফসলের পরিমাণের সুবাদে এ অঞ্চল খাদ্যভাণ্ডার হিসাবে পরিচিত। এছাড়া এ দুই বৃহৎ যেলায় পেট্রোল, গ্যাস, কয়লা, স্বর্ণ, তামা, পাথর সহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ রয়েছে। যা ভারত ভোগ করার মানসে এক সুদূরপ্রসারী নীলনকশা তৈরি করে। তারা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্তি চুক্তির নামে দেশের এক-দশমাংশ এলাকা তাদের এক শিখণ্ডীর করতলগত করে এখন উত্তরবঙ্গের কৃষি ও প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ গ্রাস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। সেই লক্ষ্যে ভারত এ অঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় আগ্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে উত্তপ্ত ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছে। বিনা উস্কানিতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিডিআর), নিরস্ত্র বাংলাদেশী কৃষক ও নাগরিককে পাখীর মত গুলী করে হত্যা করে চলেছে। ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানা আইন ভঙ্গ করে পরিখা খনন, বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে নিরস্ত্র সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী নাগরিকদের গরু, ছাগল, মালামাল, সম্পদ লুট, নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, গুলী করে হত্যা করার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলো তাদের বাকডোগরা বিমানবন্দর থেকে প্রায়দিন আকাশসীমা লংঘন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। অকারণে ও বিনা উস্কানিতে বিএসএফ বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর যেলার সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে।

ভারতের এই আগ্রাসী তৎপরতা দেখে অনেক ভুক্তভোগী নাগরিক, কূটনৈতিক ও পর্যবেক্ষক মহল ধারণা করছেন যে, শান্তি বাহিনীর ন্যায় ভারত বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর যেলার জন্য চুক্তি করার এক গভীর ফন্দি আঁটছে। আভ্যন্তরীণ অরাজকতা, সন্ত্রাস আর হত্যার সঙ্গে সীমান্তের সংঘাতময় অবস্থা যে কি মারাত্মক পরিণতির দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, তা অনুধাবন করে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব সকল দায়িত্ববান নাগরিক তথা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের।

প্রতিদিন ১৫০০ টন বিষাক্ত বর্জ্য কর্ণফুলী নদীতে পড়ছে

চট্টগ্রাম মহানগরীতে কোন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিদিন গড়ে ১২০০ থেকে ১৫০০ টন কঠিন ও তরল বিষাক্ত বর্জ্য সরাসরি বর্ণফুলী নদীতে গিয়ে পড়ছে। এতে নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ায় মৎস্য ও জলজ প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। একারণে নগরবাসীর সুপেয় পানির প্রধান উৎস 'সারফেস ওয়াটার' বা ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহারের সুযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি 'চট্টগ্রাম মহানগরীর পরিবেশ ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এ তথ্য তুলে ধরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা কত?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে বেশী কোটিপতির দেশ। সেখানে পথেঘাটে কোটিপতির দেখা মেলে। আমাদের দেশে কোটিপতি নয়, দীর্ঘকাল চালু ছিল 'লাখপতি' শব্দ। কিন্তু এখন লাখপতির সংখ্যা প্রকৃত অর্থেই লাখ লাখ। আর কোটিপতির সংখ্যা হাযার হাযার। সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে পাওয়া হিসাবে দেখা যায়, ১৯৯৯ সালের ৩০ জুন তফসিলী ব্যাংকসমূহে বেসরকারি খাতে ১৮০৪টি একাউন্ট ছিল, যেগুলোতে জমা ছিল এক কোটি টাকার বেশী করে অর্থ। এর মধ্যে ৫৪টি একাউন্ট ছিল, যেগুলোর প্রতিটিতে জমা অর্থের পরিমাণ ১০ কোটি টাকার বেশী।

বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানকে সাম্প্রদায়িক দলীলে পরিণত করেছে

-হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ

'হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ' রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিলের দাবি জানিয়েছে। গত ৯ই জুন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত এক সমাবেশে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক

অধ্যাপক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক এ দাবী জানিয়ে বলেন, সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম তুলে দিয়ে এবং আবার 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংযোজন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংযোজনের ফলে বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান একটি সাম্প্রদায়িক দলীলে পরিণত হয়েছে এবং এতে জাতি বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি অবিলম্বে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' বাতিলেরও আহ্বান জানান।

১৯৯৮ সালের ৯ই জুন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে সংবিধানে গ্রহণ করায় 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ' এ দিবসটিকে 'কালো দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে এবং এ উপলক্ষেই গত ৯ই জুন তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই সমাবেশের আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, গত ৬ই জুন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উক্ত পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত অনশন ধর্মঘট শেষে মুসলমানদের নাম থেকে আলহাজ্জ ও মুহাম্মাদ বাদ দেয়ার দাবী জানানো হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, শুধু 'শত্রু সম্পত্তি আইন' বাতিল করলে চলবে না, আগে 'আলহাজ্জ' 'মুহাম্মাদ' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক শব্দের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। তা না হ'লে পরিপূর্ণ বাঙালী হওয়া যাবে না।

আয়েশা ক্লিনিক

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা অস্ত্রপচার ও ডেলিভারী করা হয়। এক্স-রে, ই,সি,জি আলট্রাসনগ্রাফী ও প্যাথলজীর সু-ব্যবস্থা আছে।

পরিচালকঃ নূর মহল বেগম

ঠিকানাঃ গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।

ফোন ঃ ৭৭৩০৫৩ (অনুঃ)

বিদেশ

ব্যাংককে মহিলাদের জন্য পৃথক বাস

ব্যাংকক কর্তৃপক্ষ মহিলাদের অপরাধমূলক তৎপরতা এবং যৌন হয়রানি থেকে নিরাপদে যাতায়াতের লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য পৃথক বাস সার্ভিস চালু করেছেন। ব্যাংককের ১০টি রুটে এই বাস চলাচল করবে। বাসগুলো 'মহিলাদের বাস' নামে আলাদা পরিচয় বহন করবে। মহিলা যাত্রীরা অভিযোগ করে থাকেন যে, সহযাত্রী পুরুষেরা পকেট মারাসহ বিভিন্নভাবে তাদের লাঞ্ছিত করে থাকে। ব্যাংকক পরিবহন কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র এ কথা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, বছর খানেক আগে যাত্রী বোঝাই একটি বাস থেকে একদল ছাত্র দু'টি কিশোরী মেয়েকে অপহরণ ও ধর্ষণ করে। এ নিয়ে ব্যাংককে ব্যাপক সমালোচনা হয়।

আন্তর্জাতিক বিমানে ধূমপান নিষিদ্ধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কয়েকটি দেশে ৪ঠা জুন ২০০০ থেকে আন্তর্জাতিক বিমানে ধূমপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। বিমান সংস্থাগুলোর উদ্যোগের ফলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে ৯৭.৭ শতাংশ বিমানে ধূমপান ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯০ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিমানে ধূমপান নিষিদ্ধ থাকলেও অন্যদেশে পৌঁছে বা অন্যদেশ ছেড়ে আসার সময় মার্কিন বিমানে ধূমপান করা হ'ত।

বিলাসবহুল টাইটানিক পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ

দক্ষিণ আফ্রিকার এক ধনী ব্যবসায়ী বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সর্ববৃহৎ জাহাজ 'টাইটানিক' পুনঃনির্মাণে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছেন। বেলফাষ্টের একটি শিপ ইয়ার্ডে প্রায় ৯০ বছর আগে এই 'টাইটানিক' নির্মাণ করা হয়। ব্যবসায়ী সারেল গোয়াস বিলাসবহুল জাহাজ টাইটানিকের আধুনিক সংস্করণ দ্বিতীয় টাইটানিক নির্মাণে ৫০ কোটি পাউণ্ডের (৮০ কোটি ডলার) বেশী ব্যয় করতে প্রস্তুত রয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯১২ সালে আটলান্টিক মহাসাগর পার হওয়ার এক অভিযাত্রায় বিশাল তুষার স্তরের সঙ্গে আঘাত লেগে টাইটানিক সাগর বক্ষে নিমজ্জিত হয়। এটি প্রথম টাইটানিকের চেয়ে বড় করে নির্মাণ করা হবে।

ভারত এশিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক পরিবেশ দূষণকারী দেশ

ভারত, চীন ও হংকং এশিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক বায়ু দূষণকারী তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে। এর ফলে এসব দেশ থেকে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা দূরে সরে যেতে

পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হংকংয়ের একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান গত ২৪শে মে একথা বলেছে।

পলিটিক্যাল এণ্ড ইকোনমিক রিস্ক কনসালটেন্সি (পিইআরসি) পরিচালিত এক সমীক্ষায় বলা হয়, এশিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক পরিবেশ দূষণকারী দেশ হচ্ছে ভারত। বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণের ক্ষেত্রে ভারত তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে। যানজট সংকটের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। বায়ু ও পানি দূষণের ক্ষেত্রে ভারতের পরেই চীনের অবস্থান। শব্দ দূষণের ক্ষেত্রে চীনের অবস্থা তৃতীয়। বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে হংকংয়ের অবস্থান তৃতীয়।

সমীক্ষায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়, দূষণ ইস্যু শিগগিরই আঞ্চলিক রাজনৈতিক সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। এতে আরো বলা হয়, আন্তঃসীমান্ত অতিক্রমকারী পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলায় সকল দেশকে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ জরুরী।

বৃটেনে সবচাইতে বেশী শিশু দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে

শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে বৃটেনের শিশুরা সবচাইতে বেশী দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। একটি ইউনিসেফ প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে অবজারভার পত্রিকায় গত ১১ই জুন এ খবর প্রকাশিত হয়েছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল জানায়, শতকরা ২০ ভাগ বৃটিশ শিশুর পরিবার দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এসব পরিবারের আয় মাঝারি আয়ের পরিবারের অর্ধেকেরও কম।

অবজারভার-এ প্রকাশিত খবরে বলা হয়, এমনকি বৃটেনের অবস্থা তুরস্ক, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীরও নিচে। মোটামুটিভাবে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের শিশুদের অবস্থাই বৃটেনের চেয়ে ভাল। বৃটেনে ৩০ হ'তে ৪০ লক্ষ শিশু রয়েছে যাদের পরিবার দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে।

পেটে পুরে হেরোইন পাচার!

পণ্য পাচারের ক্ষেত্রে কত অদ্ভুত আর উদ্ভট প্রক্রিয়ার যে চোরাচালানিরা উদ্ভব ঘটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বেনিন পুলিশ সম্প্রতি তিন নাইজেরীয় হেরোইন পাচারকারীকে গ্রেফতার করে এদের পাকস্থলীতে রাখা ২২১টি প্যাকেট উদ্ধার করে। সেগুলোতে মোট ৬ হাযার ৯১০ গ্রাম হেরোইন ছিল।

যে মাছ খেলে মানুষ মারা যায়

আত্মহত্যা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু জাপানের কিছু সংখ্যক লোক এক ধরনের মাছ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এর নাম সজারু মাছ। এই মাছটি খুবই বিষাক্ত। আকৃতিতে এটি গোলাকার হয়ে থাকে। সজারুর গায়ে যেমন খাড়া খাড়া কাঁটা থাকে এটির গায়েও তেমনটি রয়েছে। তাই হয়ত এটির নামকরণ করা হয়েছে সজারু মাছ।

মুসলিম জাহান

ইরাক হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দ্বিতীয় ভিয়েতনাম

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে যেভাবে পরাজিত হয়েছিল ইরাকেও সেভাবে পরাজিত হবে। ইরাক হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দ্বিতীয় ভিয়েতনাম। গত ১০ই জুন বাগদাদে সফররত ভিয়েতনামের প্রধান উপ-প্রধানমন্ত্রী নগুয়েন তাং দুং-এর সম্মানে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন একথা বলেন।

জনাব সাদ্দাম হোসেন বলেন, ইরাক তার শহর ও স্থাপনাসমূহের ওপর পরিচালিত মার্কিন আগ্রাসন অব্যাহতভাবে মোকাবিলা করে যাবে। মার্কিনীরা যেভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভিয়েতনামে তাদের পরাজয়ের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল, সেভাবেই তাদেরকে ইরাকে তাদের পরাজয়ের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য করা হবে।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেয আল-আসাদের ইন্তেকাল ❐ আসাদের পুত্র সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট মনোনীত

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেয আল-আসাদ গত ১০ই জুন দামেশকে ইন্তেকাল করেছেন- (ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হে রা-জি'উন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। সিরিয়ার রাজনৈতিক সূত্র জানায়, দেশের প্রবীণ নেতা স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় ইন্তেকাল করেন। কাতারের টেলিভিশন জানিয়েছে, জনাব আসাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তিনি হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদে সিরীয় পার্লামেন্টের নিয়মিত অধিবেশন শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং অনেক পার্লামেন্ট সদস্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

সিরিয়া ও ইসরাঈলের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে যখন আলোচনার প্রচেষ্টা চলছিল, সে সময় তিনি ইন্তেকাল করলেন।

জনাব আসাদ দীর্ঘ প্রায় ৩ দশক ধরে সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন থেকে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে সিরিয়ার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯৭০ সালে এক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতাসীন হন। এরপর তিনি সিরিয়াকে মধ্যপ্রাচ্যের একটি প্রধান আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলেন। প্রেসিডেন্ট আসাদের ইন্তেকালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এদিকে সিরিয়ার ক্ষমতাসীন বাথ পার্টি প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হাফেয আল-আসাদের পুত্র ডাঃ বাশারকে রাষ্ট্রপ্রধান পদের জন্য মনোনীত করে। জনাব বাশার বৃটেনে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন চোখের চিকিৎসক ও সেনাবাহিনীর কর্ণেল। সততা ও বিনয়ের জন্য বাশারের সুনাম রয়েছে।

মালয়েশিয়ায় মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের জন্য ধর্মীয় ক্লাস

মালয়েশিয়ায় কর্মনৈপুণ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল মুসলমান সরকারী কর্মচারীকে আগামী মাস থেকে সপ্তাহে দু'দিন ধর্মীয় ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে। কর্মঘন্টা চলাকালে এক ঘন্টার ক্লাস পরিচালনা করবেন রেজিস্টার্ড ইন্সট্রাক্টরগণ। এসব ক্লাস সত্যিকার অর্থেই শিক্ষামূলক হবে এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ধর্মীয় কর্তব্যনিষ্ঠা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কারণ ধর্মীয় কর্তব্যনিষ্ঠা হচ্ছে মুসলমানদের কর্ম সংস্কৃতির একটি অংশ।

ছালাতের অনুমতি না দেয়ায় খুন

তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলের শহর ডেনিজলিতে হাই স্কুলের একজন ছাত্রকে আছরের ছালাত আদায় করার অনুমতি না দেয়ায় সে তার এক শিক্ষককে গুলী করে হত্যা করেছে। উক্ত ছাত্র ইমদাত নিয়াজ (১৯) 'মিল্লাত ডেইলী' পত্রিকাকে জানায়, আমার শিক্ষক আমাকে ছালাত আদায়ের অনুমতি না দেয়ায় আমি তাকে গুলি করেছি। নিয়াজ এই কাজের জন্য গোপনে একটি শিকারের রাইফেল স্কুলে নিয়ে এসেছিল। তার শিক্ষকের নাম ইউসুফ বাতুর (৫২)। গুলীবর্ষণের ঘটনার পর অন্য ছাত্ররা তাকে ধরে ফেলে। উল্লেখ্য, তুরস্কে স্কুলে বন্দুক সহিংসতার ঘটনা বিরল। সে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা কঠোর ভাবে মেনে চলা হয়।

১৫ শতকের হস্তলিখিত কুরআন শরীফ উদ্ধার

তুর্কী সাইপ্রিয়ট পুলিশ বলেছে, তুরস্কের তোপকাপি প্রাসাদের জাদুঘর থেকে চুরি যাওয়া ১৫শ' শতাব্দীর হস্তলিখিত পবিত্র কুরআন শরীফটি তারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এ ব্যাপারে ৩ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা হস্তলিখিত মহামূল্যবান ধর্মগ্রন্থটি বৃটেনে পাচারের চেষ্টা করেছিল। উল্লেখ্য, গত বছরের সেপ্টেম্বরে পবিত্র কুরআন শরীফের এই কপিটি জাদুঘর থেকে খোয়া যায়। ৪শ' বছর আগের হস্তলিখিত এই মূল্যবান ধর্মগ্রন্থটি চুরি হয়ে যাওয়ার পর তুরস্কের অধিবাসীরা মর্মাহত হয়। পুলিশের প্রধান ইন্সপেক্টর সেলিম আকের জানান, আটক ব্যক্তিরা তুরস্ক থেকে গত ২৫শে মে উত্তর সাইপ্রাসে আসে। তারা চুরি করে নেয়া পবিত্র কুরআনের কপিটি একটি কোম্পানীর কাছে বিক্রির পরিকল্পনা করছিল।

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী

ও

শাপলা প্লাজা, স্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চাঁদে মৃতদেহ সমাধি!

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার বদৌলতে বর্তমানে চাঁদের দেশে মৃতদেহকে সমাধিস্থ করা সহজ কাজ। টিক্সাসের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ অবিশ্বাস্য কাজটিকে সত্যি সত্যি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। মৃতদেহকে তারা ভস্ম করে চাঁদে সমাধিস্থ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে ষ্টার ট্রেক নির্মাতা জিন রতেন বেরির ভস্ম মহাশূন্যে পাঠিয়েছে। সাফল্যের স্বাক্ষর হিসাবে আগামী বছর আরও ২শ' মৃতদেহকে রকেটে করে চাঁদে নিয়ে যাবে এবং এর জন্য বুকিংও নিচ্ছে। খরচ হিসাবে নিচ্ছে জনপ্রতি ২ হাযার পাউণ্ড।

যরূরী ওষুধ বরফ

বরফই হচ্ছে সম্ভবত সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ, যা অতি যরূরী অবস্থায় তীব্র ব্যথা কমিয়ে দিতে সক্ষম। এটি সত্যি যে, মানব শরীরের যে স্থানটি আঘাতজনিত কারণে ফুলে গেছে কিংবা আগুনে পুড়ে গেছে বা লাল হয়ে গেছে, সেখানে বরফ লাগালে রক্তের মাধ্যমে ঐ আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের জলীয় অংশ ও রাসায়নিক পদার্থ শোষিত হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে দু'একদিনের মধ্যেই ক্ষত সেরে যায়। তাই যে কোন ব্যথা নিরাময়ে একটি আধুনিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসা হচ্ছে বরফ। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে প্রায় ১০ মিনিট বরফ লাগিয়ে রাখলে ব্যথা কমে যাবে।

সমুদ্র তলদেশের তাপমাত্রা ও গভীরতা নির্ণয়ে সীল মাছ

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া প্যাসিফিক ল্যাবের বিশেষজ্ঞরা সমুদ্র তলদেশের তাপমাত্রা ও গভীরতা নির্ণয় করতে গিয়ে এক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এ জন্য তারা উত্তর সাগরের সীল মাছকে বেছে নেন। উল্লেখ্য, খাবার সন্ধানে এরা প্রতি বিশ মিনিটে ৫৫০ মিটার পর্যন্ত ডুব দেয়। বছরে এ মাছ নয় মাসব্যাপী হাযার হাযার মাইল চলতে পারে। বিশেষজ্ঞরা এদের গায়ে একটি সাধারণ যন্ত্র জুড়ে দিয়ে সমুদ্রের তলদেশের গভীরতা ও তাপমাত্রা, সমুদ্রের স্রোত ও জলবায়ুর পরিবর্তন নির্ধারণে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন। তারা এ প্রজাতির ১৬টি প্রাণীর ৫টিকে দিয়ে তিন মাসে ২২,০০০ তাপমাত্রা পাঠ সংগ্রহ করেছেন। যেখানে প্রচলিত পন্থায় মাত্র ৫২টি পাঠ দিচ্ছে। এ সকল তথ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সমুদ্র ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের জন্য ডাটাবেজ নির্মাণের চিন্তার ফলপ্রসূ সমাধান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাদুর কলম!

বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে 'কুইক লিঙ্ক পেন' অন্যতম একটি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। 'কুইক লিঙ্ক পেন' জাদুর মত আপনার কাজ সেরে দেবে। এ পেনের সাহায্যে

টেক্সট বা বইয়ের যে কোন অংশ স্ক্যান করা যায়। অনেকটা হাই লাইটারের মত দেখতে এই কলমটিতে উন্নতমানের স্ক্যানার আছে, যাতে ওসিআর সুবিধা রয়েছে। কলমটির উন্মুক্ত প্লাটফরম কুইশনারি ও এসএপিআই নির্ভর যে কোন অ্যাপ্লিকেশনকে সাপোর্ট করে। এতে ১ হাযার পৃষ্ঠার মত স্ক্যানকৃত টেক্সট সংরক্ষণ করা যায় এবং তা পিসি, ল্যাপটপ, পিডিএ বা সেলুলার ফোনে স্থানান্তরিত করা যায়। এই ডিভাইসটি যে কোন ওয়ার্ড প্রসেসরে সরাসরি ফি টেক্সট ধারণ ও সংরক্ষণ, এডিট বা ট্রান্সমিট করতে পারে। এছাড়া এটা বিজনেস কার্ড স্ক্যান করতেও সক্ষম এবং প্রিন্টেড টেবলস, কর্মসূচী ও তালিকা একটি স্প্রেডশিট অ্যাপ্লিকেশনে স্থানান্তরিত করতে পারে।

সাগর বক্ষে রাস্তা!

কোরীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের চারপাশের জলরাশি মাসে কমপক্ষে একবার বিভক্ত হয়ে চিনদো ও মোডো দ্বীপের মধ্যে পৌনে দু'মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। এটি আসলে জোয়ার-ভাটার খেলা। এক্ষেত্রে কিংবদন্তি আছে যে, মোডো দ্বীপের এক বুড়িকে তাড়া করেছিল কয়েকটি বাঘ। বুড়ি ছুটতে ছুটতে এসে এপথ দিয়ে চিনদো দ্বীপে পৌঁছে প্রাণে বেঁচেছিল। সাগরের বুকে এ রহস্যময় রাস্তাটি বসন্তকালে গড়ে ১৫ ফুট চওড়া হয়ে যায়। এ সময়টায় বার্ষিক পর্ব উপলক্ষে প্রায় ৩ লাখ লোক এ পথটিতে এসে জড়ো হয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। তবে তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। এক ঘন্টার মধ্যেই আবার চারদিকের জলরাশি এসে পথটি মুছে দিয়ে যায়।

মাছের হেড লাইট

ইন্দোনেশিয়ার বান্ডা দ্বীপে একধরনের মাছ পাওয়া যায়, যার মাথায় হেডলাইট থাকে। একে বলা হয় ফটোব্লে ফেরন। পানিতে চলার সময় এ হেড লাইট থেকে সব সময় আলো বিচ্ছুরিত হয়। দ্বীপের লোকেরা মাছের দেহের সেই আলোকময় অংশটি কেটে নিয়ে অন্য মাছ ধরার কাজে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেও এর আলোক বিচ্ছুরণ বন্ধ হয় না।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

সংগঠন সংবাদ

নশীপুর ইসলামী জালসা, বগুড়া

১৫ই এপ্রিল শুক্রবার

তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত গাবতলী উপযেলাধীন নশীপুর ইসলামিক সেন্টার ময়দানে আয়োজিত বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ শামসুয্ যোহা ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত সিনিয়র নায়েবে আমীর ও সঊদী মাব'উছ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, অধ্যাপক আলমগীর হুসায়েন (সিরাজগঞ্জ), আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও অন্যান্য স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

সম্মানিত সিনিয়র নায়েবে আমীর স্বীয় ভাষণে অত্র ইসলামিক সেন্টারের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সকলকে উদার হস্তে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'ইসলামী শিক্ষার ফযীলত, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা'র উপরে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। তাঁর ভাষণের পরে মাদরাসার সেক্রেটারী জনাব গোলাম রব্বানী ও তার ভাইয়েরা এবং মা বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দান করার কথা ঘোষণা করেন। আরেকজন গরীব তার পোষা গাভী নতুন বাছুরসহ এনে আমীরে জামা'আতের হাতে তুলে দেন। উল্লেখ্য যে, এখানে তাওহীদ ট্রাস্টের সৌজন্যে ৭০ জন ইয়াতীম প্রতিপালিত হচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

নরসিংদী যেলা সম্মেলন

২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার

অদ্য বাদ আছর হ'তে গভীর রাত্রি পর্যন্ত স্থানীয় পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলা সম্মেলন '২০০০ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর প্রবীণ আলেম জনাব অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুছ ছামাদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পি,এইচ,ডি গবেষক জনাব মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কবীরুদ্দীন, নরসিংদী

জামে'আ ক্বাসেমিয়া-র মুহাদ্দিছ মাওলানা ইব্রাহীম ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দলমত বিক্ষুব্ধ মুসলিম উম্মাহকে জাতীয় ও বিজাতীয় সকল প্রকারের অন্ধ মোহ থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার আহবান জানান। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে প্রচলিত তাক্বলীদী দল ও উপ-দলসমূহের মত না ভেবে উম্মতের ঐক্য আন্দোলন হিসাবে গণ্য করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তব্যের পূর্বে মাননীয় প্রধান অতিথি জামে'আ ক্বাসেমিয়া হ'তে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং ঘোড়াশাল সার কারখানা হ'তে আগত কর্মকর্তা বৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এতদ্ব্যতীত যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের কর্মী ও সুধীদের সাথে সাংগঠনিক বৈঠক করেন। এ সময় 'আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি'র সভাপতি ও সম্পাদকের বক্তব্য শেষে তিনি সকলকে এ সমিতির সদস্য হওয়ার আহ্বান জানান। যাতে বেশ সাড়া পাওয়া যায়।

পাঁচটি বিষয়ের জবাব দিতে প্রস্তুত হৌন!

-আমীরে জামা'আত

২৮শে এপ্রিল শুক্রবারঃ মহানগরী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র সূরীটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহাতারাম আমীর **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। উপরোক্ত বিষয়ে হাদীছ উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, মুসলমান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। এর কারণ হ'ল এই যে, আমরা আখেরাত চিন্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। ক্বিয়ামতের ভয়ংকর মুহূর্তে পাঁচটি বিষয়ের জবাব না দেওয়া ব্যতীত কোন বনু আদমকে পা বাড়াতে দেওয়া হবে না। প্রথম প্রশ্ন হবে তার সারাটি জীবন সম্পর্কে। ২য়ঃ তার যৌবন সম্পর্কে। ৩য়ঃ তার আয় সম্পর্কে। ৪র্থঃ তার ব্যয় সম্পর্কে। ৫মঃ 'ইলম অনুযায়ী আমল সম্পর্কে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭)*। তিনি বলেন, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অনুযায়ী ঢেলে সাজানো ব্যতীত এ জাতির যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য তিনি সকলকে জামা'আত বদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান।

গাযীপুর যেলা সম্মেলন

৩০শে এপ্রিল রবিবার

স্থানীয় পিরুজালী আলিমপাড়া সিনিয়র মাদরাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলা সম্মেলন '২০০০ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ।

যেলা সভাপতি জনাব আলাউদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলা সভাপতি ও নাযিরাবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, মতিঝিল এজিবি কলোনী জামে মসজিদের সাবেক খত্বীব মাওলানা মোশাররফ হোসায়েন আকন্দ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এবং স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় উস্তায পিরজালী আমানিয়া সিনিয়র মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মরহুম মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানীর স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর ও অত্রাঞ্চলের জানা-অজানা বিগত মর্দে মুজাহিদগণের ঐতিহ্য স্মরণ করে তাঁদের জন্য দো'আ করেন। অতঃপর তিনি জাতির বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে প্রায় সোয়া ঘন্টা বক্তব্য রাখেন এবং উপসংহারে গাযীপুর যেলাবাসীকে মুবারকবাদ জানিয়ে সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনে যোরদার ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

মোহাম্মাদপুর এলাকা সম্মেলন, রাজশাহী

২রা মে মঙ্গলবার

রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন মোহাম্মাদপুর এলাকা সম্মেলন স্থানীয় প্রাইমারী স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী।

এলাকা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুসলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক ও দারুল ইফতা-র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, অন্যতম শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ রুস্তম আলী, কেন্দ্রীয় দাঈ মাওলানা আবদুল লতীফ ও মুহাম্মাদ আবদুর রাযযাক প্রমুখ। বক্তাগণ এলাকার জনগণকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেন এবং এতদঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন খৃষ্টানী এন,জি,ও এবং বিভিন্ন বিদ'আতী ইসলামী দলের অপতৎপরতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার আহ্বান জানান।

বক্তৃতার পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাংগঠনিক সভায় মিলিত হন ও সকলকে অধিকতর খিদমত আঞ্জাম দানে উদ্বুদ্ধ করেন।

সুধী সমাবেশ

কুষ্টিয়া যেলা পরিষদ মিলনায়তন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিগত ৩রা মে বুধবার স্থানীয়

যেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব মুস্তাক্বীম হুসায়নের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, রিয়িয়া সা'দ-ইসলামিক সেন্টার, কুষ্টিয়ার পরিচালক, সুপ্রীম কোর্টের প্রবীণ এডভোকেট সা'দ আহমাদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুয্যাম্মিল আলী ও আ.খ.ম ওয়ালিউল্লাহ, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন ও সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সাইফুল ইসলাম ছিদ্দীক্বী প্রমুখ।

সুধী সমাবেশে মাননীয় প্রধান অতিথি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপরে সারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং এ আন্দোলনের জিহাদী ইতিহাস সাবলীল ভাবে তুলে ধরেন। যা সুধী সমাবেশে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য যে, বাদ আছর থেকে শুরু হয়ে রাত ১০টা পর্যন্ত সুধী সমাবেশ চলে। সমাবেশে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব বাহরুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল কুষ্টিয়া শহরে সাংগঠনিকভাবে আয়োজিত আহলেহাদীছ-এর সর্বপ্রথম প্রকাশ্য দাওয়াতী সমাবেশ। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ॥*

টাঙ্গাইল যেলা সম্মেলন

১২ই মে '২০০০

গত ১২ই মে রোজ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে স্থানীয় ছাতিহাটিতে 'যেলা সম্মেলন ২০০০' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

যেলা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক ও দারুল ইফতা-র সম্মানিত সদস্য মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি এস,এম, আব্দুল লতীফ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। পরদিন সকালে স্থানীয় গ,র,ম, দাখিল মাদরাসার শিক্ষকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের সাথে নিয়ে মেযবান জনাব আব্দুর রশীদ এর বাসস্থান হ'তে সেখানে পদব্রজে গমন করেন এবং শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপরে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন।

সিরাজগঞ্জ যেলা সম্মেলন

১৩ই মে '২০০০

গত ১৩ই মে রোজ শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে হালুয়াকান্দি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা সম্মেলন' ২০০০ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথির ভাষণ দান করেন সম্মানিত সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সাবেক সহ-সভাপতি এস,এম, আবদুল লতীফ ও মাওলানা বেলালুদ্দীন (সিরাজগঞ্জ) প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও স্থানীয় শিল্পী বৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত বাদ মাগরিব চর বর্ধূল গ্রামের প্রবীণ আলেম অসুস্থ মাওলানা কাযী ইয়াকূব হোসাইনকে দেখতে যান। তিনি তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন ও তাঁর রোগ মুক্তির জন্য দো'আ করেন। বিদায়ের সময় তিনি নিজের জন্য ও সংগঠনের নেতা-কর্মীদের জন্য মুরব্বীর নিকটে দো'আ চান।

সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলন

১৫ই মে '২০০০

গত ১৫ই মে সোমবার সাতক্ষীরা শহরের প্রাণকেন্দ্র ঐতিহাসিক চিল্ড্রেন্স পার্কে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে 'বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন ২০০০' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি

আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সাতক্ষীরা সরকারী মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশে প্রচলিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মনীতির সাথে ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আজকে এমন একটি আন্দোলন প্রয়োজন যে আন্দোলন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরাজমান নব্য জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদ ঘোষণা করবে।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), এস,এম, আব্দুল লতীফ (রাজশাহী) সহ স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

উল্লেখ্য যে, পরদিন ১৬ই মে মঙ্গলবার সকাল ৯ ঘটিকায় বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের দায়িত্বশীলদের সাথে এক সাংগঠনিক বৈঠকে মিলিত হন। একই দিন বাদ যোহর তিনি তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নব নির্মিত কুশখালী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধন করেন।

রংপুর যেলা সম্মেলন

১৮ই মে বৃহস্পতিবার

অদ্য বাদ আছর হ'তে গভীর রাত্রি পর্যন্ত রংপুর শহরের অনতিদূরে ছিলমন হাফেযিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে রংপুর যেলা সম্মেলন '২০০০ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব আবদুল বাক্বীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও বিশেষ অতিথি ছিলেন সিনিয়ার নায়েবে আমীর ও সউদী মাব'উছ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কেন্দ্রীয় দাঈ মাওলানা আব্দুল লতীফ ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। সম্মেলনে মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর তাঁর দীর্ঘ ভাষণে তাওহীদ সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং তাওহীদ বিরাধী আক্বীদা ও আমল থেকে দূরে থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নিরলস সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় সকলকে উদারভাবে সহযোগিতা করার ও নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

বক্তৃতার পূর্বেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত রংপুর সেন্ট্রাল রোড সালাফিয়া মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সদস্য বৃন্দের সাথে একান্ত আলোচনায় মিলিত হন। পরদিন সকালে শহরের খাসবাগ মারকাযী জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের যেলা নেতৃবৃন্দ ও মহিলা সমাবেশের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

দিনাজপুর (পশ্চিম) যেলা সম্মেলন

১৯শে মে শুক্রবার

যেলা সভাপতি জনাব জসীরুদ্দীনের সভাপতিত্বে শহরের প্রাণকেন্দ্র লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা সম্মেলন '২০০০ অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টির কারণে পার্শ্ববর্তী ময়দান থেকে মঞ্চ পরিবর্তন করে তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে নির্মিত অত্র বিরাট জামে মসজিদে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম (দিনাজপুর), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, কেন্দ্রীয় দাঈ মাওলানা আব্দুল লতীফ, সিরাজগঞ্জ যেলা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আলমগীর হুসায়েন ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় ভাষণে দেশে প্রচলিত রাজনৈতিক ও ইসলামী দলগুলির সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আদর্শিক ও পদ্ধতিগত পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং বলেন যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনই একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন, যা স্রেফ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে চায়। তিনি ইসলামী দলগুলির নেতৃবৃন্দকে খৃষ্টানী গণতন্ত্রের মেয়াদ ও প্রার্থী ভিত্তিক ইলেকশনী ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে এক মনে ও আপোষহীনভাবে 'দাওয়াত ও জিহাদ'-এর কর্মসূচী নিয়ে বাংলাদেশকে নির্ভেজাল ইসলামী দেশে পরিণত করার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

বাদ ফজর তিনি যেলার প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে আগত ১৪ জন নতুন আহলেহাদীছ ভাইয়ের জামা'আতী আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হন।

লালমণিরহাট যেলা সম্মেলন

২০শে মে শনিবার

আদিতমারী উপযেলাধীন মহিষখোচা হাইস্কুল ও কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলন '২০০০ উপলক্ষ্যে

আয়োজিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনই মানবতার একমাত্র মুক্তি আন্দোলন। যুগে যুগে মানুষ নিজ নিজ রায় ও লালিত মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। আজ আমরা আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের মানদণ্ড পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। শুধু রাফ'উল ইয়াদায়েন ও যোরে আমীন নয় বরং ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় ও বিজাতীয় সকল প্রকারের তাক্বলীদী জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কাছে ফিরে যেতে হবে। তবেই জাতির মুক্তি ও কল্যাণ আসতে পারে। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুসলমানের কাম্য নয়। এসবের সাথে আপোষ করে কখনোই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। ইসলাম কোন বাতিলের কাছ থেকে আদর্শ ধার করে না। বরং ইসলামের কাছ থেকেই সারা বিশ্ব কিছু না কিছু সর্বদা ধার নিচ্ছে। তিনি সকল প্রকারের হীনমন্যতা পরিহার করে শিক্ষিত সমাজকে ময়দানে চলে আসার আহ্বান জানান এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিপ্লবী কাফেলায় শরীক হয়ে সকলকে ইহকাল ও পরকালে মুক্তি হাছিলের আবেদন জানান।

যেলা সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন সম্মানিত সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, কেন্দ্রীয় দাঈ মাওলানা আব্দুল লতীফ, খ্যাতনামা বাগ্মী অধ্যাপক আলমগীর হুসায়েন ও মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। সম্মেলনে জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও স্থানীয় শিল্পী বৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলন শেষে রাত ৩-টা থেকে ফজর পর্যন্ত মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা ও এলাকা দায়িত্বশীলদের সাথে সাংগঠনিক বৈঠক করেন।

ঢাকা যেলা সম্মেলন

২৬শে মে '২০০০

মানুষের মনগড়া মতবাদ বাতিল এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে 'ঢাকা যেলা সম্মেলন' ২০০০ গত ২৬শে মে শুক্রবার স্থানীয় সুরীটোলা হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকাল থেকে রাত ১-টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম। প্রধান অতিথি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

প্রধান অতিথি স্বীয় ভাষণে বলেন যে, ৩৭ হিজরীর পূর্বে পৃথিবীর মুসলমান সবাই কেবল 'মুসলিম' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখন বিদ'আতের উত্থান ঘটল, তখন থেকেই বিদ'আতপন্থী ও হাদীছপন্থী দু'টো দল চিহ্নিত হয়ে গেল।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রচলিত অর্থে কোন দল বা গোষ্ঠীর নাম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। যার ভিত্তি হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনকালীন যুগ এবং বর্তমান যুগের মধ্যে কেবল প্রযুক্তিগত পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে যুগে আরব সমাজে সূদ-ঘুষের অর্থনীতি চালু ছিল। বর্তমান সমাজেও সূদ-ঘুষের অর্থনীতি চালু আছে। সে যুগে নারী নির্যাতন ছিল, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন বিশ্ব রেকর্ড করে গেছে। তৎকালে আরবে যেমন গরীবের জন্য ন্যায়বিচার ছিল না। আজও তেমনি নেই। এখন দেশের আদালতে লাখ লাখ মামলা ঝুলছে, বিচার হচ্ছে না। যে কারণে সন্ত্রাসীরা প্রশ্রয় পাচ্ছে। বরং দলীয় রাজনীতির সুবাদে এদেশে একজন জ্ঞানী লোকের চেয়ে একজন সন্ত্রাসীর কদর বেশী।

'বর্তমানে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে' কারো কারো এ উক্তিকে আপাততঃ সমর্থন করে মাননীয় প্রধান অতিথি বলেন, হ্যাঁ বোমা বানানোর সভ্যতা, ফেনসিডিল সভ্যতা, হেরোইন সভ্যতা, তরবারির বদলে পিস্তরেল সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। তিনি বলেন, এ সভ্যতা মানুষের মনুষ্যত্বকে ছিনিয়ে নেয়। এ সভ্যতা নারীর ইয্যত হরণ করে। এ সভ্যতা মানুষের কাম্য নয়।

তিনি বলেন, সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড কি? কেউ মনে করেন, অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত, কেউ মনে করেন নেতা বা নেত্রীর রায়ই চূড়ান্ত, কেউ মনে করেন হুযূরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কেউ মনে করেন ইমাম বা পীরের ফৎওয়াই চূড়ান্ত। কিন্তু আল্লাহ বলেন, 'হে নবী আপনি বলে দিন যে, হক আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আসে। যার ইচ্ছা তা মানুক, যার ইচ্ছা তা প্রত্যাখ্যান করুক। আমরা যালিমদের জন্য অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে রেখেছি' (কাহফ ২৯)। অতএব অধিকাংশের রায় মিথ্যা হ'তে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান কখনই মিথ্যা হ'তে পারে না।

তিনি মানুষের 'হক' গ্রহণ না করার চারটি কারণ উল্লেখ করেন। যেমন (১) বাপ-দাদার ঐতিহ্যঃ মানুষ এটি পরিত্যাগ করতে পারে না। সকল নবীকেই এই বাধা মোকাবিলা করতে হয়েছে। (২) কায়েমী নেতৃত্বঃ নবীরা দাওয়াতে সন্দেহ করে কাফির নেতারা বলত, নবীদের নেতা হবার আকাংখী (মুমিনুন ২৪)। (৩) সামাজিক রেওয়াজঃ প্রচলিত রেওয়াজকে ডিঙিয়ে মানুষ অনেক সময় সত্য গ্রহণ করতে পারে না। (৪) আত্মপ্রবৃত্তিঃ নিজ খেয়াল

খুশীর তাড়নায় অনেক সময় মানুষা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। সন্তান উচ্চ শিক্ষিত হয়েও মূর্খ বাপ-দাদার ঐতিহ্য ছাড়তে পারে না। বরং বলে থাকে- তারা কি ভুল করে গেছেন?

ইমাম আবু হানীফার উক্তি উদ্ধৃত করে মাননীয় প্রধান অতিথি বলেন, ইমাম আবু হানীফা ছহীহ হাদীছকে নিজের মযহাব হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ছহীহ হাদীছ বিরোধী তাঁর মতকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলেছেন। অথচ আমরা নিজ প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নবীর হাদীছকে অগ্রাহ্য করে ঐসব মহান ইমামদের নামে মাযহাবী দলাদলি সৃষ্টি করেছি। তিনি প্রচলিত মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ এবং মানুষের মনগড়া সকল বিজাতীয় মতবাদ পরিত্যাগ করে 'অহি' ভিত্তিক জীবন গড়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন বলেন, যখন সমাজ অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তখন একটি দলকে এগিয়ে আসতে হয় অধঃপতিত জাতিকে তুলে আনতে। আর এটা সম্ভব হয় আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের প্রয়োগের মাধ্যমে। তিনি বলেন, মক্কায় তৎকালে সমাজ ও ধর্ম থাকা সত্ত্বেও প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। কারণ যে সমাজ ও ধর্ম ছিল তা আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী পরিচালিত হ'ত না। হ'ত মানুষের মনগড়া মতবাদ অনুযায়ী। আল্লাহ্র নবী সেই সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেন।

তিনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে নতুন সমাজ গড়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ, মাওলানা আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সুরিটোলা জামে মসজিদের খত্বীব অধ্যাপক মাওলানা সহীফুল ইসলাম, বাংলাদুয়ার জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুদ্দীন, আহলেহাদীছ যুবসংঘ ঢাকা যেলা সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন ও তাবলীগ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয প্রমুখ। বক্তৃতার বিরতিতে হামদ, না'ত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে রাখেন আহলেহাদীছ সাংস্কৃতিক দল সমূহের শিল্পীবৃন্দ। ঢাকা যেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী প্রথম বেলার প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে সম্মেলনে যোগদান করেন। মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় বিপুল সংখ্যক মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনেন।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত এইদিন মহল্লার বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় সকলকে 'আখেরাত ভিত্তিক জীবন' পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর বাদ আছর তিনি যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সাথে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন।

ব্যতিক্রম ধর্মী ওলামা সমাবেশ

২৭শে মে ২০০০ শনিবার

তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় উত্তরা, ঢাকায় ইসলামী শরীয়তের উপর গবেষণাধর্মী এক পর্যালোচনা সভা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সভায় দরসে কুরআন, তাক্বলীদ ও উহার পরিণাম, সুন্নাত ও বিদ'আত, ছালাতুর রাসূল বনাম প্রচলিত ছালাত, তাহলীল প্রথা ও উহার পরিণাম, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধীদের শাস্তির বিধান ও ফিকহ গ্রন্থসমূহের ফৎওয়া প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, মাওলানা আকরামুয যামান, মাওলানা আজমল হোসাইন, অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ ও মাওলানা মোশাররফ হোসাইন আকন্দ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আহলেহাদীছ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও পটভূমি এবং মুসলিম ঐক্যে এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। তিনি ও সভাপতি ছাহেব উপস্থিত আলেমদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

উক্ত ওলামা ও সুধী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমেঃ পটুয়াখালী থেকে ৬জন, ভোলা-৭, বরিশাল-৫, চাঁদপুর-৩, বরগুনা-৩, নারায়ণগঞ্জ-২, কুমিল্লা-৫, ঢাকা-১১ ও গাজীপুর-৬ মোট ৪৮ জন।

আলোচনা শেষে উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের নিজস্ব মন্তব্য সমূহ ছিল বড়ই হৃদয়গ্রাহী। তাঁরা অহেতুক তাক্বলীদী গোঁড়ামী ও নিজেদের সৃষ্ট মাযহাবী গণ্ডী থেকে বেরিয়ে সরাসরি ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল শুরু করার ব্যাপারে স্ব স্ব প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ও সকলের দো'আ ও আল্লাহ্র রহমত কামনা করেন।

বরিশাল শহরের জনৈক ধনাঢ্য সুধী বলেন, দীর্ঘ ১৬ বৎসর সৌদী আরবে ও ১০ বৎসর লণ্ডনে থাকার পরেও ভুল ভাঙ্গেনি। কিন্তু বর্তমানে সঠিক আক্বীদার উপর আমল করতে শুরু করেছি। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম

বুড়িচং, কুমিল্লা থেকে আবদুল্লাহ খাঁনঃ গত ৪ঠা মে বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী, বুড়িচং-এর মিলনায়তনে আত-তাহরীক পাঠকদের উপস্থিতিতে 'আজকের সমাজে আত-তাহরীক পাঠের গুরুত্ব' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন জনাব মামুন সরকার (তুলাগাঁও), রুহুল ইসলাম (সিলেট), শহীদুল ইসলাম (কুমিল্লা ক্যান্টনম্যান্ট), জয়নাল আবেদীন (সিলেট), আবদুল্লাহ খাঁন, যহীরুল ইসলাম, হেমায়েত হোসায়েন হেলাল (চাঁদপুর), আতীকুর রহমান সরকার (দেবিদ্বার), আবুল কালাম আযাদ (বি,এস,সি) ও মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ প্রমুখ।

বক্তাগণ মাসিক আত-তাহরীক-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও তাহরীকের সার্বজনীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে পাঠকগণের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। জনৈক বক্তা আত-তাহরীককে 'ভ্রাম্যমান বিশ্ববিদ্যালয়' উল্লেখ করে বলেন, এটি দেশের প্রকাশিত সকল মাসিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সভা শেষে প্রার্থীবিহীন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আল-হেরা মডার্ণ একাডেমীর ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব আবদুল ওয়াদূদকে আহ্বায়ক, জনাব মাওলানা যয়নাল আবেদীন ও জনাব আবদুল্লাহ খাঁনকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ১০ জনকে সদস্য করে আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। সদস্যগণ হ'লেন আতীকুর রহমান সরকার, হেমায়েত হোসায়েন (হেলাল), শহীদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয, আবুল কালাম আযাদ, যহীরুল ইসলাম (ইমন), আবুল কালাম, মাহফূযুল ইসলাম, সুলতান মাহমূদ, আবদুল্লাহ আল-মুস্তাছির ও আবদুল বাছেত প্রমুখ।

আত-তাহরীকঃ সময়োপযোগী পত্রিকা

বাজারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি অনেক পত্রিকা রয়েছে। কিন্তু ইসলামের শাশ্বত বাণী মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার মত পত্রিকা তুলনামূলকভাবে নিতান্তই কম। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী সাধারণ মানুষের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার দা'ওয়াতী কার্যক্রম হাতে নিয়ে বিভাগীয় শহর রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে **মাসিক আত-তাহরীক**। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

বাংলাদেশ মূলতঃ মুসলিম প্রধান দেশ। এখানকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইসলামী ভাবধারায় হওয়া উচিত, যাতে করে আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষের মাঝে ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি পায়। ফলে গড়ে উঠে শান্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ। কিন্তু বাজারে যে সব পত্রিকা দেখা যায় এবং অবাধে বিক্রয় করা হয়, তার অধিকাংশই চরিত্র হননকারী। যৌন সুঁড়সুঁড়িমূলক গল্প-কাহিনী নিয়ে প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করে মানুষের বিশেষ করে যুবসমাজের চারিত্রিক অবনতি ঘটছে। ছেলে-মেয়েদের নির্মল মন-মানসিকতা ধাবিত হচ্ছে অসামাজিক ও অশ্লীল কার্যকলাপের দিকে। পাশাপাশি টেলিভিশন, সিনেমা ও অনুরূপ অন্যান্য মাধ্যমগুলোতে যে ধরনের ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে, তাতেও নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটছে। একটি মুসলিম সমাজে এগুলো মোটেই কাম্য নয়।

মুসলিম জাতিকে এই অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব বিজ্ঞ আলেম সমাজ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের। বর্তমানের পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত মানব সমাজকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাপক প্রচার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ইসলামী জীবন যাপনের তথা ইসলামী জীবন বিধান হিসাবে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিভিন্ন দিক মানব সমাজের নিকট তুলে ধরা যরূরী হয়ে পড়েছে। আর এ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে 'দাওয়াত ও তাবলীগ'-এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক পত্রিকা প্রকাশ করে মানুষের ঘরে ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানো 'দাওয়াত ও তাবলীগী' কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশবিশেষ। এই মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের লক্ষ্যে বিজ্ঞ সম্পাদক ছাহেবের **'মাসিক আত-তাহরীক'** প্রকাশ নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ও প্রশংসার দাবীদার।

প্রচার মাধ্যম হিসাবে পত্রিকা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির এই যুগে পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর ও বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুচিন্তিত মতামত ও লেখা পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়। কাজেই হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আদর্শ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য পত্রিকাকে প্রচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত বলে মনে করি। বিজ্ঞ আলেম সমাজ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষিত সমাজ আমার সঙ্গে একমত পোষণ করবেন বলে আশা করি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেন, রাজশাহী থেকে **'মাসিক আত-তাহরীক'** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে- তা কি আপনি জানেন? তিনি পত্রিকাটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। জবাবে বললাম, 'পত্রিকাটি আমি পড়েছি এবং ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও সম্পাদক ছাহেবকে চিনি'। প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে তিনি পত্রিকাটিতে লেখার অনুপ্রেরণা দেন। কারণ, তিনি আমার লেখা পড়েছেন এবং লেখক হিসাবে জানেন। যাহোক মূল আলোচনায় ফিরে আসি। বলছিলাম **মাসিক আত-তাহরীকের** কথা। পত্রিকাটির বিভিন্ন বিভাগে যে সব লেখা প্রকাশিত হয় তা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক। দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ বিভাগে বোধগম্য ভাষায় কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যাতে করে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে। প্রশ্নোত্তর বিভাগে জিজ্ঞাসার উত্তরে কুরআন-হাদীছের আলোকে সঠিক জবাব দেওয়া হয়ে থাকে, যা মানুষের অজানা বিষয়কে জেনে জ্ঞান-পিপাসা নিবারণে সহায়ক হিসাবে কাজ করে। সম্পাদকীয়তে সময়োপযোগী বিষয়ে আলোচিত হয়, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। অন্যান্য বিভাগগুলিও সুনাম অর্জন করে চলেছে। স্বল্পকথায় বলতে গেলে, পত্রিকাটি সর্বসাধারণের ইসলামী চেতনাবোধ জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উপসংহারে বলতে হয়, একথা অনস্বীকার্য যে, মুসলমানদের ধর্মীয় আকাশ বর্তমানে মেঘাচ্ছন্ন। ইসলাম বাতিল শক্তি দ্বারা চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত। মুসলমানদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনৈসলামিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের ফলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। মানব চরিত্রের অবণতির ফলে পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে মানব সমাজ জাহান্নামের দিকে ধাবমান। আর তাই মাটির প্রদীপের ক্ষীণ শিখা সম হ'লেও সত্য পথ ভুলে অন্ধকারে চলমান মানব জাতিকে আলোর পথে চলার দিক নির্দেশনার 'দা'ওয়াত ও তাবলীগী' কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত **'মাসিক আত-তাহরীক'** সত্যিই সময়োপযোগী পত্রিকা। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন- আমীন!

ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
মির্জাপুর পূর্বপাড়া, বিনোদপুর বাজার
রাজশাহী-৬২০৬।

মাসিক আত-তাহরীক প্রসঙ্গে আমার অনুভূতি

মাসিক **আত-তাহরীক** পত্রিকাটির আমি একজন নিয়মিত পাঠক ও সৌজন্য কপি প্রাপ্ত ব্যক্তি। ইসলাম ধর্ম নীরব নিথর একটি জড়পদার্থ বিশেষ নয়। এটি একটি চলন্ত অতি বেগবান ও সমস্যা সমাধানের বাস্তব ধর্ম। অতীতে এরূপ আবেগ অনুভূতি নিয়েই জন্ম নিয়েছিল কলিকাতা থেকে মাসিক 'আহলে হাদিস' ও পাবনা থেকে মাসিক 'তর্জুমানুল হাদিছ' পত্রিকা। যার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মোহাম্মাদ আব্দুল হাকীম (হানাফী) ও মোহাম্মাদ বাবর আলী (আহলেহাদীছ) এবং মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ছাহেব। আমি মনে করি 'ইসলাম যেন্দা হোতা হায় হার কারবালা কে বা'দ' এ ব্যাখ্যা সত্য নয়। ইসলাম একটা চঞ্চল গতিধারা নিয়ে চলমান পরিপূর্ণ ধর্ম। যার বিকাশ শুরু হয়ে দীর্ঘ ১৪ শত বছর অতিক্রম করে আজও যিন্দাবাদ সর্বস্ব না হয়ে অর্থবাহী এক পূর্ণ ও গতিশীল জীবন ব্যবস্থা।

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সত্যিই এ পথ অনুসরণে তৎপর এবং এ সংগ্রামে তিনি অতীতের জয়ী মুসলিম সেনাপতিদের পথ অনুসরণে কৃতী ব্যক্তিত্ব।

আমি তাঁর এ মহতী প্রচেষ্টাকে আরও সুন্দর ও বেগবান দেখলে খুশী হব।

মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ (ম্যাজিষ্ট্রেট অবঃ)
সম্পাদক, সাপ্তাহিক রাজশাহী বার্তা
হেতম খাঁ, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২৭১)ঃ শরীয়তের মানদণ্ডে কালো-সাদার মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি? আমি সুন্দরী ও আল্লাহভীরু মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। এ সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুস সাত্তার
জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে সাদা-কালোর মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি সর্বাধিক আল্লাহভীরু' (হুজুরাত ১৩)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, '... কালোর জন্য লালের উপরে, লালের জন্য কালোর উপরে কোন মর্যাদা নেই 'তাক্বওয়া' ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি অধিক তাক্বওয়াশীল' *(আহমাদ ৫/৪১১)*। অন্য হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদের দিকে তাকাবেন না। তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তঃকরণ ও তোমাদের আমল সমূহ' *(মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নারীকে চারটি গুণের কারণে বিবাহ করা হয়। তার ধনের কারণে, তার বংশ মর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে এবং তার দ্বীনদারীর কারণে। তন্মধ্যে দ্বীনদার নারী লাভ করতে সচেষ্ট থাকবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮২)*। অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সমগ্র দুনিয়াটাই হ'ল সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল সতী-সাধ্বী নারী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)*। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রে তাক্বওয়া ও দ্বীনদারীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রশ্ন (২/২৭২)ঃ কিছু জাল ও যঈফ হাদীছ বিষয়ক পুস্তকের নাম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুল ইসলাম
গড়পাড়া, পলাশ বাজার
নরসিংদী।

উত্তরঃ আরবী ভাষায় জাল ও যঈফ হাদীছের উপর অনেক কিতাব লিখা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'লঃ- কিতাবুল মাউযূ'আত, লেখকঃ ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৯০২ হিঃ); আল-লাআলিল মাছনূ'আহ -জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ); তামযীযুত ত্বাইয়িব মিনাল খাবীছ -শায়বানী; তাযকিরাতুল মাউযূ'আতিল কাবীর -মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ); কাশফুল খেফা -আল-আজলূনী (মৃঃ ১১৬২ হিঃ); আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ -ইমাম শাওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ); সিলসিলাতুল আহাদীছিয যাঈফা ওয়াল মাউযূ'আহ -নাছেরুদ্দীন আলবানী (মৃঃ ১৪২০ হিঃ), যঈফুল জামে'ইছ ছাগীর -ঐ; যঈফ আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ -ঐ।

প্রশ্ন (৩/২৭৩)ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ব্যাপারে ইসলামের কোন বাধা আছে কি?

-যাকারিয়া
শারে' খাযযান
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ দুনিয়াবী ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য অমুসলিমদের সাথে বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখার অনুমতি রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, (তবে তাদের সাথে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখতে পার)। আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' (আলে ইমরান ২৮)।

এ কারণে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক স্বার্থ বিরোধী বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী ইত্যাদি বিষয়ে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্ন (৪/২৭৪)ঃ অনেককে সূরা ফাতিহা পড়ে সাপের বিষ ঝাড়তে দেখি। এটা কি শরীয়ত সম্মত? দলীল সহ জানতে চাই।

-সাঈদুর রহমান
তালুচহাট, দুপচাঁচিয়া
বগুড়া।

উত্তরঃ সূরা ফাতিহা পড়ে সাপের বিষ ঝাড়া শরীয়ত সম্মত। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন এবং তিনি সুস্থ হ'ন....' (বুখারী)। এজন্য সূরা ফাতিহাকে 'সূরাতুশ শিফা' বা 'রোগমুক্তির সূরা' বলা হয় (তাফসীর ইবনু কাছীর ১/১১-১২ পৃঃ; কুরতুবী ১/৯৪ ও ১০৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৫/২৭৫)ঃ তাবলীগী নেসাবে বায়হাক্বীর বরাতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তা শ্রবণ করি এবং দূর থেকে যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পড়ে তা আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়' (ফাযায়েলে দরূদ শরীফ ১৮ পৃঃ)। উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসীবুদ্দৌলা
গয়াঘড়ি বাড়ী
নীলফামারী।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ নয়। ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। এর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন মুরান সিন্ধী সম্বন্ধে ইবনে নুমাইর বলেছেন যে, সে মিথ্যাবাদী। নাসাঈ বলেছেন, সে পরিত্যক্ত অর্থাৎ তার হাদীছ অগ্রহণযোগ্য (কিতাবুল মাউযূআত ১/৩০৩ পৃঃ)।

আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী এই হাদীছ জাল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ছহীহ হাদীছে শুধু একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠায় তার দরূদ তার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। (সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফা ১/২০০ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৬/২৭৬)ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একশত টাকার 'সূদমুক্ত জাতীয় প্রাইজবণ্ড'-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ হবে কি? লটারীর মাধ্যমে যার ড্র অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাফীয
বাসা নং ৩, রোড নং ১১
সেক্টর নং ৬, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত প্রাইজবণ্ডের মাধ্যমে পুরস্কার গ্রহণ শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ লটারী শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর প্রাইজবণ্ডের পুরস্কার প্রাপ্তরা লটারীর মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এটি অনিশ্চিত বিষয়। যা 'গারার' বা ধোকার অন্তর্ভুক্ত এবং 'গারার' জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, ভাগ্য নির্ধারক শর, এ সব শয়তানের অপবিত্র কর্ম। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক যেন তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও' *(মায়েদাহ ১১)*। আলোচ্য আয়াতে জুয়া বা লটারীকে হারাম করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এটাতে কয়েক ধরনের ধোকা রয়েছে। যেমন- (১) সূদমুক্ত কথাটি বলে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে মাত্র। অথচ সকলেই জানেন, প্রাইজবণ্ডে কোন লাভ দেওয়া হয় না। অতএব সূদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না (২) লাখ লাখ টাকার প্রাইজবণ্ড কিনার ফলে ব্যক্তির পকেট থেকে সম্পদ চলে যায়। কিন্তু এর বিনিময়ে তিনি কোন লাভ পান না। ফলে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক বা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে টাকা রাখলে যে লাভ তিনি পেতেন, তা থেকে বঞ্চিত হন (৩) বিরাট অংকের প্রাইজের লোভ দেখিয়ে ব্যক্তির পকেট ছাফ করা হয়। যা পরিষ্কার জুয়া (৪) এর দ্বারা ব্যক্তি উদ্যোগ ব্যাহত হয়। যা সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে (৫) এর ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ন্যায় ব্যক্তিসমষ্টির পুঁজি এক স্থানে জমা হয়ে দেহের রক্ত মাথায় সঞ্চিত করে। ফলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এমনকি একসময় অর্থনীতির চাকা অচল হয়ে পড়ে। দেহের সর্বত্র রক্ত চলাচলের ন্যায় ইসলাম সমাজের সকল স্তরে অর্থনীতিকে সচল রাখতে চায়। জুয়া, লটারী ইত্যাদি পুঁজিবাদী অর্থনীতির হাতিয়ার। এগুলি অর্থনীতিকে জমাটবদ্ধ রক্তের ন্যায় সমাজের কিছু লোকের নিকটে সঞ্চিত করে। যা আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। অতএব রাতারাতি বড়লোক হওয়ার লোভ সংবরণ করে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করা মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন (৭/২৭৭)ঃ ঈমান কি? সংজ্ঞা সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমানুল্লাহ আল-আমান
জগতপুর, বুড়িচং
কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'ঈমান' শব্দটি 'আমান' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ ভীতিশূন্য নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। পারিভাষিক অর্থে বিশ্ব পালক আল্লাহ্র উপরে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে 'ঈমান' বলে।

মুহাদ্দেছীনের পরিভাষায় ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ

উচ্চারণঃ আল ঈমা-নু হুয়াত তাছদীকু বিল জানা-নি, ওয়াল ইক্বরা-রু বিল লিসা-নি, ওয়াল 'আমালু বিল আরকা-নি; ইয়াযীদু বিত্ত্বা-'আতি ওয়া ইয়ান্কুছু বিল মা'ছিয়াতি।

'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল ঈমান। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাস প্রাপ্ত হয়' (বিস্তারিত দেখুন, মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর '৯৭ প্রবন্ধঃ ঈমান, পৃঃ ২০-৩১)।

প্রশ্ন (৮/২৭৮)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হ'ল স্বীয় বোন

ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদেরকে প্রহার করতে গিয়ে তার বোনের কাছ থেকে সূরা ত্বাহা-র কতিপয় আয়াত শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া-এই ঘটনা ঠিক নয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আসাদুল্লাহ
টিকরাভিটা, কাচিহারা
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি সমাজে বহুল প্রচলিত হ'লেও তা ছহীহ ও মাক্বূল (গ্রহণযোগ্য) সনদে বর্ণিত হয়নি। বক্তা যা বলেছেন তা সঠিক। এ সম্পর্কে ডঃ মাহদী রিযকুল্লাহ বলেন, 'আলোচ্য ঘটনাটি এমন কোন সনদে বর্ণিত হয়নি যা মুহাদ্দেছীনের নিকটে ছহীহ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত' (আস-সীরাহ আন-নাবুবিইয়াহ আলা যাওয়িল মাছাদির আল-মাছলিইয়া, পৃঃ ২১৬)।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত কারণ হ'ল আল্লাহ্র নিকট নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত দু'আটি- 'হে আল্লাহ! আবু জাহ্ল ও ওমর বিনুল খাত্ত্বাব এ দু'ব্যক্তির মধ্যে যেকোন একজনের দ্বারা আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন'! পরের দিন সকালে ওমর এলেন ও ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর কা'বায় গিয়ে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করলেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৩৬)*।

প্রশ্ন (৯/২৭৯)ঃ এ'তেকাফ কি? এ'তেকাফের নিয়ম কি? কোন মহল্লার একজন এ'তেকাফ করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, এ'তেকাফের জন্য কমপক্ষে তিন দিন মসজিদে থাকতে হবে, এ'তেকাফ দু'হজ্জ-এর সমতুল্য, কথাগুলো কি সঠিক? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ সংজ্ঞা ই'তিকাফ اَلْعُكُفُ। ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যা বাবে ইফতি'আলে-এর মাছদার। অর্থঃ নিজেকে কোন স্থানে বন্ধ রাখা। শারঈ পরিভাষায় আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে ইবাদত ও তেলাওয়াতের মধ্যে বন্ধ রাখাকে ই'তিকাফ বলা হয়। এ'তেকাফ করা সুন্নাত। যা ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত। ছিয়াম ও জামে মসজিদ ব্যতীত এ'তেকাফ হয় না (ছহীহ আবূদাঊদ হা/২১৬০; মিশকাত হা/২১০৬)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন এ'তেকাফের ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের ছালাত আদায় করতঃ এ'তেকাফের স্থানে বসে যেতেন (ছহীহ আবূদাঊদ হা/২১৫২; মিশকাত হা/২১০৪)। অন্যত্র আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ'তেকাফ কারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে কোন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যাবে না, কোন জানাযার ছালাতে শরীক হবে না, স্ত্রীর সাথে মিলবে না, প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যাবে না (ছহীহ আবূদাঊদ হা/২১৬০; মুত্তা, ঐ হা/২১০০)। 'কোন মহল্লার একজন এ'তেকাফ করলে সকলের পক্ষ থেকে এ'তেকাফ হয়ে যায় ও এ'তেকাফ দু'হজ্জ এর সমতুল্য' কথাগুলো ভিত্তিহীন। তাছাড়া এ'তেকাফের জন্য শুধু তিনদিন মসজিদে অবস্থান সুন্নাত নয়। বরং সুন্নাত হচ্ছে রামাযান মাসের শেষের ১০ অথবা ২০ দিন মসজিদে অবস্থান করা (বুখারী, মিশকাত হা/২০৯৯)। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) একবার এ'তেকাফে স্বীয় স্ত্রীদের ভিড় দেখে রামাযানে এ'তেকাফ না করে তা পরবর্তী শাওয়াল মাসে ১০ দিন করেন' (ইবনু মাজাহ হা/১৭৭১)। তবে কেউ মানত করে থাকলে মানত অনুযায়ী (একদিন বা) একরাত এ'তেকাফ করতে পারেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১০১)।

প্রশ্ন (১০/২৮০)ঃ জুম'আর দিনে কৌটা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে টাকা উঠানো জায়েয কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হারূণ
গ্রাম- চোরকোল
পোঃ বাজার গোপালপুর
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ জুম'আর দিন সহ অন্য যেকোন দিনে ছালাত শেষে কৌটা বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে টাকা আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর উপস্থিত সকল ছাহাবীকে দান করার আহ্বান জানান। এমনকি একটি খেজুরের ছাল হ'লেও দান করতে বলেন (মুসলিম, মিশকাত হা/২১০)। আলোচ্য হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছালাত শেষে মুছল্লীদের নিকট দান আহ্বান করা যায়। চাই সেটা কৌটা বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে হৌক। তবে খুৎবা চলা অবস্থায় কৌটা চালিয়ে বা অন্য কোনভাবে টাকা আদায় করা জায়েয নয় (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৫)।

প্রশ্ন (১১/২৮১)ঃ মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে কবর রয়েছে। মুছল্লীর স্থান সংকুলান না হওয়ায় কবরের পাশ দিয়ে আরো পূর্ব দিকে ছালাত আদায় করা হচ্ছে। আমার প্রশ্নঃ কবরের পার্শ্বে এইভাবে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-আব্দুস সাত্তার
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় ছালাত জায়েয হবে। কিন্তু যদি কবরের উপরে কিংবা কবরকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইহুদী-নাছারাদের উপর অভিসম্পাত করুন! তারা তাদের নবীদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করেছে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৭)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা তাদের ভাল লোকদের কবরে মসজিদ নির্মাণ

করেছে (ঐ)। অপর বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) কবরের দিকে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)। সেকারণ কবরস্থান সর্বদা মসজিদ থেকে দূরে রাখাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (১২/২৮২)ঃ কবর স্থানান্তর করা যায় কি? যদি কবরে কিছু না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে স্থানান্তরের পদ্ধতি কিরূপ হবে?

-কাবীরুল ইসলাম
গ্রাম- বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ বিশেষ শারঈ কারণে কবর স্থানান্তর করা যায় (বুখারী হা/১৩৫২; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৭৬৯)। কবরে কিছু না পেলে স্থানান্তরের প্রশ্নই আসে না। সেক্ষেত্রে ঐ স্থানে যে কোন কাজ করা যায়। পুনরায় সেখানে কবরও দেওয়া যায় (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০১)।

প্রশ্ন (১৩/২৮৩)ঃ ছালাতের কিছু অংশ আদায়ের পর কেউ জামা'আতে শরীক হ'লে তাকে ছানা পড়তে হবে কি?

-নূরুল ইসলাম
বড় বনগ্রাম (ভাঁড়ালীপাড়া)
নওদাপাড়া, সপুরা
রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উক্ত অবস্থায় ছানা পড়তে হবে না। বরং ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই ছালাতে শরীক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ছালাতের যে অংশটুকু পাও, সেটুকু পড়। আর যেটুকু না পাও, সেটুকু পুরা কর' (ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫৩৫-৩৬)।

প্রশ্ন (১৪/২৮৪)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ে কিছু অংশ ছুটে গেলে ছুটে যাওয়া অংশ আদায়ের জন্য এক সালামের পর দাঁড়াতে হবে, না দুই সালামের পর দাঁড়াতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হানযালা
চাঁদপুর, পোঃ বোরাকনগর
রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ে কিছু অংশ ছুটে গেলে ঐ অংশ ছালাত শেষে অর্থাৎ ইমামের সালাম ফিরানোর পর আদায় করতে হয়। এক্ষণে যেহেতু একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক এক ও দুই সালামে ছালাত শেষের দলীল পাওয়া যায় (তিরমিযী, ইরওয়া হা/৩২৭, ২/৩৩-৩৪ পৃঃ; আবুদাউদ, মিশকাত হা/৯৫০)। সেহেতু মুক্তাদীর ছুটে যাওয়া ছালাত ইমামের এক সালাম ফিরানোর পর অথবা দুই সালাম ফিরানোর পর আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (১৫/২৮৫)ঃ হানাফী ভাইদের মীলাদ অনুষ্ঠান ইসলামের বিধান অনুযায়ী জায়েয কি-না? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোরশেদুল আলম
মারকায যোবায়ের বিন আদী
গ্রাম+পোঃ কচুয়া সরদার পাড়া
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তরঃ ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত। এটি ৬০৫ মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে সর্বপ্রথম ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরীর নির্দেশে সৃষ্ট একটি ধর্মানুষ্ঠান মাত্র। তবে তিনি করেছিলেন এটি খৃষ্টানদের বড় দিন উৎসবের বিপরীতে আখেরী নবী (ছাঃ)-এর জন্ম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু ভাই সারা বছর যেকোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মীলাদ দিয়ে থাকেন। যেটা বিদ'আত তো বটেই, বরং তার সঙ্গে চরম মূর্খতা যুক্ত হয়েছে। আখেরাতে মুক্তিকামী সুন্নাতের অনুসারী ভাই-বোনদের এসব বিদ'আতী অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এ বিষয়ে আমাদের প্রকাশিত 'মীলাদ প্রসঙ্গ' পুস্তিকাটি পাঠ করুন- *পরিচালক*।

প্রশ্ন (১৬/২৮৬)ঃ মসজিদ নির্মাণ বা সংস্কারের সময় মসজিদের অতিরিক্ত আসবাবপত্র বিক্রি করা যাবে কি?

-ইলিয়াস মিস্ত্রী
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদ নির্মাণ বা সংস্কারের সময় মসজিদের অতিরিক্ত আসবাবপত্র বিক্রি করা যায়। এমনকি ক্রেতা ঐ আসবাবপত্র ইচ্ছামত ব্যবহারও করতে পারে। কূফার জামে মসজিদ হ'তে একবার কিছু চুরি হ'লে ওমর ফারূক (রাঃ) ঐ মসজিদের স্থানটি বিক্রি করতে বলেন। পরে মসজিদের ঐ বিক্রীত স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় (ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২৪৪ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১৭/২৮৭)ঃ ছালাত অবস্থায় জুতা চুরি হচ্ছে বুঝতে পারলে ছালাত ছেড়ে দিয়ে চোর ধরা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ছালাত অবস্থায় সম্পদ, জুতা, মোজা ইত্যাদি চুরির আশংকা থাকলে ছালাত ছেড়ে চোরের পিছনে ধাওয়া করা যায় (মুহাল্লা ২/১৩৬)। ছালাত অবস্থায় সাপ বা বিচ্ছু মারতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (আবুদাউদ, মিশকাত

হা/১০০৪)।

প্রশ্ন (১৮/২৮৮)ঃ ইসলামী শরীয়তে মানত-এর বিধান কি? অনেককে ছেলে-মেয়ের রোগমুক্তির জন্য মসজিদ, মাদরাসা ও ফক্বীর-মিসকীনকে গরু-ছাগল-হাঁস মুরগী বা টাকা-পয়সা প্রদানের মানত করতে দেখা যায়। এ বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- হোসনেআরা
গ্রামঃ বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন যে, তোমরা মানত করো না। কেননা মানত তাক্বদীরের উপরে কোন প্রভাব ফেলেনা। মানত দ্বারা বখীলের কিছু সম্পদ বের করা হয় মাত্র (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৬)। তবে কেউ যদি মানত করে, তবে তা পূরণ করা যরূরী। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কেউ যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য কোন মানত করে তাহ'লে সে যেন তা পূরণ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করার জন্য মানত করবে, সে যেন তা পূরণ না করে' (বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)।

প্রশ্ন (১৯/২৮৯)ঃ মৃত ব্যক্তি কষ্টে থাকলে নাকি স্বপ্নে দেখা দেয়। এ কথা সত্য কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-কুমকুম আখতার
নাগেরগ্রাম
কিশোরগঞ্জ।

উত্তরঃ এ কথা সত্য নয়। এ সম্পর্কিত কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। এ ধরনের কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে এর অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাইতে হবে ও আঊযুবিল্লাহ... পড়ে বামদিকে তিনবার থুক মারতে হবে। ঐ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যাবে না এবং শোয়া অবস্থায় থাকলে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩)। তবে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা ও দান-ছাদাক্বা করার কথা হাদীছে এসেছে (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)।

প্রশ্ন (২০/২৯০)ঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? সঠিক উত্তরে বাধিত করুন।

-মহব্বত আলী
মারকায যোবায়ের বিন আদী
গ্রাম+পোঃ কচুয়া সরদার পাড়া
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তরঃ 'আহ্ল' অর্থ অনুসারী। 'সুন্নাত' অর্থ তরীকা বা পদ্ধতি। 'জামা'আত' অর্থ দল। শারঈ পরিভাষায় সুন্নাত অর্থঃ দ্বীনী বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে বুঝায়। জামা'আত অর্থঃ জামা'আতে ছাহাবাহ বা ছাহাবীগণের দল। এক্ষণে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' অর্থ হ'লঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকার অনুসারী ব্যক্তি বা দল (আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৭২)। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك 'হক-এর অনুসারী ব্যক্তি একাকী হ'লেও তিনি একটি জামা'আত' (হাশিয়া, মিশকাত, আলবানী হা/১৭৩)। আহলে সুন্নাত-এর অপর নাম 'আহলে হক'। অতএব সুন্নাত -এর বিরোধী বিদ'আতী কোন ব্যক্তি যেমন আহলেসুন্নাত হ'তে পারে না। তেমনি ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা, আমল ও তরীকা বিরোধী কোন ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'লঃ নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তরীক্বা অনুযায়ী যে মুমিন যতটুকু কাজ করবেন, তিনি ততটুকু আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত হবেন। শুধু দাবী, স্লোগান ও সাইনবোর্ড যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন (২১/২৯১)ঃ কোন মুসলিম স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর কতটুক আনুগত্য করা প্রয়োজন? স্বামীর অবাধ্যতার পরিণতি কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ স্ত্রী সর্বদা স্বামীর অনুগত থাকবে। স্বামীর বৈধ আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন। আর এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে, সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে' (নিসা ৩৪)। স্বামীর অবাধ্যতার পরিণতি ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কর্ণ পার হয় না (অর্থাৎ কবুল হয় না)। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে ঐ মহিলা যে স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে' (তিরমিযী, মিশকাত হা/১১২২)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত ঐ মহিলার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬)। তবে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় স্বামী, পিতা কারুরই কোন আনুগত্য নেই (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪-৬৫, ৯৬)।

প্রশ্ন (২২/২৯২)ঃ সাপে কাটার ফলে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে কি বিনা হিসাবে জান্নাত পাবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব

দানে বাধিত করবেন।

-মাহমূদুল হাসান
গ্রাম ও পোঃ বিলচাপড়ী
থানা ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ সাপে কাটার ফলে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এ কথাটি ঠিক নয়। তবে বিভিন্ন বর্ণনায় একাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকে 'শহীদ' বলা হয়েছে। এর মধ্যে বিষাক্ত পশুর দংশনে মৃত্যুবরণকারীও রয়েছে (ফাৎহুলবারী ৬/৫০-৫২ অনুচ্ছেদ ৩০)। নেককার মুসলমান হ'লে সাপের দংশনে মৃত্যুবরণকারীও শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। তবে প্রকৃত শহীদ কে তা আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন (২৩/২৯৩)ঃ সূরা আনফালের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে ফিৎনা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন কেন?

-মুহাম্মাদ আলফাযুদ্দীন
সুলতানগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফিৎনা অর্থ পরীক্ষা, শাস্তি বা শাস্তির কারণ। যে কোন পরীক্ষার ভাল ও মন্দ দু'টি ফল থাকে। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বান্দার নিকট প্রেরিত আমানত ও পরীক্ষা। এগুলোর মোহে পড়ে মানুষ আল্লাহ্‌কে ও তাঁর প্রেরিত বিধানকে ভুলে যাচ্ছে কি-না সেটা একটা বড় পরীক্ষা বটে। কেননা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় অনেক সময় মানুষ পাপের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে এগুলো তার জন্য পরকালীন আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন (২৪/২৯৪)ঃ কালোবাজারী ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে আমার আব্বাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আমার আম্মা আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বললে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। এতে কি পিতা-মাতার নাফরমানী করা হ'ল?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কাষ্টমস হাউস, খালিশপুর
খুলনা।

উত্তরঃ একমাত্র শরীয়ত সমর্থিত কাজেই পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজে নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে চলবে...' (লোকমান ১৫)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমরা গোনাহের ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না' (মায়েদা ২)।

সুতরাং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যেহেতু মহাপাপের কাজ। সেহেতু সত্যসাক্ষ্য দেওয়ায় পিতা-মাতার নাফরমানী হবে না।

প্রশ্ন (২৫/২৯৫)ঃ এক শ্রেণীর লোক টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে নেশা করছে। এটা কি মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে?

- গোলাম মোস্তফা
লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ যে বস্তু খেলে নেশা হয় সেটিই মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর শরীয়তে মাদকদ্রব্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌র (ছাঃ) বলেছেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে তার কম পরিমাণও হারাম' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫)।

উল্লেখিত হাদীছের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, নেশা কম হউক বা বেশী হউক সেটি হারাম। অতএব টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে যে নেশা করা হচ্ছে সেটা মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা শরীয়তে হারাম।

প্রশ্ন (২৬/২৯৬)ঃ আমাদের উপর যখন তখন বিপদাপদ নেমে আসে। সুতরাং আমাকে এমন কিছু দো'আ শিখিয়ে দিন, যাতে করে আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

-মীযানুর রহমান
ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ
দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবার অনেক দো'আ রয়েছে। তন্মধ্যে সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস তিনবার পাঠ করা একটি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, একদা আমরা গভীর অন্ধকার ও বৃষ্টিমুখর রাত্রিতে রাসূল (ছাঃ)-কে খুঁজতে বের হ'লাম। অতঃপর আমরা তাঁকে খুঁজে পেলাম। তখন তিনি বললেন, সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস তুমি সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়বে। তাহ'লে সকল বিপদের জন্য যথেষ্ট হবে। অসুখ-বিসুখ হ'লেও রাসূল (ছাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে নিজের শরীরে ফুঁক দিতেন (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, হাসান ছহীহ মিশকাত হা/২১৬৩)। এতদ্ব্যতীত *আত-তাহরীক* দো'আ কলামটি পাঠ

করুন। সেখানে মে '২০০০ সংখ্যায় এ বিষয়ে কিছু দো'আ পাবেন।

প্রশ্ন (২৭/২৯৭)ঃ গ্রাম্য সরদারের নেতৃত্বে আমাদের সমাজ ভালভাবে চলছিল। কিন্তু পরে কিছু লোকের কুটনীতির কারণে সমাজ ভাগ হয়ে যায় এবং ঐক্যে ফাটল ধরে। এমতাবস্থায় এসব কুটনীতিকদের ও সমাজের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারীদের বিধান এবং আমাদের করণীয় কি হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ফারূক হোসাইন
খেসবা, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দ্বীনের দাওয়াত ও জিহাদ ব্যতীত পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে দলাদলি, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মযবুত করে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' (আলে ইমরান ১০৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করো না, হিংসা করোনা, বিদ্বেষ করো না, চক্রান্ত করো না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮)।

অতএব পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও দলাদলি পরিহার করে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জামা'আতবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। অন্যথায় তারা নিজেরা আল্লাহ্‌র নিকটে দায়ী হবে এবং ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন (২৮/২৯৮)ঃ আপন মা ও সৎ মার খেদমতের ক্ষেত্রে কি কোন পার্থক্য আছে? আমাদের এলাকায় এক লোক ১ম স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিবাহ করে। কিছুদিন পর দ্বিতীয় স্ত্রী রেখে লোকটি মারা যায়। ফলে দ্বিতীয় স্ত্রী ১ম স্ত্রীর ছেলেদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু ছেলেদের অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সৎ মাকে দেখাশুনা করছে না। এদের পরিণাম কি হবে?

-মুহাম্মাদ আলী

উত্তরঃ আপন মা হউক আর সৎ মা হউক খেদমত পাওয়ার দিক দিয়ে উভয়ই সমান। আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতা-মাতার খেদমত করার ব্যাপারে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। যেমন- সূরা ইসরা ২৩-২৪, মারিয়াম ৩০-৩২, ১২-১৪, ইবরাহীম ৪০-৪১, নূহ ২৮ ও লোকমান ১৪-১৫ ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৮৯, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পিতা-মাতার খেদমত করা অপরিহার্য। নচেৎ তাদের উপর আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নেমে আসবে। তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন (২৯/২৯৯)ঃ মাওলানা আহমাদ আলী ছাহেবের বঙ্গানুবাদ খুৎবায় বর্ণিত আছে যে, তিন জন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু জনৈক শায়খুল হাদীছ বলেছেন, বিবাহে তিনজন সাক্ষী রাখা বিদ'আত। কোন্‌টি সঠিক? কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনছার আলী
সাং- ইটাপোতা, পোঃ মোগলাহাট
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য একজন 'অলী' ও দু'জন সাক্ষী আবশ্যক। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অলী' ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হয় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ন্যায়নিষ্ঠ দু'জন সাক্ষী এবং বিবেকবান একজন 'অলী' ব্যতীত বিবাহ হয় না (ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪ হাদীছ 'মওকূফ' ছহীহ)।

প্রশ্ন (৩০/৩০০)ঃ ছালাত অবস্থায় চাদর কিভাবে পরিধান করতে হবে? চাদরের দু'পার্শ্ব এক কাঁধে উঠাতে হবে, না দু'কাঁধে উঠাতে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ ইমাদুদ্দীন
শিরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় দুই কাঁধ ঢেকে রাখা যরূরী *(মুত্তা, মিশকাত হা/৭৫৫)*। এক্ষণে যদি চাদর ব্যতীত দেহের উপরাংশে অন্য কোন পোশাক না থাকে, তাহ'লে চাদরের দুই কিনারা দু'কাঁধের উপরে রাখতে হবে। যাতে উভয় কাঁধ ঢাকা পড়ে। যেমন ওমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উম্মে সালমার ঘরে একটি চাদরে ছালাত আদায় করতে দেখেছি যার দুই দিক দুই কাঁধের উপরে রেখেছিলেন *(মুত্তা, মিশকাত হা/৭৫৪)*। মূলত কাঁধ ঢেকে রাখাই শর্ত। এ শর্ত পূরণ করার পর যেভাবে খুশী চাদর গায়ে দেওয়া যায়।